কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়াহ

قَوَاعِدُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

দাখিল সপ্তম শ্রেণি

اَلصَّفُّ السَّابِعُ لِلدَّاخِلِ

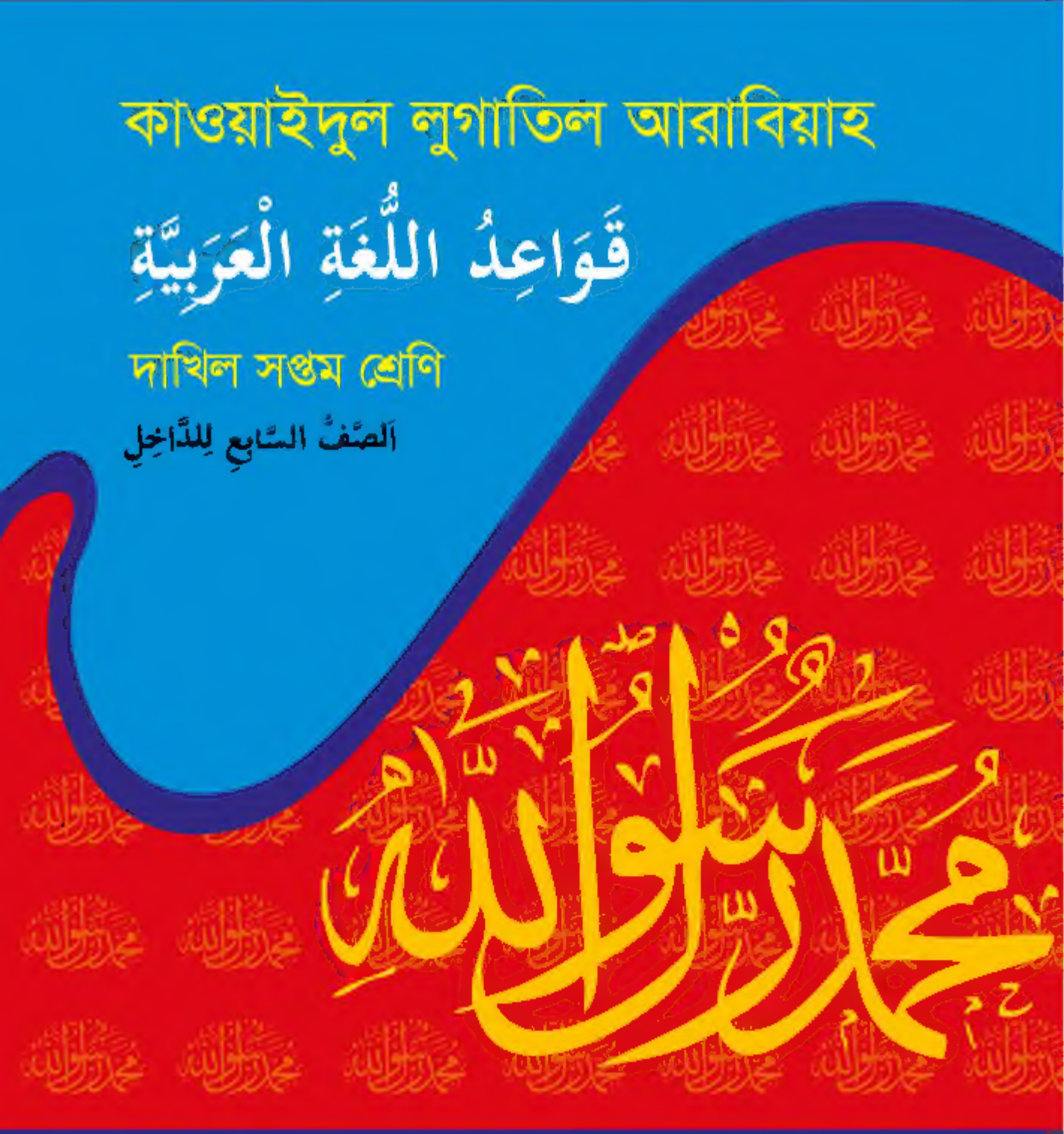

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

قرر مجلس التعليم لمدارس بنغلاديش تدريس هذا الكتاب للصف السابع من الداخل من عام ٢٠١٤م
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল ৭ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

قَوَاعِدُ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ

لِلصَّفِّ السَّابِعِ مِنَ الدَّاخِلِ

কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ

দাখিল
সপ্তম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

مَجْلِسُ التَّعْلِيْمِ لِمَدَارِسِ بَنْغَلَادِيْش ، دَاكَا
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা
ড. মোঃ হুসাইন মাহমুদ ফারুক
মাওলানা মোঃ আবদুর রহমান
মাওলানা মোঃ রেজাউল হক
মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রিছ
মাওলানা মোঃ মঈনুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৩
পরিমার্জিত সংস্করণ : আগস্ট ২০১৮
পরিমার্জিত সংস্করণ : অক্টোবর ২০২৪

ডিজাইন
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গকথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী নাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফলন নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ইসলামি মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স প্রবণতা, শ্রেণি ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কুরআন ও হাদিসের মর্ম অনুধাবন করার জন্য আরবি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। আর এ ভাষা আয়ত্ত করার জন্য তার কাওয়াইদ (ব্যাকরণ) জানা আবশ্যক। এ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে 'কাওয়াইদুল লুগাতিল **আরাবিয়্যাহ' পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটিতে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির** বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একুশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর উন্নত করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আশা করি, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পাঠকে আনন্দময় করবে এবং তাদের প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে।

অক্টোবর ২০২৪

অধ্যাপক মুহাম্মদ শাহ্ আলমগীর
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

فِهْرِسُ الْمَوْضُوْعَاتِ

الْوَحْدَاتُ وَالدُّرُوْسُ	الْمَوْضُوْعَاتُ	الصَّفْحَةُ
اَلْوَحْدَةُ الْأُوْلٰى	قِسْمُ عِلْمِ الصَّرْفِ	১
اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ	تَعْرِيْفُ عِلْمِ الصَّرْفِ	১
اَلدَّرْسُ الثَّانِيْ	اَلْكَلِمَةُ وَ أَقْسَامُهَا	৩
اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ	اَلْفِعْلُ وَأَقْسَامُهُ	৬
اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ	اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ : أَقْسَامُهُ وَتَصْرِيْفَاتُهُ	১০
اَلدَّرْسُ الْخَامِسُ	اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ : أَقْسَامُهُ وَتَصْرِيْفَاتُهُ	১৮
اَلدَّرْسُ السَّادِسُ	فِعْلُ الْأَمْرِ : أَقْسَامُهُ وَتَصْرِيْفَاتُهُ	৩০
اَلدَّرْسُ السَّابِعُ	فِعْلُ النَّهْيِ : تَعْرِيْفُهُ وَتَصْرِيْفَاتُهُ	৩৪
اَلدَّرْسُ الثَّامِنُ	اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّاتُ	৩৭
اَلدَّرْسُ التَّاسِعُ	اَلْفِعْلُ اللَّازِمُ وَالْمُتَعَدِّيْ	৪৩
اَلدَّرْسُ الْعَاشِرُ	اَبْوَابُ الثُّلَاثِيِّ وَالرُّبَاعِيِّ	৪৯
اَلدَّرْسُ الْحَادِيْ عَشَرَ	اَلْمَعْلُوْمَاتُ الْاِبْتِدَائِيَّةُ لِلْإِعْلَالِ	৫১
اَلدَّرْسُ الثَّانِيْ عَشَرَ	خَاصِّيَّاتُ الْأَبْوَابِ	৫৭
اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ عَشَرَ	اَلْجِنْسُ وَأَقْسَامُهُ	৬৩
اَلْوَحْدَةُ الثَّانِيَةُ	قِسْمُ عِلْمِ النَّحْوِ	৬৭
اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ	تَعْرِيْفُ عِلْمِ النَّحْوِ	৬৭
اَلدَّرْسُ الثَّانِيْ	اَلاسْمُ وَأَقْسَامُهُ	৭০
اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ	اَلْإِسْنَادُ	৭৬
اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ	اَلْكَلَامُ وَأَقْسَامُهُ	৭৮
اَلدَّرْسُ الْخَامِسُ	اَلْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ	৮২
اَلدَّرْسُ السَّادِسُ	اَلْفَاعِلُ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ	৮৫

الْوَحْدَاتُ وَالدُّرُوْسُ	الْمَوْضُوْعَاتُ	الصَّفْحَةُ
اَلدَّرْسُ السَّابِعُ	اَلْمَفَاعِيْلُ	৮৯
اَلدَّرْسُ الثَّامِنُ	اَلْمَبْنِيَّاتُ	৯৩
اَلدَّرْسُ التَّاسِعُ	اَلْمُعْرَبُ : تَعْرِيْفُهُ وَأَقْسَامُهُ	৯৬
اَلدَّرْسُ الْعَاشِرُ	اَلْحُرُوْفُ الْجَارَّةُ	১০১
اَلدَّرْسُ الْحَادِيْ عَشَرَ	اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ	১০৪
اَلدَّرْسُ الثَّانِيْ عَشَرَ	اَلْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ	১০৮
اَلدَّرْسُ الثَّالِثَ عَشَرَ	اَلْمُنْصَرِفُ وَغَيْرُ الْمُنْصَرِفِ	১১১
اَلدَّرْسُ الرَّابِعَ عَشَرَ	إِعْرَابُ الْأَسْمَاءِ	১১৫
اَلْوَحْدَةُ الثَّالِثَةُ	قِسْمُ التَّرْجَمَةِ	১২১
اَلْوَحْدَةُ الرَّابِعَةُ	قِسْمُ الطَّلَبِ وَالرِّسَالَةِ	১২৯
اَلْوَحْدَةُ الْخَامِسَةُ	قِسْمُ الْإِنْشَاءِ الْعَرَبِيِّ	১৩৭
	١- اَلْعِلْمُ	১৩৭
	٢- خُلُقٌ حَسَنٌ	১৩৮
	٣- قَرْيَتُنَا	১৩৯
	٤- اَلرِّحْلَةُ إِلَى كُوكْس بَازَارْ	১৪০
	٥- اَلْغَنَمُ	১৪১
	٦- غَرْسُ الشَّجَرِ	১৪২
	٧- وَاجِبَاتُ الطُّلَّابِ	১৪৩
	শিক্ষক নির্দেশিকা	১৪৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْوَحْدَةُ الْأُوْلٰى : প্রথম ইউনিট

قِسْمُ عِلْمِ الصَّرْفِ

ইলমে সারফ অংশ

اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ : প্রথম পাঠ

تَعْرِيْفُ عِلْمِ الصَّرْفِ

ইলমে সারফের পরিচয়

عِلْمُ الصَّرْفِ -এর পরিচয়

عِلْمٌ ও اَلصَّرْفُ এ দুটি শব্দের সমন্বয়ে عِلْمُ الصَّرْفِ গঠিত। عِلْمٌ শব্দের অর্থ জানা, অবগত হওয়া, জ্ঞান, শাস্ত্র ইত্যাদি। আর اَلصَّرْفُ অর্থ পরিবর্তন, রূপান্তর। অতএব عِلْمُ الصَّرْفِ -এর সমন্বিত অর্থ হলো, রূপান্তর সম্পর্কিত জ্ঞান।

পরিভাষায় عِلْمُ الصَّرْفِ হচ্ছে -

عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيْهِ عَنْ هَيْئَاتِ الْكَلِمَاتِ الْعَرَبِيَّةِ وَتَحْوِيْلِهَا إِلٰى صُوَرٍ مُخْتَلِفَةٍ .

অর্থাৎ যে শাস্ত্রে আরবি শব্দের মূল গঠনপদ্ধতি ও রূপান্তরের নিয়মাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে عِلْمُ الصَّرْفِ বলে।

عِلْمُ الصَّرْفِ-এর আলোচ্য বিষয়

عِلْمُ الصَّرْفِ -এর আলোচ্য বিষয় হলো-

اَلْأَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَةُ وَالْأَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ

অর্থাৎ সকল রূপান্তরশীল ক্রিয়া (فِعْل) ও সকল ইরাবগ্রহণকারী বিশেষ্য (اِسْم)।

অতএব, যেসব ফে'ল রূপান্তরশীল নয়, যেমন أَفْعَالٌ جَامِدَةٌ এবং যেসব ইসম ইরাব গ্রহণকারী নয়, যেমন- أَسْمَاءٌ مَبْنِيَّةٌ সেগুলো عِلْمُ الصَّرْفِ-এর আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

عِلْمُ الصَّرْفِ-এর উদ্দেশ্য :

عِلْمُ الصَّرْفِ -এর উদ্দেশ্য হলো-

حِفْظُ اللِّسَانِ عَنِ الْخَطَاءِ فِي الْمُفْرَدَاتِ وَمُرَاعَاةُ قَانُوْنِ اللُّغَةِ فِي الْكِتَابَةِ

অর্থাৎ আরবি শব্দসমূহের ক্ষেত্রে ভুল-ভ্রান্তি হওয়া থেকে জবানকে বাঁচিয়ে রাখা এবং আরবি লেখার ক্ষেত্রে ভাষার নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা।

عِلْمُ الصَّرْفِ-এর নামকরণ

اَلصَّرْفُ শব্দের অর্থ- রূপান্তর। যেহেতু عِلْمُ الصَّرْفِ-এর মাধ্যমে আরবি শব্দসমূহ বিভিন্নভাবে রূপান্তর করার নিয়ম-পদ্ধতি জানা যায়, তাই একে عِلْمُ الصَّرْفِ নামকরণ করা হয়েছে।

عِلْمُ الصَّرْفِ-এর প্রয়োগ

اَلْأَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَةُ-এর ক্ষেত্রে مَصْدَرٌ থেকে فِعْلٌ مَاضٍ এবং فِعْلٌ مَاضٍ থেকে فِعْل مُضَارِعٌ এবং اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ- اِسْمُ الْفَاعِلِ- فِعْلُ النَّفْيِ- فِعْلُ الْأَمْرِ فِعْل مُضَارِعٌ ইত্যাদি গঠন করার মাধ্যমে عِلْمُ الصَّرْفِ-এর প্রয়োগ হয়।

আর اَلْأَسْمَاءُ الْمُتَمَكِّنَةُ-এর ক্ষেত্রে مُفْرَدٌ থেকে جَمْعٌ ও مُثَنًّى এবং مُذَكَّرٌ থেকে مُؤَنَّثٌ আর نَكِرَةٌ থেকে مَعْرِفَةٌ ইত্যাদি গঠনের মাধ্যমে عِلْمُ الصَّرْفِ-এর প্রয়োগ হয়।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। عِلْمُ الصَّرْفِ-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ লেখ।

২। عِلْمُ الصَّرْفِ-এর আলোচ্য বিষয়, উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ বর্ণনা কর।

৩। কোন প্রকারের শব্দে عِلْمُ الصَّرْفِ প্রয়োগ হয়? উদাহরণসহ লেখ।

৪। عِلْمُ الصَّرْفِ-এর নামকরণের কারণ উল্লেখ কর।

اَلدَّرْسُ الثَّانِي : দ্বিতীয় পাঠ

اَلْكَلِمَةُ وَأَقْسَامُهَا

কালেমা ও তার প্রকারসমূহ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

مُحَمَّدٌ (ﷺ) رَسُوْلُ اللهِ	মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসুল।
اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ اللهِ	মসজিদ আল্লাহর ঘর।
إِبْرَاهِيْمُ (عليه السلام) خَلِيْلُ اللهِ	ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর বন্ধু।
أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ	আল্লাহ কোরআন অবতীর্ণ করেছেন।
يَسْكُنُ سَعِيْدٌ فِي الْقَرْيَةِ	সাঈদ গ্রামে বাস করে।
يُسَافِرُ خَالِدٌ إِلَى مَكَّةَ	খালিদ মক্কায় ভ্রমণ করবে।

উপরের উদাহরণগুলোতে নিম্নরেখাবিশিষ্ট (ﷺ) مُحَمَّدٌ (মুহাম্মদ সা.); اَلْمَسْجِدُ (মসজিদ); إِبْرَاهِيْمُ (ইবরাহীম); أَنْزَلَ (তিনি অবতীর্ণ করেছেন); يَسْكُنُ (সে বাস করে); يُسَافِرُ (সে ভ্রমণ করবে); فِي (মধ্যে) ও إِلَى (পর্যন্ত) প্রত্যেকটি শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে।

তবে উল্লিখিত শব্দসমূহের মাঝে (ﷺ) مُحَمَّدٌ (মুহাম্মদ সা.); اَلْمَسْجِدُ (মসজিদ) ও (عليه السلام) إِبْرَاهِيْمُ (ইবরাহীম আ.) শব্দগুলোর সাথে কালের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু أَنْزَلَ (তিনি অবতীর্ণ করেছেন) يَسْكُنُ (সে বাস করে) ও يُسَافِرُ (সে ভ্রমণ করবে) শব্দগুলোর সাথে তিনকালের মধ্যে কোনো একটির সাথে অবশ্যই সম্পর্ক রয়েছে। আবার فِي (মধ্যে) إِلَى (পর্যন্ত) শব্দ দুটি অন্যের সাহায্য ব্যতীত নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে না।

اَلْقَوَاعِدُ

كَلِمَةٌ-এর পরিচয় : كَلِمَةٌ শব্দটি একবচন। বহুবচনে كَلِمَاتٌ ও كَلِمٌ; শব্দটি كَلْمٌ মূলক্রিয়া থেকে গঠিত। كَلْمٌ-এর আভিধানিক অর্থ হলো- আঘাত করা, আহত করা। যেহেতু মানুষ كَلِمَةٌ তথা কথার মাধ্যমে একে অন্যের অন্তরে আঘাত দিয়ে থাকে। সেহেতু এটাকে كَلِمَةٌ নামকরণ করা হয়েছে। كَلِمَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ শব্দ বা পদ।

পরিভাষায় كَلِمَةٌ বলা হয়-

اَلْكَلِمَةُ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ

অর্থাৎ কালেমা এমন শব্দ, যাকে একক অর্থ বোঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে।

যেমন- كِتَابٌ (বই), ذَهَبَ (সে গেল), فِي (মধ্যে) ইত্যাদি।

كَلِمَةٌ -এর প্রকার :

كَلِمَةٌ তিন প্রকার। যথা- ১. اِسْمٌ ; ২. فِعْلٌ ও ৩. حَرْفٌ

(১) اِسْمٌ-এর পরিচয়:

اَلْاِسْمُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا غَيْرَ مُقْتَرِنٍ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ .

অর্থাৎ اِسْمٌ এমন كَلِمَةٌ কে বলে যা তিন কালের কোনো এক কালের সাথে সম্পর্ক রাখা ব্যতীত নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে।

যেমন- كِتَابٌ (একটি কিতাব), مَدْرَسَةٌ (একটি মাদরাসা) ও عَاصِمٌ (একজন ব্যক্তির নাম)।

(২) فِعْلٌ-এর পরিচয় :

اَلْفِعْلُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا مُقْتَرِنًا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ .

অর্থাৎ فِعْلٌ এমন كَلِمَةٌ কে বলে যা তিন কালের কোনো এক কালের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে।

যেমন- كَتَبَ (সে লিখেছে), يَدْخُلُ (সে প্রবেশ করছে বা করবে)।

(৩) حَرْفٌ-এর পরিচয় :

اَلْحَرْفُ كَلِمَةٌ لَا تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا وَلَا يَقْتَرِنُ مَعْنَاهَا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ .

অর্থাৎ حَرْفٌ এমন كَلِمَةٌ কে বলে যা নিজ অর্থ প্রকাশ করতে পারে না এবং তিন কালের কোনো এক কালের সাথে তার অর্থ সম্পৃক্ত হয় না।

যেমন- فِي (মধ্যে), إِلَى (পর্যন্ত) مِنْ (হতে) ইত্যাদি।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। كَلِمَةٌ এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? উদাহরণসহ লেখ।

২। كَلِمَةٌ কে كَلِمَةٌ নামে কেন নামকরণ করা হয়েছে? বর্ণনা কর।

৩। اِسْمٌ : فِعْلٌ ও حَرْفٌ এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৪। নিম্নোক্ত বাক্যসমূহ থেকে اِسْمٌ : فِعْلٌ ও حَرْفٌ আলাদা করে দেখাও :

اَلْإِسْلَامُ دِيْنُ التَّوْحِيْدِ (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ)، اَلَّذِيْ بَعَثَ اللهُ بِهِ الْأَنْبِيَاءَ وَالرُّسُلَ جَمِيْعًا، وَأَوَّلُهُم آدَمُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). قَالَ تَعَالٰى : "إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ". وَالْإِسْلَامُ هُوَ الدِّيْنُ الْبَاقِي اَلَّذِيْ نَسَخَ جَمِيْعَ الرِّسَالَاتِ قَبْلَهُ.

قَالَ اللهُ تَعَالٰى: "وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ". وَهُوَ صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. وَهُوَ دِيْنٌ عَامٌّ لِجَمِيْعِ الْبَشَرِ. فَلِذَا تَكَفَّلَ اللهُ تَعَالٰى لِحِفْظِهِ. قَالَ تَعَالٰى : "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُوْنَ".

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পাঠ

اَلْفِعْلُ وَأَقْسَامُهُ

ফে'ল ও তার প্রকারসমূহ

নিচের উদারণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

ذَهَبَ اللهُ بِنُوْرِهِمْ .	আল্লাহ তাদের নূর দূরীভূত করেছেন
وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ .	আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রিযিক দান করেন/করছেন।
قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ .	বলুন, তিনিই আল্লাহ একক
لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ	তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না

উপরের উদাহরণগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে, নিচে দাগ দেয়া প্রতিটি শব্দই اَلْفِعْلُ বা ক্রিয়া প্রথম فِعْل টি অতীতকালের অর্থ প্রদান করে দ্বিতীয় فِعْل টি বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের অর্থ প্রদান করে তৃতীয় فِعْل টি কোনো কিছু করার আদেশ করে। আর চতুর্থ فِعْل টি কোনো কিছু করা থেকে নিষেধ করে

اَلْقَوَاعِدُ

فِعْلٌ-এর পরিচয়

فِعْلٌ শব্দটি একবচন। বহুবচনে أَفْعَالٌ আভিধানিক অর্থ- কাজ, ক্রিয়া আর নাহু শাস্ত্রের পরিভাষায়-

هُوَ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا دَلَالَةً مُقْتَرِنَةً بِزَمَانِ ذٰلِكَ الْمَعْنٰى

অর্থাৎ فِعْل এমন একটি শব্দ যা তার নিজের অর্থ নিজেই প্রকাশ করতে পারে এবং ঐ অর্থ তিনটি কালের যে কোনো একটির সাথে মিলিত হয়

যেমন كَتَبَ (সে লিখল), يَكْتُبُ (সে লিখছে বা লিখবে) ইত্যাদি।

فِعْل-এর প্রকার : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে فِعْل-এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে যথা-

(ক) রূপান্তর হিসেবে فِعْل দু প্রকার। যথা-

১. اَلْأَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَةُ তথা রূপান্তরশীল ক্রিয়াসমূহ।

২ اَلْأَفْعَالُ الْجَامِدَةُ اَلْأَفْعَالُ غَيْرُ الْمُتَصَرِّفَةِ তথা রূপান্তরহীন ক্রিয়াসমূহ

اَلْأَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَةُ-এর পরিচয়: যে সকল فِعْلٌ তথা ক্রিয়া مَاضِيْ ؛ مُضَارِعٌ ؛ أَمْرٌ ও نَهْيٌ ইত্যাদিতে রূপান্তর হয়, তাকে اَلْأَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَةُ বলে যেমন- نَصَرَ - يَنْصُرُ - أُنْصُرْ ও لَاتَنْصُرْ ইত্যাদি

اَلْأَفْعَالُ الْجَامِدَةُ-এর পরিচয়: যে সকল فِعْلٌ তথা ক্রিয়ার مَاضِي বা أَمْرٌ এর রূপান্তর ব্যতীত অন্য কোনো রূপান্তর হয় না, সেগুলোকে اَلْأَفْعَالُ غَيْرِ الْمُتَصَرِّفَةِ বা اَلْأَفْعَالُ الْجَامِدَةُ বলে যেমন- كَرُبَ ؛ عَسى ؛ تَعَالَ ইত্যাদি।

(খ) গঠনগতভাবে فِعْلٌ তিন প্রকার। যথা–

১. اَلْفِعْلُ الْمَاضِي : যে فِعْلٌ দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَاضِي (অতীতকালীন ক্রিয়া) বলা হয় যেমন- كَتَبْتُ (আমি লিখেছি), قَرَأْتَ (তুমি পড়েছ)

২. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ - যে فِعْلٌ দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ করা হচ্ছে বা করা হবে বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ (বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়া) বলা হয় যেমন- تَجْلِسُ (তুমি বসছ বা বসবে), أَنْصُرُ (আমি সাহায্য করছি বা করব)।

৩. فِعْلُ الْأَمْرِ : যে فِعْلٌ দ্বারা কোনো কাজ করার আদেশ, নির্দেশ কিংবা অনুরোধ করা বোঝায়, তাকে فِعْلُ الْأَمْرِ (আদেশসূচক ক্রিয়া) বলা হয় যেমন- اِجْلِسْ (তুমি বস), اُنْصُرْ (তুমি সাহায্য কর)

উল্লেখ্য যে, আরবি ভাষায় فِعْلُ النَّفْيِ নামক অপর একটি فِعْلٌ -এর রূপ রয়েছে এটি মূলত اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ -এর একটি বিশেষ রূপ যে فِعْلٌ দ্বারা কোনো কাজ না করার আদেশ, নির্দেশ কিংবা অনুরোধ করা হয় তাকে فِعْلُ النَّفْيِ (নিষেধসূচক ক্রিয়া) বলা হয় যেমন- لَاتَجْلِسْ (তুমি বসো না), لَاتَنْصُرْ (তুমি সাহায্য কর না)।

(গ) فَاعِل তথা কর্তা হিসেবে فِعْل কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১ اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْفُ (কর্তৃবাচক ক্রিয়া) ও ২. اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ (কর্মবাচক ক্রিয়া)

১. اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْفُ : যে ক্রিয়ার فَاعِلٌ উল্লেখ থাকে, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَعْرُوْفُ বা اَلْفِعْلُ الْمَعْلُوْمُ (কর্তৃবাচক ক্রিয়া) বলে যেমন أَكَلَ سَاجِدٌ (সাজেদ খেয়েছে) অর্থাৎ সাজেদ কর্তৃক খাওয়ার কাজ সম্পাদিত হয়েছে, এটি বাক্যে উল্লেখ আছে।

২. اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ : যে ক্রিয়ার فَاعِلٌ উল্লেখ থাকে না, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ (কর্মবাচক ক্রিয়া) বলে যেমন- كُتِبَ (লেখা হয়েছে) এখানে লেখকের নাম উল্লেখ নেই

(খ) مَفْعُوْلٌ তথা কর্ম হিসেবে فِعْلٌ কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. اَلْفِعْلُ اللَّازِمُ (অকর্মক ক্রিয়া) ও

২. اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّيْ (সকর্মক ক্রিয়া)।

১. اَلْفِعْلُ اللَّازِمُ : অর্থ নির্দেশ করার জন্য যে فعل-এর به مَفْعُوْلٌ প্রয়োজন হয় না, তাকে اَلْفِعْلُ اللَّازِمُ (অকর্মক ক্রিয়া) বলে যেমন ذَهَبَ بَكْرٌ (বকর গিয়েছে) বাক্যে ذَهَبَ এর অর্থ বোঝানোর জন্য কোনো مَفْعُوْلٌ-এর প্রয়োজন হয় না।

২. اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّيْ : অর্থ নির্দেশ করার জন্য যে فعل-এর به مَفْعُوْلٌ প্রয়োজন হয়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّيْ (সকর্মক ক্রিয়া) বলে। যেমন-

نَصَرَ بَكْرٌ زَيْدًا (বকর যায়েদকে সাহায্য করেছে) এ বাক্যে زَيْدًا শব্দটি مَفْعُوْلٌ بِه উল্লেখ্য, একমাত্র اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّيْ কে اَلْفِعْلُ الْمَجْهُوْلُ বানানো যায়

(গ) ইতিবাচক ও নেতিবাচক বিচারে فِعْلٌ দু'প্রকার। যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمُثْبَتُ (হ্যাঁবাচক ক্রিয়া) ও

২. اَلْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ (নাবাচক ক্রিয়া)

১. اَلْفِعْلُ الْمُثْبَتُ : যে فِعْلٌ দ্বারা কোনো কাজ সংঘটিত হওয়া বা করা বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُثْبَتُ (হ্যাঁবাচক ক্রিয়া) বলে যেমন ذَهَبَ (সে গিয়েছে), يَسْمَعُ (সে শ্রবণ করছে/করবে)।

২. اَلْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ : যে فِعْلٌ দ্বারা কোনো কাজ সংঘটিত না হওয়া বা না করা বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَنْفِيُّ (নাবাচক ক্রিয়া) বলে যেমন مَا ذَهَبَ (সে যায়নি), لَا يَسْمَعُ (সে শ্রবণ করছে না/করবে না)

(চ) ক্রিয়ার মূল অক্ষর হিসেবে فِعْلٌ দু'প্রকার। যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمُجَرَّدُ ও

২. اَلْفِعْلُ الْمَزِيْدُ فِيْهِ

১. اَلْفِعْلُ الْمُجَرَّدُ : যে فِعْلٌ-এর অতীতকালের وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ-এর সীগায় কোনো অতিরিক্ত অক্ষর থাকে না, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُجَرَّدُ বলে। যেমন- ذَهَبَ ؛ سَمِعَ ؛ نَفَرَ ইত্যাদি

২. اَلْفِعْلُ الْمَزِيْدُ فِيْهِ : যে فِعْلٌ-এর অতীতকালের وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ-এর সীগায় মূল অক্ষরের সাথে অতিরিক্ত অক্ষর থাকে, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَزِيْدُ فِيْهِ বলে। যেমন- تَسَرْبَلَ ؛ اِجْتَنَبَ ইত্যাদি

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ فِعْل এর সংজ্ঞা দাও রূপান্তরভেদে فِعْل কত প্রকার ও কী কী? লেখ

২ হ্যাঁবাচক ও নাবাচক বিচারে فعل এর প্রকারসমূহ উদাহরণসহ উল্লেখ কর

৩ গঠনগত দিক থেকে فعل কত প্রকার? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৪ নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ হতে فعل সমূহ বের কর ·

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذٰلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِيْ لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَرَسُوْلِهِ.

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ : চতুর্থ পাঠ

اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ أَقْسَامُهُ وَتَصْرِيْفَاتُهُ

ফে'লে মাদী : তার প্রকার ও রূপান্তরসমূহ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

اِجْتَهَدَ الطَّالِبُ فِي الْقِرَائَةِ	ছাত্রটি পড়ায় পরিশ্রম করেছে
قَدْ اِنْتَصَرَ الْجُنُوْدُ	সৈন্যবাহিনী এইমাত্র জয় লাভ করল
كَانَ اسْتَغْفَرَ الطَّالِبُ	ছাত্রটি ক্ষমা চেয়েছিল
اَلْمُعَلِّمُوْنَ كَانُوْا يُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ	শিক্ষকগণ কিতাব শিক্ষা দিতেন
لَعَلَّ انْتَقَمَ خَالِدٌ	সম্ভবত খালিদ প্রতিশোধ নিল
لَيْتَمَا اِعْتَصَمُوْا الْقُرْآنَ	যদি তারা কোরআনকে আঁকড়ে ধরত।

উদাহরণগুলোতে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নিম্নরেখাবিশিষ্ট প্রত্যেকটি শব্দ অতীত কালের অর্থ প্রকাশ করলেও একেকটি একেক ধরনের।

প্রথম বাক্যে اِجْتَهَدَ শব্দটি দ্বারা সাধারণত অতীতকালে পরিশ্রম করল বোঝায়

দ্বিতীয় বাক্যে قَدْ اِنْتَصَرَ শব্দ দ্বারা একটু আগে বিজয় লাভ করেছে বোঝায়,

তৃতীয় বাক্যে كَانَ اسْتَغْفَرَ দ্বারা দূরবর্তী অতীতকালে ক্ষমা চেয়েছিল বোঝায়

চতুর্থ বাক্যে كَانُوْا يُعَلِّمُوْنَ দ্বারা শিক্ষা দানের কাজটি অতীতকালে চলমান ছিল বোঝায়

পঞ্চম বাক্যে لَعَلَّ اِنْتَقَمَ দ্বারা অতীতকালে কাজে প্রতিশোধ নেয়ার সন্দেহ বোঝায়

ষষ্ঠ বাক্যে لَيْتَمَا اِعْتَصَمُوْا শব্দ দ্বারা অতীতকালে আঁকড়ে ধরার আকাঙ্ক্ষা বোঝায়

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْفِعْلُ الْمَاضِي-এর পরিচয়: اَلْمَاضِي শব্দটি اِسْمُ الْفَاعِلِ-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- বিগত, অতীত পরিভাষায় اَلْفِعْلُ الْمَاضِي হলো-

هُوَ مَادَلَّ عَلَى حَدَثٍ أَوْ حَدَثٍ فِي زَمَانٍ قَبْلَ الَّذِيْ أَنْتَ فِيْهِ .

অর্থাৎ, তুমি যে সময়ে বর্তমান আছ, তার পূর্বেকার সময়ে কোনো অবস্থা বা ঘটনার উপর ইঙ্গিত করে এমন ক্রিয়াপদকে اَلْفِعْلُ الْمَاضِي বলে। আরো সহজভাবে বলা যায়, যে فِعْلٌ দ্বারা অতীত কালে কোনো কাজ সংঘটিত হয়েছিল বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمَاضِي বলে। যেমন-

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ (দয়াময় প্রভু কুরআন শেখালেন)। এ আয়াতে عَلَّمَ শব্দটি ফে'লে মাদী।

اَلْفِعْلُ الْمَاضِي-এর প্রকার :

অতীতকালের তারতম্য অনুসারে اَلْفِعْلُ الْمَاضِي কে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১ اَلْمَاضِيْ الْمُطْلَقُ	২. اَلْمَاضِيْ الْقَرِيْبُ
৩ اَلْمَاضِيْ الْبَعِيْدُ	৪. اَلْمَاضِيْ الْاِسْتِمْرَارِيُّ
৫ اَلْمَاضِيْ الْاِحْتِمَالِيُّ	৬. اَلْمَاضِيْ الشَّرْطِيُّ

নিম্নে এ গুলোর পরিচয় ও গঠনপ্রণালী আলোচনা করা হলো

১ اَلْمَاضِيْ الْمُطْلَقُ-এর পরিচয়: যে فِعْلٌ তথা ক্রিয়া দ্বারা সাধারণভাবে অতীতকালে কোনো কাজ করলো বা সংঘটিত হলো বোঝায়, তাকে اَلْمَاضِيْ الْمُطْلَقُ (সাধারণ অতীতকাল) বলে। যেমন- قَرَأَ (সে পড়ল), كَتَبَ (সে লিখল)।

গঠন প্রণালী : اَلْمَاضِيْ الْمُطْلَقُ সাধারণত مَصْدَر তথা ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত হয়। তিন অক্ষরবিশিষ্ট فِعْلٌ এর ف কালেমায় فَتْحَةٌ (যবর) এবং ع কালেমায় বাব অনুযায়ী ضَمَّةٌ (পেশ), فَتْحَةٌ (যবর) বা كَسْرَةٌ (যের) দিয়ে ل কালেমায় فَتْحَةٌ (যবর) দিলে اَلْمَاضِيْ الْمُطْلَقُ এর اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ এর সীগাহ গঠিত হয়।

২. اَلْمَاضِيْ الْقَرِيْبُ-এর পরিচয় : যে فِعْلٌ দ্বারা অতীতকালের নিকটতম সময় অর্থাৎ কিছুক্ষণ পূর্বে কোনো কাজ সংঘটিত হয়েছে বোঝায়, তাকে اَلْمَاضِيْ الْقَرِيْبُ (নিকটবর্তী অতীত কাল) বলে। যেমন قَدْ قَرَأَ (সে এইমাত্র পড়ল), قَدْ كَتَبَ (সে এইমাত্র লিখল)।

গঠন প্রণালী: اَلْفِعْلُ الْمَاضِي الْمُطْلَقُ এর সীগাহসমূহের পূর্বে قَدْ যোগ করলে اَلْفِعْلُ الْمَاضِي الْقَرِيْبُ এর ১৪টি সীগাহ গঠিত হয়। قَدْ শব্দটি সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন قَدْ نَصَرْتُ (আমি এইমাত্র সাহায্য করেছি), قَدْ حَفِظَ (সে এইমাত্র মুখস্থ করেছে)।

৩ اَلْمَاضِي الْبَعِيْدُ-এর পরিচয় : যে اَلْفِعْلُ الْمَاضِي দ্বারা দূরবর্তী অতীতকালে কোনো কাজ করেছিল বা হয়েছিল বোঝায়, তাকে اَلْمَاضِي الْبَعِيْدُ (দূরবর্তী অতীতকাল) বলে যেমন كُنْتُ ذَهَبْتُ (আমি অনেক আগে গিয়েছিলাম), كُنَّا غَسَلْنَا (আমরা অনেক আগেই গোসল করেছি)

গঠন প্রণালী: اَلْمَاضِي الْمُطْلَقُ এর পূর্বে كَانَ যোগ করলে اَلْفِعْلُ الْمَاضِي الْبَعِيْدُ এর সীগাহ গঠিত হয় যেমন كَانَ فَعَلَ । উল্লেখ্য كَانَ শব্দটি চৌদ্দটি সীগাহর সাথে রূপান্তর হয়

যেমন كَانَ فَتَحَ (সে খুলেছিল), كُنْتُ صَبَرْتُ (আমি ধৈর্য ধরেছিলাম)

৪ اَلْمَاضِي الْاِسْتِمْرَارِيُّ-এর পরিচয় : যে فِعْلٌ দ্বারা অতীতকালে ব্যাপক সময় পর্যন্ত কোনো কাজ চলছিল বোঝায়, তাকে اَلْمَاضِي الْاِسْتِمْرَارِي (চলমান অতীত কাল) বলে যেমন كَانَ يَكْبُرُ (সে বড় হচ্ছিল), كَانُوْا يَنَامُوْنَ (তারা ঘুমাচ্ছিল)।

গঠন প্রণালী : اَلْفِعْلُ الْمُضَارِع এর পূর্বে كَانَ যোগ করলে اَلْمَاضِي الْاِسْتِمْرَارِي এর সীগাহ হয় যেমন كَانَ يَكْتُبُ (সে লিখতেছিল) উল্লেখ্য, كَانَ শব্দটিও মূল সীগাহর সাথে রূপান্তর হবে যেমন كَانَ يَذْهَبُ ؛ كَانَ يَذْهَبِيْ ؛ كَانُوْا يَذْهَبُوْنَ

৫. اَلْمَاضِي الْاِحْتِمَالِيُّ-এর পরিচয় : যে فِعْلٌ তথা ক্রিয়া দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা বোঝায়, তাকে اَلْمَاضِي الْاِحْتِمَالِيُّ (সম্ভাবনামূলক অতীত কাল) বলে। যেমন- لَعَلَّمَا عَمِلَ (সম্ভবত সে আমল করেছে)

গঠন প্রণালী : اَلْمَاضِي الْمُطْلَقُ এর পূর্বে لَعَلَّمَا শব্দ যোগ করলে اَلْمَاضِي الْاِحْتِمَالِيُّ এর সীগাহ গঠিত হয় যেমন لَعَلَّمَا قَامَ (সম্ভবত সে দাঁড়িয়ে ছিলো) لَعَلَّمَا শব্দটি সবসময় একই অবস্থায় থাকবে, অর্থাৎ রূপান্তর হবে না।

৬. اَلْمَاضِي التَّمَنِّيُّ-এর পরিচয় : যে فِعْلٌ তথা ক্রিয়া দ্বারা অতীতকালে কোন কাজ সংঘটিত হওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করা হয়, তাকে اَلْمَاضِي التَّمَنِّيُّ (আকাঙ্খামূলক অতীত কাল) বলে যেমন لَيْتَمَا قَرَأَ (যদি সে পড়তো/পড়ে থাকত)

গঠন প্রণালী : اَلْمَاضِي الْمُطْلَقُ এর পূর্বে لَيْتَمَا শব্দ যোগ করলে اَلْمَاضِي التَّمَنِّيُّ اَلْفِعْلُ الْمَاضِي এর সীগাহ গঠিত হয় যেমন- لَيْتَمَا جَلَسَ (যদি সে বসতো), لَيْتَمَا نَامَ (যদি সে ঘুমাতো) لَيْتَمَا শব্দটি সব সময় অপরিবর্তিত থাকবে।

বিঃ দ্রঃ ثُلَاثِيْ مُجَرَّدٌ এর রূপান্তর তোমরা ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়েছ তাই ثُلَاثِيْ مَزِيْد فِيْه এর রূপান্তর এখানে দেয়া হলো প্রকারভেদ অনুযায়ী اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ এর ছয়টি রূপান্তর হয় আবার প্রত্যেক প্রকারের اَلْمَبْنِيُّ : اَلْمُثْبَتُ এবং اَلْمَجْهُوْلُ : اَلْمَعْرُوْفُ রয়েছে

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْمُطْلَقِ اَلْمُثْبَتِ لِلْمَعْرُوْفِ

হ্যাঁবাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ	اَلْمَعْنٰى	تَرْتِيْبُ الصِّيْغَةِ
اِجْتَنَبَ	সে (একজন পুরুষ) বিরত থাকল	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
اِجْتَنَبَا	তারা (দুজন পুরুষ) বিরত থাকল	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
اِجْتَنَبُوْا	তারা (সকল পুরুষ) বিরত থাকল	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
اِجْتَنَبَتْ	সে (একজন মহিলা) বিরত থাকল	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
اِجْتَنَبَتَا	তারা (দুজন মহিলা) বিরত থাকল	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
اِجْتَنَبْنَ	তারা (সকল মহিলা) বিরত থাকল	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
اِجْتَنَبْتَ	তুমি (একজন পুরুষ) বিরত থাকলে	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
اِجْتَنَبْتُمَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) বিরত থাকলে	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
اِجْتَنَبْتُمْ	তোমরা (সকল পুরুষ) বিরত থাকলে	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
اِجْتَنَبْتِ	তুমি (একজন মহিলা) বিরত থাকলে	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
اِجْتَنَبْتُمَا	তোমরা (দুজন মহিলা) বিরত থাকলে	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
اِجْتَنَبْتُنَّ	তোমরা (সকল মহিলা) বিরত থাকলে	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
اِجْتَنَبْتُ	আমি (একজন পুরুষ/মহিলা) বিরত থাকলাম	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
اِجْتَنَبْنَا	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/মহিলা) বিরত থাকলাম	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْمُطْلَقِ اَلْمُثْبَتِ لِلْمَجْهُوْلِ

হ্যাঁবাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্মবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفُ	اَلْمَعْنٰى	تَرْتِيْبُ الصِّيْغَةِ
أُحْتُبِسَ	তাকে (একজন পুরুষ) বিরত রাখা হল	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
أُحْتُبِسَا	তাদেরকে (দুজন পুরুষ) বিরত রাখা হল	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
أُحْتُبِسُوْا	তাদেরকে (সকল পুরুষ) বিরত রাখা হল	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
أُحْتُبِسَتْ	তাকে (একজন মহিলা) বিরত রাখা হলো	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
أُحْتُبِسَتَا	তাদেরকে (দুজন মহিলা) বিরত রাখা হল	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
أُحْتُبِسْنَ	তাদেরকে (সকল মহিলা) বিরত রাখা হল	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
أُحْتُبِسْتَ	তোমাকে(একজন পুরুষ) বিরত রাখা হল	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
أُحْتُبِسْتُمَا	তোমাদেরকে (দুজন পুরুষ) বিরত রাখা হল	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
أُحْتُبِسْتُمْ	তোমাদেরকে (সকল পুরুষ) বিরত রাখা হল	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
أُحْتُبِسْتِ	তোমাকে (একজন মহিলা) বিরত রাখা হল	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
أُحْتُبِسْتُمَا	তোমাদেরকে (দুজন মহিলা) বিরত রাখা হল	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
أُحْتُبِسْتُنَّ	তোমাদেরকে (সকল মহিলা) বিরত রাখা হল	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
أُحْتُبِسْتُ	আমাকে (একজন পুরুষ/মহিলা) বিরত রাখা হল	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
أُحْتُبِسْنَا	আমাদেরকে (দুজন/সকল পুরুষ/মহিলা) বিরত রাখা হল	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ اَلْمُطْلَقِ اَلْمَنْفِيِّ لِلْمَعْرُوْفِ

নাবাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ	اَلْمَعْنَى	تَرْتِيْبُ الصِّيْغَةِ
مَا اِجْتَنَبَ	সে (একজন পুরুষ) বিরত থাকল না	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
مَا اِجْتَنَبَا	তারা (দুজন পুরুষ) বিরত থাকল না	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
مَا اِجْتَنَبُوْا	তারা (সকল পুরুষ) বিরত থাকল না	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
مَا اِجْتَنَبَتْ	সে (একজন মহিলা) বিরত থাকল না	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
مَا اِجْتَنَبَتَا	তারা (দুজন মহিলা) বিরত থাকল না	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
مَا اِجْتَنَبْنَ	তারা (সকল মহিলা) বিরত থাকল না	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
مَا اِجْتَنَبْتَ	তুমি (একজন পুরুষ) বিরত থাকলে না	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا اِجْتَنَبْتُمَا	তোমরা (দুজন পুরুষ) বিরত থাকলে না	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا اِجْتَنَبْتُمْ	তোমরা (সকল পুরুষ) বিরত থাকলে না	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا اِجْتَنَبْتِ	তুমি (একজন মহিলা) বিরত থাকলে না	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا اِجْتَنَبْتُمَا	তোমরা (দুজন মহিলা) বিরত থাকলে না	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا اِجْتَنَبْتُنَّ	তোমরা (সকল মহিলা) বিরত থাকলে না	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا اِجْتَنَبْتُ	আমি (একজন পুরুষ/মহিলা) বিরত থাকলাম না	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
مَا اِجْتَنَبْنَا	আমরা (দুজন/সকল পুরুষ/মহিলা) বিরত থাকলাম না	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

تَصْرِيْفُ الْفِعْلِ الْمَاضِيْ الْمُطْلَقِ الْمَنْفِيِّ لِلْمَجْهُوْلِ

নাবাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্মবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ	اَلْمَعْنٰى	تَرْتِيْبُ الصِّيْغَةِ
مَا أُحْتُبِبَ	তাকে (একজন পুরুষ) বিরত রাখা হল না	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
مَا أُحْتُبِبَا	তাদেরকে (দুজন পুরুষ) বিরত রাখা হল না	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
مَا أُحْتُبِبُوا	তাদেরকে (সকল পুরুষ) বিরত রাখা হল না	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
مَا أُحْتُبِبَتْ	তাকে (একজন মহিলা) বিরত রাখা হল না	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
مَا أُحْتُبِبَتَا	তাদেরকে (দুজন মহিলা) বিরত রাখা হল না	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
مَا أُحْتُبِبْنَ	তাদেরকে (সকল মহিলা) বিরত রাখা হল না	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
مَا أُحْتُبِبْتَ	তোমাকে (একজন পুরুষ) বিরত রাখা হল না	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا أُحْتُبِبْتُمَا	তোমাদেরকে (দুজন পুরুষ) বিরত রাখা হল না	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا أُحْتُبِبْتُمْ	তোমাদেরকে (সকল পুরুষ) বিরত রাখা হল না	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا أُحْتُبِبْتِ	তোমাকে (একজন মহিলা) বিরত রাখা হল না	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا أُحْتُبِبْتُمَا	তোমাদেরকে (দুজন মহিলা) বিরত রাখা হল না	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا أُحْتُبِبْتُنَّ	তোমাদেরকে (সকল মহিলা) বিরত রাখা হল না	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
مَا أُحْتُبِبْتُ	আমাকে (একজন পুরুষ/মহিলা) বিরত রাখা হল না	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
مَا أُحْتُبِبْنَا	আমাদেরকে (দুজন/সকল পুরুষ/মহিলা) বিরত রাখা হল না	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

শিক্ষার্থীর কাজ : এখানে উদাহরণ স্বরূপ اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ এর প্রথম চারটি রূপান্তর উল্লেখ করা হলো। এ পদ্ধতিতে مَاضِي-এর অন্যান্য রূপান্তর লিখে শিক্ষককে দেখাবে। শিক্ষক মহোদয় অনুরূপ আরো মাসদার লেখিয়ে দিবেন।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

২। اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ الْمُطْلَقُ কাকে বলে? গঠন প্রণালী উদাহরণসহ লেখ

৩ مَاضِيْ قَرُبَتْ ও مَاضِيْ بَعِيْدٌ مَاضِيْ এর গঠন প্রণালী আলোচনা কর

৪ اَلْإِكْرَامُ মাসদার দিয়ে مَاضِيْ مُطْلَقٌ مَعْرُوْف এর রূপান্তর লেখ

৫ اَلْإِحْتِبَاسُ মাসদার দিয়ে مَاضِيْ بَعِيْد مَعْرُوْف এর রূপান্তর লেখ

৬ اَلتَّعْلِيْمُ মাসদার দিয়ে مَاضِيْ اِسْتِمْرَارِى এর রূপান্তর লেখ

৭ নিচের অনুচ্ছেদ হতে فِعْلٌ مَاضِيْ এর সীগাহসমূহ বের কর

أَسْلَمَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دُوْنَ تَرَدُّدٍ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ الْأَحْرَارِ، ثُمَّ أَخَذَ يَدْعُوْ لِدِيْنِ اللهِ، فَاسْتَجَابَ لَهُ عَدَدٌ مِّنْ قُرَيْشٍ، وَكَانَ مِنْ أَغْنِيَاءِ مَكَّةَ، كَانَ يَعْمَلُ بِالتِّجَارَةِ، أَنْفَقَ أَمْوَالَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، اِتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ بِأَنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ فِيْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، وَمَا اخْتَلَفَ فِيْ ذٰلِكَ أَحَدٌ۔

اَلدَّرْسُ الْخَامِسُ : পঞ্চম পাঠ

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ : أَقْسَامُهُ وَتَصْرِيْفَاتُهُ

ফে'লে মুদারে : তার প্রকার ও রূপান্তরসমূহ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

اَلْمُدَرِّسُوْنَ يُدَرِّسُوْنَ فِي الصَّفِّ.	শিক্ষকগণ ক্লাসে পাঠদান করেন
لَا نُصَدِّقُ الْكَاذِبِيْنَ.	আমরা মিথ্যাবাদীদের বিশ্বাস করি না।
لَمْ يُؤْمِنْ أَبُوْ جَهْلٍ.	আবু জাহেল ইমান আনেনি।
لَنْ أَكْذِبَ.	আমি কখনো মিথ্যা বলব না
لَنُبَلِّغَنَّ الْإِسْلَامَ عِنْدَ النَّاسِ.	আমরা অবশ্যই মানুষের কাছে ইসলাম পৌঁছে দেব

উপরের উদাহরণগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, নিম্ন রেখাবিশিষ্ট يُدَرِّسُوْنَ ، لَا نُصَدِّقُ ، لَمْ يُؤْمِنْ ، لَنْ أَكْذِبَ ، لَنُبَلِّغَنَّ প্রত্যেকটি শব্দই বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালের রূপ কিন্তু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের অর্থ প্রকাশ করলেও এগুলোর মাঝে গঠনগত ও অর্থগত ভিন্নতা রয়েছে যেমন-

প্রথম বাক্যে يُدَرِّسُوْنَ শব্দ দ্বারা সাধারণ বর্তমান ও ভবিষ্যতের হ্যাঁবাচক অর্থ বোঝায় কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে لَا نُصَدِّقُ শব্দ দ্বারা নেতিবাচক অর্থ বোঝায়।

তৃতীয় বাক্যে لَمْ يُؤْمِنْ শব্দ দ্বারা বর্তমানকালে অতিতের কোনো কাজ অস্বীকার করা বোঝায়। চতুর্থ বাক্যে لَنْ أَكْذِبَ শব্দ দ্বারা ভবিষ্যৎকালের কোনো কাজে দৃঢ়ভাবে নাবাচক অর্থ বোঝায়

আর পঞ্চম বাক্যে لَنُبَلِّغَنَّ শব্দ দ্বারা ভবিষ্যৎকালের কোনো কাজে নিশ্চয়তাসূচক হ্যাঁবাচক অর্থ বোঝায়

সুতরাং সাধারণত বর্তমান/ভবিষ্যৎকালীন হ্যাঁবাচক অর্থ প্রকাশ করায় يُدَرِّسُوْنَ শব্দটিকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ এবং বর্তমান/ভবিষ্যৎকালীন নাবাচক অর্থ প্রকাশ করায় لَا نُصَدِّقُ শব্দটিকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ বলে

আর لَمْ يُؤْمِنْ শব্দ দ্বারা অতীতকালের কাজ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করা হয়েছে, তাই এ শব্দটিকে اَلْفِعْلُ الْمَضَارِعُ الْمَنْفِيُّ بِلَمِ الْجَحْوْد এবং ভবিষ্যতের কাজকে দৃঢ়ভাবে নিষেধ করায় لَنْ أَكْتُبَ কে اَلْفِعْلُ الْمَضَارِعُ الْمَنْفِيُّ بِلَنِ التَّاكِيْد বলে আর ভবিষ্যতের কাজকে নিশ্চয়তাসূচক হ্যাঁবাচক অর্থ প্রকাশ করায় لَتُبْلَغَنَّ কে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُؤَكَّدُ بِلَامِ التَّاكِيْدِ وَنُوْنِ التَّاكِيْد বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ-এর পরিচয় : اَلْمُضَارِعُ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ এর মাসদার اَلْمُضَارَعَةُ হতে গঠিত اِسْمُ الْفَاعِلِ-এর সীগাহ এর অর্থ- সদৃশ, অনুরূপ ইত্যাদি পরিভাষায় اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ হল-

هُوَ الْفِعْلُ الَّذِى يَدُلُّ عَلٰى عَمَلٍ أَوْ حَالَةٍ يَحْصُلَانِ فِي الزَّمَنِ الْحَاضِرِ أَوِ الْمُسْتَقْبِلِ .

অর্থাৎ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এমন فعل কে বলে, যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ বা অবস্থা সংঘটিত হওয়ার ওপর ইঙ্গিত করে।

اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ -এর প্রকার: اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ কে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় তা হল-

১. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ

২. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ

৩ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ بِلَمِ الْجُحُوْدِ

৪. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ بِلَنِ التَّاكِيْدِ

৫ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُؤَكَّدُ بِلَامِ التَّاكِيْدِ وَنُوْنِ التَّاكِيْدِ

بَيَانُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمُثْبَتِ

হ্যাঁবাচক বর্তমান/ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার বর্ণনা

পরিচয়: اَلْمُثْبَتُ শব্দের আভিধানিক অর্থ হ্যাঁবাচক পরিভাষায় যে فعل দ্বারা সাধারণভাবে বর্তমান বা ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ বলে যেমন يُكْرِمُ (সে সম্মান করছে বা করবে)।

গঠন প্রণালী: اَلْمَاضِي থেকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ গঠন করা হয়। তবে মূল অক্ষরের তারতম্যের কারণে এ গঠনরীতিতে পৃথক পৃথক নিয়ম অবলম্বন করতে হয়। যেমন

প্রথম পদ্ধতি: তিন অক্ষর বিশিষ্ট اَلْمَاضِي থেকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর সীগাহসমূহ গঠন করতে হলে عَلَامَةُ الْمُضَارِعِ তথা مُضَارِعٌ এর চারটি চিহ্ন أ ـ ي ـ ت ـ ن (সংক্ষেপে اَتَيْنَ বা أَتَيْتُنَّ) এর যেকোনো একটি عَلَامَةٌ সীগাহর শুরুতে যোগ করে শেষাক্ষরে পেশ দিতে হবে فَاءِ كَلِمَةْ কে সাকিন করতে হবে এবং عَيْنِ كَلِمَةْ তে বাব অনুসারে যবর, যের ও পেশ দিতে হবে।

যেমন- نَصَرَ থেকে يَنْصُرُ ; فَتَحَ থেকে يَفْتَحُ ; ضَرَبَ থেকে يَضْرِبُ ইত্যাদি

দ্বিতীয় পদ্ধতি: চার অক্ষরবিশিষ্ট اَلْمَاضِي থেকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ-এর সীগাহসমূহ গঠন করতে হলে مَاضِي এর প্রথমে عَلَامَةُ الْمُضَارِعِ যোগ করতে হবে এবং عَلَامَةُ الْمُضَارِعِ টি ضَمَّةْ তথা পেশবিশিষ্ট হবে আর فَاءِ كَلِمَةْ তে فَتْحَةْ দিতে হবে।

যেমন- بَعْثَرَ থেকে يُبَعْثِرُ ও قَنْطَرَ থেকে يُقَنْطِرُ

আর চার অক্ষরবিশিষ্ট مَاضِي এর প্রথম অক্ষর যদি হামযা হয়, তাহলে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ-এর সীগাহ গঠনের সময় হামযা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যেমন- أَكْرَمَ থেকে يُكْرِمُ ও أَخْرَجَ থেকে يُخْرِجُ ইত্যাদি

তৃতীয় পদ্ধতি: مَاضِي তে যদি অক্ষর সংখ্যা চারের বেশি হয়, সেক্ষেত্রেও عَلَامَةُ الْمُضَارِعِ টি فَتْحَةْ (যবর) বিশিষ্ট হবে। যেমন-

تَسَرْبَلَ থেকে يَتَسَرْبَلُ ও تَقَبَّلَ থেকে يَتَقَبَّلُ এবং اِجْتَنَبَ থেকে يَجْتَنِبُ ইত্যাদি

بَيَانُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَنْفِيِّ

নাবাচক বর্তমান/ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার বর্ণনা

পরিচয় : اَلْمَنْفِيِّ এর আভিধানিক অর্থ- নাবাচক, যা করা হয়নি। পরিভাষায়- যে فعل দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যৎকালের কোনো কাজ না করা বা না হওয়া বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ বলে যেমন- لَا يَنَامُ (সে ঘুমায় না)।

গঠন প্রণালী : اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ-এর গঠনপ্রণালী اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ এর পূর্বে না অর্থবোধক لَا অব্যয় যোগ করলে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ গঠিত হয়। এ অবস্থায় اَلْمُضَارِعُ এর শব্দে কোনো পরিবর্তন হবে না। তবে অর্থের ক্ষেত্রে হ্যাঁবাচকের পরিবর্তে নাবাচক হবে। যেমন يَجْتَهِدُ থেকে لَا يَجْتَهِدُ (সে চেষ্টা করে না বা করবে না)।

بَيَانُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَنْفِيِّ بِلَمِ الْجُحُوْدِ

অস্বীকৃতিজ্ঞাপক لَمْ যোগে নাবাচক ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার বর্ণনা

পরিচয়- যে فِعْل দ্বারা অতীতকালে কোনো কাজ না করা বা না হওয়ার দৃঢ়তা প্রকাশ করা হয়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ بِلَمِ الْجُحُوْدِ বলে। যেমন لَمْ يَغْسِلْ (সে গোসল করেনি)

অতীতকালের কোনো কাজের অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে اَلْمَنْفِيُّ بِلَمْ ব্যবহার করা হয়। এটি মূলত اَلْفِعْلُ الْمَاضِي الْمَنْفِي অর্থ দেয়। যেমন- مَا نَامَ (সে ঘুমায়নি)। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো, اَلْمَنْفِيُّ بِلَمْ-এর অর্থের মাঝে না করার বা না হওয়ার দৃঢ়তা পাওয়া যায়।

গঠন প্রণালী : اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর সীগার পূর্বে অস্বীকৃতিজ্ঞাপক لَمْ যোগ করলেই اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ بِلَمْ গঠিত হয়। لَمْ-টি اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর পূর্বে এসে পাঁচ প্রকার পরিবর্তন সাধন করে। যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর অর্থকে اَلْمَاضِي الْمَنْفِيُّ এর অর্থে পরিণত করে।

২. لَمْ পাঁচটি সীগার শেষে সুকূন প্রদান করে, যদি শেষবর্ণ اَلْحَرْفُ الصَّحِيْحُ হয়। সীগাগুলো হলো-

ক. اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ الْغَائِبُ যেমন- لَمْ يَفْعَلْ

খ. اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ الْغَائِبُ যেমন- لَمْ تَفْعَلْ

গ. اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ যেমন- لَمْ تَفْعَلْ

ঘ. اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ যেমন- لَمْ أَفْعَلْ

ঙ. اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ যেমন- لَمْ نَفْعَلْ

৩. শেষ বর্ণে حَرْفُ الْعِلَّةِ হলে তা বিলোপ করে দেয়। যেমন- يَخْشَى থেকে لَمْ يَخْشَ ও يَدْعُو থেকে لَمْ يَدْعُ ইত্যাদি।

৪ لَمْ সাতটি সীগাহ থেকে اَلنُّوْن الإِعْرَابِيُّ কে বিলোপ করে দেয়। সীগাগুলো হলো-

اَلْمُثَنَّى এর চারটি সীগাহ যথা-

ক. لَمْ تَفْعَلَا اَلْمُثَنَّى اَلْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ যেমন-

খ لَمْ تَفْعَلَا اَلْمُثَنَّى اَلْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ যেমন-

গ لَمْ تَفْعَلَا اَلْمُثَنَّى اَلْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ যেমন-

ঘ. لَمْ تَفْعَلَا اَلْمُثَنَّى اَلْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ যেমন-

اَلْجَمْعُ এর দুটি যথা-

চ لَمْ يَفْعَلُوْا اَلْجَمْعُ اَلْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ যেমন

ছ. لَمْ تَفْعَلُوْا اَلْجَمْعُ اَلْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ যেমন

اَلْمُفْرَدُ এর একটি যথা-

জ لَمْ تَفْعَلِيْ اَلْمُفْرَدُ اَلْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ যেমন-

৫. দুটি সীগার শেষে কোনো পরিবর্তন হয় না। যথা-

ক. لَمْ يَفْعَلْنَ اَلْجَمْعُ اَلْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ যেমন-

খ لَمْ تَفْعَلْنَ اَلْجَمْعُ اَلْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ যেমন-

بَيَانُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَنْفِيِّ بِلَنْ التَّكِيْدِ

দৃঢ়তাজ্ঞাপক لَنْ যোগে নাবাচক ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার বর্ণনা

পরিচয় যে فِعْلٌ দ্বারা ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ সংঘটিত না হওয়া বা না করার দৃঢ়তা প্রকাশ করা হয়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ بِلَنِ التَّكِيْدِ বলে। যেমন لَنْ يَفْعَلَ (সে কখনো করবে না)।

গঠনপ্রণালী اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمَنْفِيُّ بِلَنِ التَّكِيْدِ এর পূর্বে নাবাচক لَنْ যোগ করলে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ গঠিত হয়

لَنْ এর বৈশিষ্ট্য: لَنْ এর আমল হলো-

১. لَنْ এসে اَلْمُضَارِعُ কে اَلْمُسْتَقْبَلُ তথা ভবিষ্যৎকালের অর্থ প্রদানে নির্দিষ্ট করে দেয় এবং ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ কখনো না হওয়া বা না করার ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রদান করে।

২. لَنْ এসে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর পাঁচটি সীগাহ বা রূপের শেষে নসব দেয়। সীগাগুলো হলো-

ক. لَنْ يَفْعَلَ -اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ যেমন-

খ. لَنْ تَفْعَلَ -اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ যেমন-

গ. لَنْ تَفْعَلَ -اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ যেমন-

ঘ. لَنْ أَفْعَلَ -اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ যেমন-

ঙ. لَنْ نَفْعَلَ -اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ যেমন-

৩. সাতটি সীগাহ থেকে اَلنُّوْنَ الْإِعْرَابِيَّةُ কে বিলোপ করে দেয়া সীগাগুলো হলো-

ক. اَلتَّثْنِيَةُ এর চারটি সীগাহ যথা- لَنْ يَفْعَلَا ـ لَنْ تَفْعَلَا ـ لَنْ تَفْعَلَا ـ لَنْ تَفْعَلَا

খ. اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ ও اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ এর দু'টি সীগাহ যেমন- لَنْ يَفْعَلُوْا لَنْ تَفْعَلُوْا

গ. اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ এর একটি সীগাহ যথা- لَنْ تَفْعَلِيْ

৪. দু'টি সীগার শেষে কোনো পরিবর্তন হয় না। সীগাগুলো হলো-

ক. اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ যেমন- لَنْ يَفْعَلْنَ

খ. اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ যেমন- لَنْ تَفْعَلْنَ

بَيَانُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ اَلْمُؤَكَّدِ بِلَامِ التَّاكِيْدِ وَنُوْنِ التَّاكِيْدِ

নিশ্চয়তাজ্ঞাপক لَامْ ও نُوْن যোগে ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার বর্ণনা

পরিচয় : যে فِعْلٌ দ্বারা ভবিষ্যৎকালে নিশ্চিতভাবে কোনো কাজ করবে বা করা হবে বোঝায়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمُؤَكَّدُ بِلَامِ التَّاكِيْدِ وَنُوْنِ التَّاكِيْدِ বলা হয়। যেমন- لَيَنْصُرَنَّ (সে অবশ্যই সাহায্য করবে)

গঠন প্রণালী : فِعْلٌ مُضَارِعٌ-এর সীগাসমূহের শুরুতে لَامُ التَّاكِيْدِ এবং শেষে نُوْنُ التَّاكِيْدِ যোগ করলে اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ اَلْمُؤَكَّدُ بِلَامِ التَّاكِيْدِ وَنُوْنِ التَّاكِيْدِ এর সীগাসমূহ গঠিত হয়, لَامُ التَّاكِيْدِ সর্বদা যবরযুক্ত হবে যেমন- لَيَذْهَبَنَّ (সে নিশ্চয়ই যাবে)।

نُوْنُ التَّاكِيْدِ দু'প্রকার যথা

১. نُوْنٌ ثَقِيْلَةٌ তথা তাশদীদবিশিষ্ট নূন। ২. نُوْنٌ خَفِيْفَةٌ তথা সাকিনবিশিষ্ট নূন

تَصْرِيفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمُثْبَتِ الْمَعْرُوْفِ

হ্যাঁবাচক বর্তমান/ভবিষ্যৎকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

الْاِجْتِنَابُ	الْاِسْتِنْصَارُ	الْاِنْمِطَارُ	الْاِكْرَامُ	التَّصْرِيْفُ	الْمُقَابَلَةُ	تَرْتِيْبُ الصِّيْغَةِ
يَجْتَنِبُ	يَسْتَنْصِرُ	يَنْمَطِرُ	يُكْرِمُ	يُصَرِّفُ	يُقَابِلُ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
يَجْتَنِبَانِ	يَسْتَنْصِرَانِ	يَنْمَطِرَانِ	يُكْرِمَانِ	يُصَرِّفَانِ	يُقَابِلَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
يَجْتَنِبُوْنَ	يَسْتَنْصِرُوْنَ	يَنْمَطِرُوْنَ	يُكْرِمُوْنَ	يُصَرِّفُوْنَ	يُقَابِلُوْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
تَجْتَنِبُ	تَسْتَنْصِرُ	تَنْمَطِرُ	تُكْرِمُ	تُصَرِّفُ	تُقَابِلُ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
تَجْتَنِبَانِ	تَسْتَنْصِرَانِ	تَنْمَطِرَانِ	تُكْرِمَانِ	تُصَرِّفَانِ	تُقَابِلَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبَةِ
يَجْتَنِبْنَ	يَسْتَنْصِرْنَ	يَنْمَطِرْنَ	يُكْرِمْنَ	يُصَرِّفْنَ	يُقَابِلْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبَةِ
تَجْتَنِبُ	تَسْتَنْصِرُ	تَنْمَطِرُ	تُكْرِمُ	تُصَرِّفُ	تُقَابِلُ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
تَجْتَنِبَانِ	تَسْتَنْصِرَانِ	تَنْمَطِرَانِ	تُكْرِمَانِ	تُصَرِّفَانِ	تُقَابِلَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
تَجْتَنِبُوْنَ	تَسْتَنْصِرُوْنَ	تَنْمَطِرُوْنَ	تُكْرِمُوْنَ	تُصَرِّفُوْنَ	تُقَابِلُوْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
تَجْتَنِبِيْنَ	تَسْتَنْصِرِيْنَ	تَنْمَطِرِيْنَ	تُكْرِمِيْنَ	تُصَرِّفِيْنَ	تُقَابِلِيْنَ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
تَجْتَنِبَانِ	تَسْتَنْصِرَانِ	تَنْمَطِرَانِ	تُكْرِمَانِ	تُصَرِّفَانِ	تُقَابِلَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
تَجْتَنِبْنَ	تَسْتَنْصِرْنَ	تَنْمَطِرْنَ	تُكْرِمْنَ	تُصَرِّفْنَ	تُقَابِلْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
أَجْتَنِبُ	أَسْتَنْصِرُ	أَنْمَطِرُ	أُكْرِمُ	أُصَرِّفُ	أُقَابِلُ	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
نَجْتَنِبُ	نَسْتَنْصِرُ	نَنْمَطِرُ	نُكْرِمُ	نُصَرِّفُ	نُقَابِلُ	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

تَصْرِيفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَنْفِي بِلَا

নাবাচক বর্তমান/ভবিষ্যৎকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

الْاِجْتِنَابُ	الْاِسْتِبْصَارُ	الْاِنْعِطَارُ	الْإِكْرَامُ	التَّصْرِيْفُ	الْمُقَاتَلَةُ	نَوْعُ الصِّيْغَةِ
لَا يَجْتَنِبُ	لَا يَسْتَبْصِرُ	لَا يَنْعَطِرُ	لَا يُكْرِمُ	لَا يُصَرِّفُ	لَا يُقَاتِلُ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَا يَجْتَنِبَانِ	لَا يَسْتَبْصِرَانِ	لَا يَنْعَطِرَانِ	لَا يُكْرِمَانِ	لَا يُصَرِّفَانِ	لَا يُقَاتِلَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَا يَجْتَنِبُوْنَ	لَا يَسْتَبْصِرُوْنَ	لَا يَنْعَطِرُوْنَ	لَا يُكْرِمُوْنَ	لَا يُصَرِّفُوْنَ	لَا يُقَاتِلُوْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَا تَجْتَنِبُ	لَا تَسْتَبْصِرُ	لَا تَنْعَطِرُ	لَا تُكْرِمُ	لَا تُصَرِّفُ	لَا تُقَاتِلُ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
لَا تَجْتَنِبَانِ	لَا تَسْتَبْصِرَانِ	لَا تَنْعَطِرَانِ	لَا تُكْرِمَانِ	لَا تُصَرِّفَانِ	لَا تُقَاتِلَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبَتَيْنِ
لَا يَجْتَنِبْنَ	لَا يَسْتَبْصِرْنَ	لَا يَنْعَطِرْنَ	لَا يُكْرِمْنَ	لَا يُصَرِّفْنَ	لَا يُقَاتِلْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبَاتِ
لَا تَجْتَنِبُ	لَا تَسْتَبْصِرُ	لَا تَنْعَطِرُ	لَا تُكْرِمُ	لَا تُصَرِّفُ	لَا تُقَاتِلُ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَا تَجْتَنِبَانِ	لَا تَسْتَبْصِرَانِ	لَا تَنْعَطِرَانِ	لَا تُكْرِمَانِ	لَا تُصَرِّفَانِ	لَا تُقَاتِلَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَا تَجْتَنِبُوْنَ	لَا تَسْتَبْصِرُوْنَ	لَا تَنْعَطِرُوْنَ	لَا تُكْرِمُوْنَ	لَا تُصَرِّفُوْنَ	لَا تُقَاتِلُوْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَا تَجْتَنِبِيْنَ	لَا تَسْتَبْصِرِيْنَ	لَا تَنْعَطِرِيْنَ	لَا تُكْرِمِيْنَ	لَا تُصَرِّفِيْنَ	لَا تُقَاتِلِيْنَ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
لَا تَجْتَنِبَانِ	لَا تَسْتَبْصِرَانِ	لَا تَنْعَطِرَانِ	لَا تُكْرِمَانِ	لَا تُصَرِّفَانِ	لَا تُقَاتِلَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
لَا تَجْتَنِبْنَ	لَا تَسْتَبْصِرْنَ	لَا تَنْعَطِرْنَ	لَا تُكْرِمْنَ	لَا تُصَرِّفْنَ	لَا تُقَاتِلْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبَاتِ
لَا أَجْتَنِبُ	لَا أَسْتَبْصِرُ	لَا أَنْعَطِرُ	لَا أُكْرِمُ	لَا أُصَرِّفُ	لَا أُقَاتِلُ	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
لَا نَجْتَنِبُ	لَا نَسْتَبْصِرُ	لَا نَنْعَطِرُ	لَا نُكْرِمُ	لَا نُصَرِّفُ	لَا نُقَاتِلُ	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

تَصْرِيفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَنْفِي بِلَمْ

لَمْ যোগে নাবাচক فِعْل مُضَارِع কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

اَلْإِجْتِنَابُ	الإِسْتِنْصَارُ	الإِنْقِطَارُ	اَلْإِكْرَامُ	اَلتَّصْرِيْفُ	اَلْمُقَاتَلَةُ اَلْقِتَالُ	تَرْتِيْبُ الصِّيْغَةِ
لَمْ يَجْتَنِبْ	لَمْ يَسْتَنْصِرْ	لَمْ يَنْقَطِرْ	لَمْ يُكْرِمْ	لَمْ يُصَرِّفْ	لَمْ يُقَاتِلْ	اَلْمُفْرَدُ اَلْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَمْ يَجْتَنِبَا	لَمْ يَسْتَنْصِرَا	لَمْ يَنْقَطِرَا	لَمْ يُكْرِمَا	لَمْ يُصَرِّفَا	لَمْ يُقَاتِلَا	اَلْمُثَنَّى اَلْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَمْ يَجْتَنِبُوْا	لَمْ يَسْتَنْصِرُوْا	لَمْ يَنْقَطِرُوْا	لَمْ يُكْرِمُوْا	لَمْ يُصَرِّفُوْا	لَمْ يُقَاتِلُوْا	اَلْجَمْعُ اَلْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَمْ تَجْتَنِبْ	لَمْ تَسْتَنْصِرْ	لَمْ تَنْقَطِرْ	لَمْ تُكْرِمْ	لَمْ تُصَرِّفْ	لَمْ تُقَاتِلْ	اَلْمُفْرَدُ اَلْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبَةِ
لَمْ تَجْتَنِبَا	لَمْ تَسْتَنْصِرَا	لَمْ تَنْقَطِرَا	لَمْ تُكْرِمَا	لَمْ تُصَرِّفَا	لَمْ تُقَاتِلَا	اَلْمُثَنَّى اَلْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبَتَيْنِ
لَمْ يَجْتَنِبْنَ	لَمْ يَسْتَنْصِرْنَ	لَمْ يَنْقَطِرْنَ	لَمْ يُكْرِمْنَ	لَمْ يُصَرِّفْنَ	لَمْ يُقَاتِلْنَ	اَلْجَمْعُ اَلْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبَاتِ
لَمْ تَجْتَنِبْ	لَمْ تَسْتَنْصِرْ	لَمْ تَنْقَطِرْ	لَمْ تُكْرِمْ	لَمْ تُصَرِّفْ	لَمْ تُقَاتِلْ	اَلْمُفْرَدُ اَلْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَمْ تَجْتَنِبَا	لَمْ تَسْتَنْصِرَا	لَمْ تَنْقَطِرَا	لَمْ تُكْرِمَا	لَمْ تُصَرِّفَا	لَمْ تُقَاتِلَا	اَلْمُثَنَّى اَلْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَمْ تَجْتَنِبُوْا	لَمْ تَسْتَنْصِرُوْا	لَمْ تَنْقَطِرُوْا	لَمْ تُكْرِمُوْا	لَمْ تُصَرِّفُوْا	لَمْ تُقَاتِلُوْا	اَلْجَمْعُ اَلْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَمْ تَجْتَنِبِيْ	لَمْ تَسْتَنْصِرِيْ	لَمْ تَنْقَطِرِيْ	لَمْ تُكْرِمِيْ	لَمْ تُصَرِّفِيْ	لَمْ تُقَاتِلِيْ	اَلْمُفْرَدُ اَلْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبَةِ
لَمْ تَجْتَنِبَا	لَمْ تَسْتَنْصِرَا	لَمْ تَنْقَطِرَا	لَمْ تُكْرِمَا	لَمْ تُصَرِّفَا	لَمْ تُقَاتِلَا	اَلْمُثَنَّى اَلْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبَتَيْنِ
لَمْ تَجْتَنِبْنَ	لَمْ تَسْتَنْصِرْنَ	لَمْ تَنْقَطِرْنَ	لَمْ تُكْرِمْنَ	لَمْ تُصَرِّفْنَ	لَمْ تُقَاتِلْنَ	اَلْجَمْعُ اَلْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبَاتِ
لَمْ أَجْتَنِبْ	لَمْ أَسْتَنْصِرْ	لَمْ أَنْقَطِرْ	لَمْ أُكْرِمْ	لَمْ أُصَرِّفْ	لَمْ أُقَاتِلْ	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
لَمْ نَجْتَنِبْ	لَمْ نَسْتَنْصِرْ	لَمْ نَنْقَطِرْ	لَمْ نُكْرِمْ	لَمْ نُصَرِّفْ	لَمْ نُقَاتِلْ	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

تَصْرِيفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَنْفِي الْمَعْرُوْف بِلَنْ التَّاكِيْد

لَنْ যোগে দৃঢ়তাসূচক নাবাচক ভবিষ্যৎকালীন কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

الْاِحْتِبَاسُ	الْاِسْتِنْصَارُ	الْاِنْبِطَارُ	الْإِكْرَامُ	التَّصْرِيْفُ	الْمُقَاتَلَةُ	تَرْتِيبُ الصِّيَغَةِ
لَنْ يَحْتَبِسَ	لَنْ يَسْتَنْصِرَ	لَنْ يَنْبَطِرَ	لَنْ يُكْرِمَ	لَنْ يُصَرِّفَ	لَنْ يُقَاتِلَ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَنْ تَحْتَبِسَ	لَنْ تَسْتَنْصِرَ	لَنْ تَنْبَطِرَ	لَنْ تُكْرِمَ	لَنْ تُصَرِّفَ	لَنْ تُقَاتِلَ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
لَنْ يَحْتَبِسَا	لَنْ يَسْتَنْصِرَا	لَنْ يَنْبَطِرَا	لَنْ يُكْرِمَا	لَنْ يُصَرِّفَا	لَنْ يُقَاتِلَا	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَنْ تَحْتَبِسَا	لَنْ تَسْتَنْصِرَا	لَنْ تَنْبَطِرَا	لَنْ تُكْرِمَا	لَنْ تُصَرِّفَا	لَنْ تُقَاتِلَا	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
لَنْ يَحْتَبِسُوْا	لَنْ يَسْتَنْصِرُوْا	لَنْ يَنْبَطِرُوْا	لَنْ يُكْرِمُوْا	لَنْ يُصَرِّفُوْا	لَنْ يُقَاتِلُوْا	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَنْ يَحْتَبِسْنَ	لَنْ يَسْتَنْصِرْنَ	لَنْ يَنْبَطِرْنَ	لَنْ يُكْرِمْنَ	لَنْ يُصَرِّفْنَ	لَنْ يُقَاتِلْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
لَنْ تَحْتَبِسَ	لَنْ تَسْتَنْصِرَ	لَنْ تَنْبَطِرَ	لَنْ تُكْرِمَ	لَنْ تُصَرِّفَ	لَنْ تُقَاتِلَ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَنْ تَحْتَبِسَا	لَنْ تَسْتَنْصِرَا	لَنْ تَنْبَطِرَا	لَنْ تُكْرِمَا	لَنْ تُصَرِّفَا	لَنْ تُقَاتِلَا	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَنْ تَحْتَبِسُوْا	لَنْ تَسْتَنْصِرُوْا	لَنْ تَنْبَطِرُوْا	لَنْ تُكْرِمُوْا	لَنْ تُصَرِّفُوْا	لَنْ تُقَاتِلُوْا	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَنْ تَحْتَبِسِيْ	لَنْ تَسْتَنْصِرِيْ	لَنْ تَنْبَطِرِيْ	لَنْ تُكْرِمِيْ	لَنْ تُصَرِّفِيْ	لَنْ تُقَاتِلِيْ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
لَنْ تَحْتَبِسَا	لَنْ تَسْتَنْصِرَا	لَنْ تَنْبَطِرَا	لَنْ تُكْرِمَا	لَنْ تُصَرِّفَا	لَنْ تُقَاتِلَا	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
لَنْ تَحْتَبِسْنَ	لَنْ تَسْتَنْصِرْنَ	لَنْ تَنْبَطِرْنَ	لَنْ تُكْرِمْنَ	لَنْ تُصَرِّفْنَ	لَنْ تُقَاتِلْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
لَنْ أَحْتَبِسَ	لَنْ أَسْتَنْصِرَ	لَنْ أَنْبَطِرَ	لَنْ أُكْرِمَ	لَنْ أُصَرِّفَ	لَنْ أُقَاتِلَ	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
لَنْ نَحْتَبِسَ	لَنْ نَسْتَنْصِرَ	لَنْ نَنْبَطِرَ	لَنْ نُكْرِمَ	لَنْ نُصَرِّفَ	لَنْ نُقَاتِلَ	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

تَصْرِيفُ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ الْمَعْرُوْفِ بِلَامِ التَّاكِيْدِ وَنُوْنِ التَّاكِيْد

لَامْ تَاكِيْد وَ نُوْن تَاكِيْد ثَقِيْلَة যোগে ভবিষ্যৎকালীন ক্রিয়ার আলোচনা

تَرْتِيبُ الصِّيغَة	اَلْمُقَابَلَةُ	اَلتَّصْرِيفُ	اَلْإِكْرَامُ	الِانْتِظَارُ	الِاسْتِبْصَارُ	اَلْإِجْتِنَابُ
اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ	لَيُقَاتِلَنَّ	لَيُصَرِّفَنَّ	لَيُكْرِمَنَّ	لَيَنْتَظِرَنَّ	لَيَسْتَبْصِرَنَّ	لَيَجْتَنِبَنَّ
اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ	لَيُقَاتِلَانِّ	لَيُصَرِّفَانِّ	لَيُكْرِمَانِّ	لَيَنْتَظِرَانِّ	لَيَسْتَبْصِرَانِّ	لَيَجْتَنِبَانِّ
اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ	لَيُقَاتِلُنَّ	لَيُصَرِّفُنَّ	لَيُكْرِمُنَّ	لَيَنْتَظِرُنَّ	لَيَسْتَبْصِرُنَّ	لَيَجْتَنِبُنَّ
اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ	لَتُقَاتِلَنَّ	لَتُصَرِّفَنَّ	لَتُكْرِمَنَّ	لَتَنْتَظِرَنَّ	لَتَسْتَبْصِرَنَّ	لَتَجْتَنِبَنَّ
اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ	لَتُقَاتِلَانِّ	لَتُصَرِّفَانِّ	لَتُكْرِمَانِّ	لَتَنْتَظِرَانِّ	لَتَسْتَبْصِرَانِّ	لَتَجْتَنِبَانِّ
اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ	لَيُقَاتِلْنَّ	لَيُصَرِّفْنَّ	لَيُكْرِمْنَّ	لَيَنْتَظِرْنَّ	لَيَسْتَبْصِرْنَّ	لَيَجْتَنِبْنَّ
اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ	لَتُقَاتِلَنَّ	لَتُصَرِّفَنَّ	لَتُكْرِمَنَّ	لَتَنْتَظِرَنَّ	لَتَسْتَبْصِرَنَّ	لَتَجْتَنِبَنَّ
اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ	لَتُقَاتِلَانِّ	لَتُصَرِّفَانِّ	لَتُكْرِمَانِّ	لَتَنْتَظِرَانِّ	لَتَسْتَبْصِرَانِّ	لَتَجْتَنِبَانِّ
اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ	لَتُقَاتِلُنَّ	لَتُصَرِّفُنَّ	لَتُكْرِمُنَّ	لَتَنْتَظِرُنَّ	لَتَسْتَبْصِرُنَّ	لَتَجْتَنِبُنَّ
اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ	لَتُقَاتِلِيْنَّ	لَتُصَرِّفِيْنَّ	لَتُكْرِمِيْنَّ	لَتَنْتَظِرِيْنَّ	لَتَسْتَبْصِرِيْنَّ	لَتَجْتَنِبِيْنَّ
اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ	لَتُقَاتِلَانِّ	لَتُصَرِّفَانِّ	لَتُكْرِمَانِّ	لَتَنْتَظِرَانِّ	لَتَسْتَبْصِرَانِّ	لَتَجْتَنِبَانِّ
اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ	لَتُقَاتِلْنَّ	لَتُصَرِّفْنَّ	لَتُكْرِمْنَّ	لَتَنْتَظِرْنَّ	لَتَسْتَبْصِرْنَّ	لَتَجْتَنِبْنَّ
اَلْمُفْرَدُ الْمُتَكَلِّمِ	لَأُقَاتِلَنَّ	لَأُصَرِّفَنَّ	لَأُكْرِمَنَّ	لَأَنْتَظِرَنَّ	لَأَسْتَبْصِرَنَّ	لَأَجْتَنِبَنَّ
اَلْجَمْعُ الْمُتَكَلِّمِ	لَنُقَاتِلَنَّ	لَنُصَرِّفَنَّ	لَنُكْرِمَنَّ	لَنَنْتَظِرَنَّ	لَنَسْتَبْصِرَنَّ	لَنَجْتَنِبَنَّ

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ কাকে বলে? এর গঠন প্রণালী উদাহরণসহ লেখ

২ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ بِلَنْ কাকে বলে? গঠন প্রণালী উদাহরণসহ লেখ।

৩ اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ الْمَنْفِي بِلَمْ কাকে বলে? গঠন প্রণালী উদাহরণসহ লেখ।

৪ نُوْنُ التَّاكِيْد কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ

৫ لَمْ শব্দটি فِعْل مُضَارِعْ এর মধ্যে কী কী আমল করে? উদাহরণসহ লেখ

৬ اَلْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ الْمَعْرُوْف এর রূপান্তর লেখ اَلْاِجْتِنَابُ মাসদার দিয়ে

৭ اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِي بِلَمْ এর রূপান্তর লেখ اَلْاِسْتِغْفَارُ মাসদার দিয়ে

৮ اَلْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ بِلَمِ التَّاكِيْد وَنُوْنِ التَّاكِيْد এর রূপান্তর লেখ اَلتَّعْلِيْمُ মাসদার দিয়ে

৯। নিম্নোক্ত ইবারত হতে اَلْفِعْل الْمُضَارِع এর বিভিন্ন বহসের শব্দগুলো বের কর

(١) حَقُّ الْوَالِدَيْنِ أَنْ تُحِبَّهُمَا وَتُطِيْعَهُمَا وَتُقَدِّمَ لَهُمَا كُلَّ مَا تَسْتَطِيْعُ وَبِخَاصَّةٍ إِذَا تَلَفَتْ بِهِمَا السِّنّ، وَلْتَحْتَسِبَنَّ مِنْ مُعَامَلَةِ سَيِّئَةٍ.

(٢) كُلُّ مَوَاطِنٍ يُحِبُّ وَطَنَهُ ، لِأَنَّهُ وُلِدَ فِيْهِ، وَيَتَنَاوَلُ مِنْ مَأْكُوْلَاتِهِ، وَهُوَ يَجْتَهِدُ لِرُقِيِّهِ دَائِمًا، وَيُحَاوِلُ لِإِقَامَةِ الْإِسْلَامِ فِي الْوَطَنِ.

اَلدَّرْسُ السَّادِسُ : ষষ্ঠ পাঠ

فِعْلُ الْأَمْرِ أَقْسَامُهُ وَتَصْرِيْفَاتُهُ

ফে'লে আমর : তার প্রকার ও রূপান্তরসমূহ

নিম্নের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ — আমাদের সঠিক পথ দেখাও।

اِرْكَبْ عَلَى السَّيَّارَةِ — তুমি গাড়িতে আরোহণ করো

اِجْتَنِبُوْا مِنَ الظَّنِّ — তোমরা ধারণা করা থেকে বিরত থাকো।

اِسْمَعْ تِلَاوَةَ الْقُرْاٰنِ — তুমি কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করো।

اُدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً — তোমরা পূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো

উপরের উদাহরণগুলোতে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে তুমি দেখতে পাবে যে নিম্ন রেখাবিশিষ্ট শব্দগুলো যথা- اِهْدِ ، اِرْكَبْ ، اِجْتَنِبُوْا ، اِسْمَعْ ও اُدْخُلُوْا আদেশসূচক অর্থ বোঝায়। সুতরাং আদেশসূচক অর্থ বোঝানোর কারণে শব্দগুলোকে আরবিতে فِعْلُ الْأَمْرِ তথা আদেশসূচক ক্রিয়া বলে

اَلْقَوَاعِدُ

فِعْلُ الْأَمْرِ -এর পরিচয় : اَلْأَمْرُ শব্দটি نَصَرَ বাব এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- আদেশ দেয়া, হুকুম করা ইত্যাদি পরিভাষায় فِعْلُ الْأَمْرِ বলা হয়-

اَلْأَمْرُ صِيْغَةٌ يُطْلَبُ بِهَا إِنْشَاءُ فِعْلِ الْمُسْتَقْبِلِ

অর্থাৎ যে ফেল দ্বারা ভবিষ্যৎকালে কোনো কাজ করার আদেশ নির্দেশ কিংবা অনুরোধ করা হয়, তাকে فِعْلُ الْأَمْرِ বলে সহজভাবে বলা যায়, فِعْلُ الْأَمْرِ হলো এমন শব্দরূপ, যার দ্বারা ভবিষ্যতে কোনো কাজ সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

فِعْلُ الْأَمْرِ -এর প্রকার : فِعْلُ الْأَمْرِ দু প্রকার। যথা

১ اَلْأَمْرُ بِالصِّيْغَةِ (শব্দরূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে গঠিত আমর)

২. اَلْأَمْرُ بِاللَّامِ (لام যোগে গঠিত আমর)

اَلْأَمْرُ بِالصِّيْغَةِ-এর সংজ্ঞা : اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ এর শাব্দিক রূপ পরিবর্তন করে যে أَمْر সীগাহ গঠন করা হয়, তাকে اَلْأَمْرُ بِالصِّيْغَةِ বলে। যেমন نَفْعَلُ থেকে اِفْعَلْ ইত্যাদি

اَلْأَمْرُ بِاللَّامِ এর সংজ্ঞা : اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ শুরুতে لَامُ الْأَمْرِ যুক্ত করে যে صيغة গঠন করা হয়, তাকে اَلْأَمْرُ بِاللَّامِ বলে। যেমন يَفْعَلُ থেকে لِيَفْعَلْ ইত্যাদি।

গঠন প্রণালী : اَلْفِعْلُ الْمُضَارِعُ -এর صِيْغَة থেকে فِعْلُ الْأَمْرِ এর صيغة গঠিত হয় যেমন-

ক) صِيْغَةُ أَمْرُ غَائِبٌ এর مُضَارِع غَائِبٌ থেকে ।

খ) صِيْغَةُ أَمْرُ حَاضِرُ এর مُضَارِعُ حَاضِرُ থেকে

গ) صِيْغَةُ أَمْرُ مُتَكَلِّمْ এর مُضَارِع مُتَكَلِّمْ থেকে

নিম্নের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে হয়-

প্রথমে فِعْلُ مُضَارِع এর صِيْغَة হতে عَلَامَةُ الْمُضَارِعِ বিলোপ করতে হবে; যদি عَلَامَةُ الْمُضَارِعِ বিলোপ করার পর فَاءُ كَلِمَةُ সাকিনযুক্ত হয়, তবে প্রথমে একটি هَمْزَةُ যোগ করতে হবে, عَيْنُ كَلِمَةُ পেশযুক্ত হলে হামযাটি পেশযুক্ত হবে আর عَيْنُ كَلِمَةُ তে যবর বা যের হলে শুরুতে যেরবিশিষ্ট হামযা যোগ করতে হবে। আর لَامُ كَلِمَةُ হরফে সহীহ হলে সাকিন করতে হবে এবং হরফে ইল্লাত হলে বিলোপ করতে হবে যেমন تَنْصُرُ থেকে اُنْصُرْ ও تَفْتَحُ থেকে اِفْتَحْ ও تَجْتَنِبُ থেকে اِجْتَنِبْ এবং تَخْشَي থেকে اِخْشَ ও تَرْمِي থেকে اِرْمِ

মনে রাখবে, أَمْرُ حَاضِرُ مَعْرُوْف কে আরবি ভাষায় أَمْرُ بِالصِّيْغَةُ বলা হয় مُضَارِعُ-এর চিহ্ন বিলুপ্ত করার পর فَاءُ كَلِمَةُ যদি হরকতযুক্ত হয়, তবে শেষাক্ষরে সাকিনযুক্ত হবে যেমন تَعِدُ থেকে عِدْ আর শব্দের শেষাক্ষরটি যদি حَرْفُ الْعِلَّةِ হয়, তাহলে তা বিলোপ হবে যেমন- تَقِي থেকে قِ

اَلْأَمْرُ بِاللَّامِ এর গঠন প্রণালী : فِعْلُ مُضَارِعُ এর সীগাসমূহের পূর্বে لَامُ الْأَمْرِ তথা যেরযুক্ত لام যোগ করে اَلْأَمْرُ بِاللَّامِ গঠন করতে হয় এবং لَامُ الْأَمْرِ হরফটি فِعْلُ مُضَارِعُ সীগাসমূহের শেষে (পেশবিশিষ্ট সীগাহসমূহে) حَرْفُ صَحِيْح হলে سَاكِنْ দেয় এবং حَرْفُ الْعِلَّةِ হলে তাকে বিলোপ করে আর نُوْنُ إِعْرَابِيْ যুক্ত সীগাহসমূহে نُوْنُ إِعْرَابِيْ কে বিলোপ করে যেমন- يُكْرِمُ থেকে لِيُكْرِمْ ও يَجْتَنِبَانِ থেকে لِيَجْتَنِبَا

ثُلَاثِيْ مَزِيْد فِيْه থেকে ثُلَاثِيْ مُجَرَّدٌ-এর রূপান্তর তোমরা ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়েছ এখানে فِعْلُ الْأَمْرِ এর রূপান্তর দেয়া হল مَصْدَرْ দিয়ে فِعْلُ الْأَمْرِ এর প্রসিদ্ধ বাবসমূহের কয়েকটি

تَصْرِيْفُ فِعْلِ الْأَمْرِ لِلْمَعْرُوْفِ

আদেশসূচক কর্তৃবাচ্য ক্রিয়ার রূপান্তর

تَرْتِيْبُ الصِّيْغَة	تَضْرِبْفٌ					
اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ	تَقَبَّلْ	قَاتِلْ	صَرِّفْ	أَكْرِمْ	إِسْتَنْصِرْ	اِجْتَنِبْ
اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ	تَقَبَّلَا	قَاتِلَا	صَرِّفَا	أَكْرِمَا	إِسْتَنْصِرَا	اِجْتَنِبَا
اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ	تَقَبَّلُوْا	قَاتِلُوْا	صَرِّفُوْا	أَكْرِمُوْا	إِسْتَنْصِرُوْا	اِجْتَنِبُوْا
اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ	تَقَبَّلِيْ	قَاتِلِيْ	صَرِّفِيْ	أَكْرِمِيْ	إِسْتَنْصِرِيْ	اِجْتَنِبِيْ
اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ	تَقَبَّلَا	قَاتِلَا	صَرِّفَا	أَكْرِمَا	إِسْتَنْصِرَا	اِجْتَنِبَا
اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ	تَقَبَّلْنَ	قَاتِلْنَ	صَرِّفْنَ	أَكْرِمْنَ	إِسْتَنْصِرْنَ	اِجْتَنِبْنَ
تَرْتِيْبُ الصِّيْغَة	تَضْرِبْفٌ					
اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ	لِيَتَقَبَّلْ	لِيُقَاتِلْ	لِيُصَرِّفْ	لِيُكْرِمْ	لِيَسْتَنْصِرْ	لِيَجْتَنِبْ
اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ	لِيَتَقَبَّلَا	لِيُقَاتِلَا	لِيُصَرِّفَا	لِيُكْرِمَا	لِيَسْتَنْصِرَا	لِيَجْتَنِبَا
اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ	لِيَتَقَبَّلُوْا	لِيُقَاتِلُوْا	لِيُصَرِّفُوْا	لِيُكْرِمُوْا	لِيَسْتَنْصِرُوْا	لِيَجْتَنِبُوْا
اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ	لِتَتَقَبَّلْ	لِتُقَاتِلْ	لِتُصَرِّفْ	لِتُكْرِمْ	لِتَسْتَنْصِرْ	لِتَجْتَنِبْ
اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ	لِتَتَقَبَّلَا	لِتُقَاتِلَا	لِتُصَرِّفَا	لِتُكْرِمَا	لِتَسْتَنْصِرَا	لِتَجْتَنِبَا
اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ	لِتَتَقَبَّلْنَ	لِتُقَاتِلْنَ	لِتُصَرِّفْنَ	لِتُكْرِمْنَ	لِتَسْتَنْصِرْنَ	لِتَجْتَنِبْنَ
اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ	لِأَتَقَبَّلْ	لِأُقَاتِلْ	لِأُصَرِّفْ	لِأُكْرِمْ	لِأَسْتَنْصِرْ	لِأَجْتَنِبْ
اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ	لِنَتَقَبَّلْ	لِنُقَاتِلْ	لِنُصَرِّفْ	لِنُكْرِمْ	لِنَسْتَنْصِرْ	لِنَجْتَنِبْ

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ فِعْلُ الْأَمْر কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

২। اَلْأَمْرُ الْمَعْرُوْفُ لِلْمُخَاطَبِ এর গঠন প্রণালী উদাহরণসহ লেখ

৩ اَلْأَمْرُ بِاللَّامِ এর গঠন প্রণালী উদাহরণসহ লেখ

৪ اَلْأَمْرُ الْمَعْرُوْفُ لِلْمُخَاطَبِ এর রূপান্তর লেখ। اَلْاِنْفِطَارُ মাসদার দিয়ে

৫ اَلْأَمْرُ الْمَعْرُوْفُ لِلْغَائِبِ এর রূপান্তর লেখ اَلْاِسْتِنْصَارُ মাসদার দিয়ে

৬ নিচের অংশ হতে فِعْلُ الْأَمْر-এর صِيْغَةٌ সমূহ আলাদা করে দেখাও

قَالَتِ الْأُمُّ : يَا بِنْتِي ! أَعِدِّي اللَّبَنَ وَاخْلُطْهُ بِالْمَاءِ وَادْفَعِيْ بِهِ إِلَى السُّوْقِ وَبِعْهُ بِرِبْحٍ كَثِيْرٍ. قَالَتِ الْبِنْتُ أَخَافُ اللهَ الَّذِيْ يَرَى الْعَالَمَ كُلَّهَا. لَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هٰذِهِ الْمُكَالَمَةَ قَالَ لِإِبْنِهِ تَزَوَّجْ هٰذِهِ الْبِنْتَ الَّتِي تَخْشَى اللهَ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ.

اَلدَّرْسُ السَّابِعُ : সপ্তম পাঠ

فِعْلُ النَّهْيِ : تَعْرِيْفُهُ وَتَصْرِيْفَاتُهُ

ফে'লে নাহী : তার পরিচয় ও রূপান্তরসমূহ

নিম্নের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ	(হে বৎস! তুমি আল্লাহর সাথে শিরক কর না)
لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ	(তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না)।
لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا	(তুমি অপচয় কর না)
لَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ	(দারিদ্রতার ভয়ে তোমরা সন্তান হত্যা কর না)।
كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا	(খাও এবং পান কর তবে অপচয় কর না)

উপরের উদাহরণগুলোতে দেখা যাবে যে, নিম্ন রেখাবিশিষ্ট শব্দগুলো নিষেধসূচক অর্থ বোঝায় সুতরাং নিষেধসূচক অর্থ বোঝানোর কারণে এ গুলোকে فِعْلُ النَّهْيِ বলে

اَلْقَوَاعِدُ

فِعْلُ النَّهْيِ-এর পরিচয় : যে فِعْلْ দ্বারা কোনো কিছু করা থেকে নিষেধ করা বোঝায়, তাকে فِعْلُ النَّهْيِ বলে যেমন لَا تَهْرُبْ (তুমি পলায়ন কর না)।

فِعْلُ النَّهْيِ -এর গঠন প্রণালী : প্রথমে اَلْمُضَارِعْ -এর পূর্বে নিষেধসূচক لَا لِلنَّهْيِ যোগ করে فِعْلُ النَّهْيِ -এর صِيْغَةْ গঠিত হয় অতঃপর পাঁচ صِيْغَةْ -তে جَزْمْ দেয় যদি শেষ হরফটি حَرْفِ عِلَّةْ না হয়। صِيْغَةْ পাঁচটি হলো-

جَمْعْ مُتَكَلِّمْ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ وَاحِدْ مُذَكَّرْ حَاضِرْ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ

তবে لَامْ كَلِمَةْ বা শেষ অক্ষরটি حَرْفِ عِلَّةْ হলে তা ফেলে দিতে হবে যেমন- لَا تَرْمِ থেকে لَا تَرْمِيْ আর সাতটি صِيْغَةْ হতে نُوْنِ اِعْرَابِيْ কে বাদ দিতে হবে। চার تَثْنِيَةْ দুই جَمْعْ ও جَمْعْ مُذَكَّرْ غَائِبْ وَاحِدْ مُؤَنَّثْ حَاضِرْ আর একটি مُذَكَّرْ حَاضِرْ ।

لا দুটি সীগাহ তথা جَمْعْ مُؤَنَّثْ حَاضِرْ ، جَمْعْ مُؤَنَّثْ غَائِبْ এর মধ্যে কোনো আমল করবে না মনে রেখ, نَفْي এর সীগাহ এর শেষাক্ষরে نُوْنِ تَاكِيْدْ যুক্ত হয় যেমনিভাবে اَمْرْ এর শেষোক্ষরে যুক্ত হয়।

تَصْرِيْفُ فِعْلِ النَّفْيِ لِلْمَعْرُوْف

নিষেধসূচক (মধ্যম পুরুষ) কর্তৃবাচক ক্রিয়ার রূপান্তর

تَصْرِيْفٌ						تَرْتِيْبُ الصِّيْغَةِ
لَاتَجْتَنِبْ	لَاتَسْتَبْصِرْ	لَاتُكْرِمْ	لَاتُصَرِّفْ	لَاتُقَابِلْ	لَاتَتَقَبَّلْ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَاتَجْتَنِبَا	لَاتَسْتَبْصِرَا	لَاتُكْرِمَا	لَاتُصَرِّفَا	لَاتُقَابِلَا	لَاتَتَقَبَّلَا	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَاتَجْتَنِبُوْا	لَاتَسْتَبْصِرُوْا	لَاتُكْرِمُوْا	لَاتُصَرِّفُوْا	لَاتُقَابِلُوْا	لَاتَتَقَبَّلُوْا	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْمُخَاطَبِ
لَاتَجْتَنِبِيْ	لَاتَسْتَبْصِرِيْ	لَاتُكْرِمِيْ	لَاتُصَرِّفِيْ	لَاتُقَابِلِيْ	لَاتَتَقَبَّلِيْ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
لَاتَجْتَنِبَا	لَاتَسْتَبْصِرَا	لَاتُكْرِمَا	لَاتُصَرِّفَا	لَاتُقَابِلَا	لَاتَتَقَبَّلَا	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
لَاتَجْتَنِبْنَ	لَاتَسْتَبْصِرْنَ	لَاتُكْرِمْنَ	لَاتُصَرِّفْنَ	لَاتُقَابِلْنَ	لَاتَتَقَبَّلْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْمُخَاطَبِ
تَصْرِيْفٌ						تَرْتِيْبُ الصِّيْغَةِ
لَايَجْتَنِبْ	لَايَسْتَبْصِرْ	لَايُكْرِمْ	لَايُصَرِّفْ	لَايُقَابِلْ	لَايَتَقَبَّلْ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَايَجْتَنِبَا	لَايَسْتَبْصِرَا	لَايُكْرِمَا	لَايُصَرِّفَا	لَايُقَابِلَا	لَايَتَقَبَّلَا	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَايَجْتَنِبُوْا	لَايَسْتَبْصِرُوْا	لَايُكْرِمُوْا	لَايُصَرِّفُوْا	لَايُقَابِلُوْا	لَايَتَقَبَّلُوْا	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ لِلْغَائِبِ
لَاتَجْتَنِبْ	لَاتَسْتَبْصِرْ	لَاتُكْرِمْ	لَاتُصَرِّفْ	لَاتُقَابِلْ	لَاتَتَقَبَّلْ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
لَاتَجْتَنِبَا	لَاتَسْتَبْصِرَا	لَاتُكْرِمَا	لَاتُصَرِّفَا	لَاتُقَابِلَا	لَاتَتَقَبَّلَا	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
لَايَجْتَنِبْنَ	لَايَسْتَبْصِرْنَ	لَايُكْرِمْنَ	لَايُصَرِّفْنَ	لَايُقَابِلْنَ	لَايَتَقَبَّلْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ لِلْغَائِبِ
لَاأَجْتَنِبْ	لَاأَسْتَبْصِرْ	لَاأُكْرِمْ	لَاأُصَرِّفْ	لَاأُقَابِلْ	لَاأَتَقَبَّلْ	اَلْمُفْرَدُ لِلْمُتَكَلِّمِ
لَانَجْتَنِبْ	لَانَسْتَبْصِرْ	لَانُكْرِمْ	لَانُصَرِّفْ	لَانُقَابِلْ	لَانَتَقَبَّلْ	اَلْجَمْعُ لِلْمُتَكَلِّمِ

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১. فِعْلُ النَّفْيِ কাকে বলে ?

২. فِعْلُ النَّفْيِ গঠনের নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

৩. যেসব صيغة তে نُوْنُ الْإِعْرَابِ বিলুপ্ত হয় সেগুলো কী কী?

৪. اَلْمُقَدَّمَةُ মাসদার দ্বারা فِعْلُ النَّفْيِ لِلْمَعْرُوْفِ-এর تَصْرِيْفُ লেখ

৫. اَلْإِكْرَامُ মাসদার দ্বারা فِعْلُ النَّفْيِ لِلْمَعْرُوْفِ এর تَصْرِيْفُ লেখ

৬. নিচের অনুচ্ছেদ থেকে فِعْلُ النَّفْيِ-এর সীগাহসমূহ নির্ণয় কর :

نَصَحَ الْأُسْتَاذُ لِطُلَّابِهِ تَابِعُوْنِي عَلَى الْإِمْتِثَالِ بِأَوَامِرِ اللهِ وَالْاِجْتِنَابِ عَنْ نَوَاهِيْهِ. خُصُوْصًا عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تُضَيِّعُوْا الْأَوْقَاتَ وَلَا تُخَالِفُوْا قَوَانِيْنَ الْمَدْرَسَةِ . وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تُكَذِّبُوْا وَلَا تَغْتَابُوْا وَلَا تَسَاحَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا .

اَلدَّرْسُ الثَّامِنُ : অষ্টম পাঠ

اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّاتُ

আল্ আসমাউল মুশ্‌তাক্বকাত

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর -

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ	মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে।
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ	নিশ্চয়ই তিনি আমার মনোনীত বান্দাদের একজন
وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى	তোমরা মাকামে ইবরাহিম (عليه السلام)-কে নামাজের জায়গা বানাও
اَلْمُؤْمِنُ أَشَدُّ اِحْتِيَاجًا إِلَى الْعِبَادَةِ	মুমিন ইবাদতের খুব বেশি মুখাপেক্ষী

উল্লিখিত উদাহরণসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে তুমি দেখতে পাবে যে, নিম্ন রেখাবিশিষ্ট প্রত্যেকটি শব্দই গুণবাচক ইসম, যা فِعْل থেকে উৎপন্ন হওয়ায় এগুলোকে اَلْمُشْتَقَّاتُ الْأَسْمَاءُ বলে প্রথম বাক্যে اَلْمُؤْمِنُوْنَ এমন গুণবাচক শব্দ যা দ্বারা কর্তৃবাচকের অর্থ বোঝায় দ্বিতীয় বাক্যে اَلْمُخْلَصِيْنَ এমন গুণবাচক শব্দ যা দ্বারা কর্মবাচ্যের অর্থ বোঝায়. তৃতীয় বাক্যে مُصَلًّى শব্দ দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদনের স্থান বোঝায় আর চতুর্থ বাক্যে أَشَدُّ শব্দ দ্বারা তুলনামূলকভাবে আধিক্যের অর্থ বোঝায়

সুতরাং, কর্তৃবাচকের অর্থ বোঝানোর কারণে اَلْمُؤْمِنُوْنَ শব্দটি اِسْمُ الْفَاعِلِ আবার কর্মবাচ্যের অর্থ বোঝানোর কারণে اَلْمُخْلَصِيْنَ শব্দটি اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ স্থানবাচক অর্থ বোঝানোর কারণে مُصَلًّى শব্দটি اِسْمُ الظَّرْفِ আবার তুলনামূলকভাবে আধিক্যের অর্থ বোঝানোর কারণে أَشَدُّ শব্দটি اِسْمُ التَّفْضِيْلِ হয়েছে

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْمُشْتَقَّاتُ الْأَسْمَاءُ এর পরিচয় : اَلْأَسْمَاءُ শব্দটি اِسْمٌ শব্দের বহুবচন অর্থ বিশেষ্যসমূহ আর اَلْمُشْتَقَّاتُ শব্দটি اَلْمُشْتَقَّةُ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ- উৎপন্নসমূহ। সুতরাং اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّاتُ -এর অর্থ হলো- উৎপন্ন বিশেষ্যসমূহ।

পরিভাষায় اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّاتُ ঐসব اِسْمُ الْمُعْرَبِ কে বলে, যা فِعْلٌ হতে উৎপন্ন এবং যার মধ্যে اَلْمَعْنَى الْمَصْدَرِيْ বহাল থেকে নতুন আকৃতি ও অর্থ সৃষ্টি হয়। যেমন اَلْمُتَّقُوْنَ ; اَلْمُؤْمِنُوْنَ ইত্যাদি

اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّاتُ-এর প্রকার :

اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّاتُ মোট সাত প্রকার। যথা

১. اِسْمُ الْفَاعِلْ ২. اِسْمُ الْمَفْعُوْلْ
৩ اِسْمُ التَّفْضِيْلْ ৪ اِسْمُ الْآلَةْ
৫. اِسْمُ الظَّرْف ৬. اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ
৭ اِسْمُ الْفَعِيْلِ لِلْمُبَالَغَةْ

উল্লেখ্য, اَلْاِسْمُ الْمُشْتَقُ ثُلَاثِيْ مُجَرَّد থেকে উপরিউক্ত সাত প্রকার-এর ব্যবহার আছে কিন্তু ثُلَاثِيْ مَزِيْد فِيْهِ থেকে اِسْمُ الْفَاعِلِ لِلْمُبَالَغَةْ ও اِسْمُ الْآلَةِ ، اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ এর ব্যবহার নেই তাই নিম্নে অবশিষ্ট চার প্রকারের আলোচনা ও রূপান্তর উল্লেখ করা হলো-

بَيَانُ اِسْمِ الْفَاعِلِ

ইসমে ফায়েলের বর্ণনা

اِسْمُ الْفَاعِلْ -এর সংজ্ঞা : اَلْفَاعِلْ শব্দটি اِسْمُ الْفَاعِلْ এর সীগাহ এর আভিধানিক অর্থ হলো- কর্তা, যিনি কাজ করেন পরিভাষায় اِسْمُ الْفَاعِلْ বলা হয়-

اِسْمُ الْفَاعِلِ هُوَ اِسْمٌ مُشْتَقٌّ يَدُلُّ عَلَى مَنْ قَامَ بِهِ الْفِعْلُ.

অর্থাৎ, اِسْمُ الْفَاعِلْ এমন ইসমে মুশতাককে বলে, যা এমন সত্তাকে নির্দেশ করে যিনি কাজ সম্পাদন করেছেন যেমন- صَادِقٌ (সত্যবাদী)

اِسْمُ الْفَاعِلْ-এর গঠন প্রণালী : اِسْمُ الْفَاعِلْ এর গঠন দু'ভাবে হয়ে থাকে। যথা-

১. ثُلَاثِيْ مُجَرَّدْ তথা তিন অক্ষরবিশিষ্ট فِعْل مُضَارِع থেকে فَاعِلٌ ওয়নে গঠিত হয় যেমন يَنْصُرُ থেকে نَاصِرٌ (সাহায্যকারী) يَغْسِلُ থেকে غَاسِلٌ (ধৌতকারী) ইত্যাদি

২. فِعْل مُضَارِع مَعْرُوف-এর সীগাহ থেকে اِسْمُ الْفَاعِلْ গঠন করতে হলে ثُلَاثِي مُجَرَّدْ ব্যতীত অন্য সকল বাব থেকে عَلَامَةُ الْمُضَارِع কে বিলুপ্ত করে সে স্থানে পেশযুক্ত মীম আনতে হবে এবং শেষাক্ষরের পূর্বাক্ষরে যের না থাকলে যের দিতে হবে যেমন- يُدحِلُ থেকে مُدحِلٌ ও يَسْتَخْرِجُ থেকে مُسْتَخْرِجٌ ইত্যাদি।

تَصْرِيْفُ اِسْمِ الْفَاعِلِ

ইসমে ফায়েলের রূপান্তর

اَلْاِجْتِنَابُ	اَلْاِسْتِنْصَارُ	اَلْاِنْبِطَارُ	اَلْاِكْرَامُ	اَلتَّصْرِيْفُ	اَلْمُقَاتَلَةُ الْقِتَالُ	تَرْتِيْبُ الصِّيْغَةِ
مُجْتَنِبٌ	مُسْتَنْصِرٌ	مُنْفَطِرٌ	مُكْرِمٌ	مُصَرِّفٌ	مُقَاتِلٌ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ
مُجْتَنِبَانِ	مُسْتَنْصِرَانِ	مُنْفَطِرَانِ	مُكْرِمَانِ	مُصَرِّفَانِ	مُقَاتِلَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ
مُجْتَنِبُوْنَ	مُسْتَنْصِرُوْنَ	مُنْفَطِرُوْنَ	مُكْرِمُوْنَ	مُصَرِّفُوْنَ	مُقَاتِلُوْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ
مُجْتَنِبَةٌ	مُسْتَنْصِرَةٌ	مُنْفَطِرَةٌ	مُكْرِمَةٌ	مُصَرِّفَةٌ	مُقَاتِلَةٌ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّثُ
مُجْتَنِبَتَانِ	مُسْتَنْصِرَتَانِ	مُنْفَطِرَتَانِ	مُكْرِمَتَانِ	مُصَرِّفَتَانِ	مُقَاتِلَتَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّثُ
مُجْتَنِبَاتٌ	مُسْتَنْصِرَاتٌ	مُنْفَطِرَاتٌ	مُكْرِمَاتٌ	مُصَرِّفَاتٌ	مُقَاتِلَاتٌ	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ

بَيَانُ اِسْمِ الْمَفْعُوْلِ

ইসমে মাফউলের বর্ণনা

اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ-এর সংজ্ঞা: مَفْعُوْلٌ শব্দটি اِسْمُ الْمَفْعُوْل-এর সীগাহ এর আভিধানিক অর্থ- কৃত, যার উপর কাজ পতিত হয় পরিভাষায় اِسْمُ الْمَفْعُوْل হলো-

اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ هُوَ اِسْمٌ مُشْتَقٌّ يَدُلُّ عَلَى الَّذِيْ وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ .

অর্থাৎ اِسْمُ الْمَفْعُوْل এমন اِسْمِ مُشْتَقْ কে বলে, যা এমন সত্তাকে নির্দেশ করে যার উপর কর্তার ক্রিয়াটি পতিত হয়।

اِسْمُ الْمَفْعُوْل-এর গঠন প্রণালী : اِسْمُ الْمَفْعُوْل-এর গঠন দু'ভাবে হয়ে থাকে যথা-

১. ثُلَاثِيْ مُجَرَّدْ তথা তিন অক্ষরবিশিষ্ট فِعْل مُضَارِع থেকে مَفْعُوْلٌ ওযনে গঠিত হয় যেমন يَنْصُرُ থেকে مَنْصُوْرٌ (সাহায্যকৃত) يَفْتَحُ থেকে مَفْتُوْحٌ (খোলা) ইত্যাদি

২. عَلَامَةُ ثُلَاثِيْ مُجَرَّدْ ব্যতিত অন্যান্য বাব থেকে তার ওযন পূর্বে বর্ণিত اِسْمُ الْفَاعِلْ এর মতই الْمُضَارِع-এর স্থলে একটি পেশবিশিষ্ট مِيْم বসাতে হবে তবে পার্থক্য হলো اِسْمُ الْمَفْعُوْل-এর ক্ষেত্রে তার শেষাক্ষরের পূর্বাক্ষরে যবর দিতে হয় যেমন- يُدْخِلُ থেকে مُدْخَلٌ এবং يُسْتَخْرِجُ থেকে مُسْتَخْرَجٌ ইত্যাদি।

تَصْرِيْفُ اِسْمِ الْمَفْعُوْلِ

ইসমে মাফউলের রূপান্তর

اَلْاِجْتِنَابُ	اَلْاِسْتِنْصَارُ	اَلْاِكْرَامُ	اَلتَّصْرِيْفُ	اَلْمُقَاتَلَةُ	تَرْتِيْبُ الصِّيَغَةِ
مُجْتَنَبٌ	مُسْتَنْصَرٌ	مُكْرَمٌ	مُصَرَّفٌ	مُقَاتَلٌ	اَلْمُفْرَدُ الْمُذَكَّرُ
مُجْتَنَبَانِ	مُسْتَنْصَرَانِ	مُكْرَمَانِ	مُصَرَّفَانِ	مُقَاتَلَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُذَكَّرُ
مُجْتَنَبُوْنَ	مُسْتَنْصَرُوْنَ	مُكْرَمُوْنَ	مُصَرَّفُوْنَ	مُقَاتَلُوْنَ	اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ
مُجْتَنَبَةٌ	مُسْتَنْصَرَةٌ	مُكْرَمَةٌ	مُصَرَّفَةٌ	مُقَاتَلَةٌ	اَلْمُفْرَدُ الْمُؤَنَّث
مُجْتَنَبَتَانِ	مُسْتَنْصَرَتَانِ	مُكْرَمَتَانِ	مُصَرَّفَتَانِ	مُقَاتَلَتَانِ	اَلْمُثَنَّى الْمُؤَنَّث
مُجْتَنَبَاتٌ	مُسْتَنْصَرَاتٌ	مُكْرَمَاتٌ	مُصَرَّفَاتٌ	مُقَاتَلَاتٌ	اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّث

بَيَانُ اِسْمِ الظَّرْفِ

ইসমে যারফের বর্ণনা

اِسْمُ الظَّرْف-এর সংজ্ঞা ظَرْفٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে ظُرُوْفٌ এর আভিধানিক অর্থ হলো পাত্র, আধার, স্থান ইত্যাদি।

পরিভাষায় اِسْمُ الظَّرْفِ হলো-

هُوَ اسْمٌ مُشْتَقٌّ يَدُلُّ عَلَى مَكَانِ وُقُوْعِ الْفِعْلِ أَوْ زَمَانِهِ.

অর্থাৎ, اِسْمُ الظَّرْفِ এমন اِسْمُ مُشْتَقّ কে বলে, যা ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার স্থান বা কালের প্রতি নির্দেশ করে।

اِسْمُ الظَّرْفِ-এর প্রকার : اِسْمُ الظَّرْف দু প্রকার যথা

১. ظَرْفُ الْمَكَانِ তথা স্থানবাচক

২. ظَرْفُ الزَّمَانِ তথা কালবাচক

১. ظَرْفُ الْمَكَانِ : যে اسم দ্বারা ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার স্থান বোঝায়, তাকে ظَرْفُ الْمَكَانِ বলে যেমন مَسْجِدٌ (সিজদা করার স্থান), مُصَلًّى (নামাজ পড়ার স্থান)

২. ظَرْفُ الزَّمَانِ যে اسم দ্বারা ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার সময় বোঝায়, তাকে ظَرْفُ الزَّمَانِ বলে যেমন- مَوْعِدٌ (ওয়াদা করার সময়), مَرْجَعٌ (ফিরে আসার সময়)

গঠন প্রণালী : ثُلَاثِي مَزِيْد فِيْه তে اِسْمُ الظَّرْف গঠন পদ্ধতি اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ এর অনুরূপ অর্থাৎ فِعْل مُضَارِعْ এর সীগাহ থেকে عَلَامَةُ الْمُضَارِعِ বিলুপ্ত করে তদস্থলে পেশবিশিষ্ট ميم দিতে হয় আর শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে যবর দিবে لَامْ كَلِمَة তানভীন হবে। যেমন- يَجْتَمِعُ থেকে مُجْتَمَعٌ এবং يُصَلِّي থেকে مُصَلًّى ইত্যাদি।

* ثُلَاثِي مَزِيْد فِيْه থেকে اِسْمُ الظَّرْفِ এর রূপান্তরও اِسْمُ الْمَفْعُوْل এর মত

بَيَانُ اِسْمِ التَّفْضِيْلِ

ইসমে তাফদীলের বর্ণনা

ثُلَاثِي مَزِيْد فِيْه থেকে اِسْمُ التَّفْضِيْلِ-এর সাধারণত ব্যবহার নেই তবে কেউ গঠন করতে চাইলে যে শব্দের اِسْمُ التَّفْضِيْلِ প্রয়োজন, সেই শব্দের مَصْدَرْ উল্লেখ করে তার পূর্বে أَشَدُّ বা أَكْبَرُ বা أَكْثَرُ এ ওযনে এ জাতীয় অর্থ বোঝায় এমন শব্দ আনতে হবে মাসদারকে تَمْيِيْز হিসাবে نَصْب (যবর) দিতে হবে যেমন- اَللّٰهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيْلًا

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّاتُ কাকে বলে? ثُلَاثِيْ مَزِيْد فِيْه থেকে কোন কোন اِسْمُ مُشْتَقّ ব্যবহার হয়? উদাহরণসহ লেখ।

২ ثُلَاثِيْ مَزِيْد فِيْه থেকে اِسْمُ الْفَاعِلِ ও اِسْمُ الْمَفْعُوْل এর গঠন পদ্ধতি উল্লেখ কর

৩ ثُلَاثِيْ مَزِيْد فِيْه থেকে اِسْمُ التَّفْضِيْل কিভাবে গঠন করতে হয়? উদাহরণসহ লেখ

৪ اَلْإِسْلَامُ মাসদার দিয়ে اِسْمُ الْفَاعِلِ এর রূপান্তর লেখ

৫ নিচের অনুচ্ছেদ হতে اَلْأَسْمَاءُ الْمُشْتَقَّاتُ এর শব্দগুলো বের কর

مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةِ هِيَ أُمُّ الْقُرى، وَهِيَ مَوْلِدُ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهِيَ مَهْبَطُ الْوَحْيِ - وَفِيْهَا الْكَعْبَةُ الْمُشَرَّفَةُ، يَتَّجِهُ إِلَيْهَا الْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ أَدَاءِ صَلَاتِهِمْ - يَجْتَمِعُ فِيْهَا الْحُجَّاجُ وَالْمُعْتَمِرُوْنَ وَالزَّائِرُوْنَ مِنْ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ.

اَلدَّرْسُ التَّاسِعُ : নবম পাঠ

اَلْفِعْلُ اللَّازِمُ وَ الْمُتَعَدِّيْ

ফে'লে লাযিম ও ফে'লে মুতা'আদ্দী

নিচের উদাহরণগুলো গভীরভাবে লক্ষ্য কর-

(ক)

جَاءَ الْمُؤَذِّنُ لِلْأَذَانِ (মুয়াজ্জিন আযান দিতে এসেছেন)

قَامَ خَالِدٌ (খালিদ দাঁড়াইল)

ذَهَبَ حَسَنٌ إِلَى الْمَدْرَسَةِ (হাসান মাদ্রাসায় গেলো)।

مَاتَ الْجَدُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (দাদা শুক্রবার মারা গেলেন)।

طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْمَشْرِقِ (সূর্য পূর্বদিক থেকে উদিত হয়েছে)

(খ)

نَصَرَ سُهَيْلٌ جُنَيْدًا (সুহাইল জুনায়েদকে সাহায্য করেছে)

أَعْطَيْتُ خَالِدًا كِتَابًا (আমি খালেদকে একটি বই দিয়েছি)

رَأَيْتُ مُنِيْرًا قَائِمًا (আমি মুনীরকে দাঁড়ানো দেখেছি)।

أَخْبَرَنِي الرَّجُلُ خَبَرًا (লোকটি আমাকে সংবাদ দিলো)

أَحْمَدُ اللهَ حَمْدًا (আমি যথাযথভাবে আল্লাহর প্রশংসা করি বা করবো)

উপরিউক্ত (ক) ও (খ) অংশের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে, (ক) অংশের নিম্ন রেখাবিশিষ্ট جَاءَ - قَامَ - ذَهَبَ - مَاتَ ও طَلَعَتْ এর প্রত্যেকটি শব্দ فِعْل এবং বাক্যে এগুলো مَفْعُوْل ছাড়া শুধু فَاعِلٌ দ্বারাই পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করছে; শ্রোতার মনে সে বিষয়ে কোনো প্রশ্নের উদ্রেক হয়নি।

পক্ষান্তরে (খ) অংশের নিম্ন রেখাবিশিষ্ট نَصَرَ - أَعْطَيْتُ - رَأَيْتُ - أَخْبَرَ ও أَحْمَدُ এর প্রত্যেকটি শব্দ فِعْل এবং বাক্যে এগুলো مَفْعُوْل যোগে পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করেছে। যেমন- نَصَرَ جُنَيْدٌ فَقِيْرًا বাক্য

থেকে فَقِيْرًا বাদ দিলে অর্থ হবে জোনায়েদ সাহায্য করেছে; কিন্তু কাকে সাহায্য করেছে? সে প্রশ্ন থেকে যাবে সুতরাং শুধু فَاعِلٌ দ্বারা পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করায় (ক) অংশের শব্দগুলোকে اَلْفِعْلُ اللَّازِمُ তথা অকর্মক ক্রিয়া এবং مَفْعُوْلٌ যোগে পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করায় (খ) অংশের শব্দগুলোকে اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي তথা সকর্মক ক্রিয়া বলে।

اَلْقَوَاعِدُ

مَفْعُوْلٌ থাকা বা না থাকা হিসেবে فِعْلٌ দু'প্রকার। যেমন-

১ اَلْفِعْلُ اللَّازِمُ ও ২ اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي

اَلْفِعْلُ اللَّازِمُ-এর সংজ্ঞা لَازِمٌ শব্দের অর্থ আবশ্যকীয়, প্রয়োজনীয়।

পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো-

اَلْفِعْلُ الَّذِيْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَفْعُوْلٍ بِهِ

অর্থাৎ যে فِعْلٌ-এর مَفْعُوْلٌ بِهِ-এর প্রয়োজন নেই, তাকে اَلْفِعْلُ اللَّازِمُ (অকর্মক ক্রিয়া)

যেমন- قَامَ خَالِدٌ (খালিদ দাঁড়াল)।

اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي-এর সংজ্ঞা : اَلْمُتَعَدِّي শব্দের অর্থ- অতিক্রমকারী।

পরিভাষায় এর সংজ্ঞা হলো-

هُوَ مَا يَتَجَاوَزُ أَثَرُهُ الْفَاعِلَ إِلَى مَفْعُوْلٍ بِهِ

অর্থাৎ যে فِعْلٌ এর প্রতিক্রিয়া فَاعِلٌ কে অতিক্রম করে مَفْعُوْلٌ بِهِ এর দিকে ধাবিত হয়, তাকে اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي (সকর্মক ক্রিয়া) বলে যেমন- نَصَرَ زَيْدٌ بَكْرًا (যায়েদ বকরকে সাহায্য করল)

اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي-এর প্রকার : فِعْلٌ مُتَعَدٍّ-এর কখনো একটি مَفْعُوْلٌ بِهِ হয়, আবার কখনো একাধিক مَفْعُوْلٌ بِهِ হয়ে থাকে এ ভিত্তিতে اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي তিন প্রকার যেমন

১ اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي بِمَفْعُوْلٍ তথা একটি مَفْعُوْلٌ বিশিষ্ট মুতাআদ্দী : যে فِعْلٌ একটি মাত্র مَفْعُوْلٌ দ্বারা বাক্য সম্পন্ন করে যেমন- فَتَحَ خَالِدٌ بَابًا (খালেদ দরজা খুলল)।

২। اَلْمُتَعَدِّي بِمَفْعُوْلَيْنِ তথা দুটি مَفْعُوْلٌ বিশিষ্ট মুতাআদ্দী : যে فِعْلٌ দুটি مَفْعُوْلٌ দ্বারা বাক্য সম্পন্ন করে যেমন- أَعْطَيْتُ زَيْدًا دِرْهَمًا (আমি যায়েদকে এক দিরহাম দিলাম), عَلِمْتُ زَيْدًا فَاضِلًا (আমি জানলাম, যায়েদ সম্মানিত ব্যক্তি) এ নিয়মটি أَفْعَالُ الْقُلُوْبِ এর মধ্যে হয়ে থাকে

أَفْعَالُ الْقُلُوْبِ এর সংখ্যা সাতটি যেমন

عَلِمْتُ (আমি জানলাম) যেমন- عَلِمْتُ بَكْرًا غَالِبًا

رَأَيْتُ (আমি দেখলাম) যেমন- رَأَيْتُ الطَّالِبَ ذَكِيًّا

وَجَدْتُ (আমি পেলাম) যেমন وَجَدْتُكَ غَالِبًا

ظَنَنْتُ (আমি ধারণা করলাম) যেমন- ظَنَنْتُ الْأُسْتَاذَ مَاهِرًا

حَسِبْتُ (আমি ধারণা করলাম)। যেমন- حَسِبْتُ زَيْدًا عَالِمًا

خِلْتُ (আমি খেয়াল করলাম) যেমন- خِلْتُ الطَّالِبَ نَائِمًا

زَعَمْتُ (আমি অনুমান করলাম) যেমন زَعَمْتُهُ كَرِيْمًا

এ সাতটির মধ্যে হতে প্রথম তিনটি অর্থাৎ عَلِمْتُ – رَأَيْتُ এবং وَجَدْتُ নিশ্চিত বিশ্বাসের অর্থ দেয় আর ظَنَنْتُ حَسِبْتُ এবং خِلْتُ প্রবল ধারণার অর্থ প্রদান করে আর زَعَمْتُ কখনো নিশ্চিত বিশ্বাস এবং কখনো প্রবল ধারণামূলক অর্থ দিয়ে থাকে।

৩ اَلْمُتَعَدِّي بِثَلَاثَةِ مَفَاعِيْلَ তথা তিনটি مَفْعُوْلٌ বিশিষ্ট মুতাআদ্দী : যে فِعْلٌ এর তিনটি مَفْعُوْلٌ থাকে। যেমন- أَعْلَمَ إِبْرَاهِيْمُ زَيْدًا عَمْرًوا فَاضِلًا (ইবরাহীম যায়েদকে জানিয়ে দিলেন যে, আমর একজন সম্মানিত ব্যক্তি) এখানে زَيْدًا عَمْرًوا ও فَاضِلًا এর তিনটিই مَفْعُوْلٌ بِهِ; এদের কোনো একটিকে বাদ দিয়ে সংক্ষেপ করা জায়েয নেই

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ اَلْفِعْلُ اللَّازِمُ ও اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২ اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي কাকে বলে? এটা কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ বিস্তারিত লেখ

৩ أَفْعَالُ الْقُلُوْبِ কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ

৪ কোন কোন فِعْلٌ এর দুটি مَفْعُوْلٌ থাকে? উদাহরণসহ লেখ

৫ নিচের অনুচ্ছেদ হতে اَلْفِعْلُ الْمُتَعَدِّي বের কর

سَأَلَ الْأُسْتَاذُ التَّلَامِيْذَ فَقَالَ إِذَا كَانَ فَوْقَ الشَّجَرَةِ خَمْسُوْنَ عُصْفُوْرًا ، وَأَطْلَقَ عَلَيْهَا صَيَّادٌ بُنْدُوْقِيَّتَهُ فَأَسْقَطَ خَمْسَةَ عَشَرَ عُصْفُوْرًا، فَكَمْ يَكُوْنُ الْبَاقِي فَوْقَ الشَّجَرَةِ . قَالَ أَحَدُهُمْ يَكُوْنُ الْبَاقِي خَمْسَةً وَثَلَاثِيْنَ عُصْفُوْرًا فَقَالَ الْأُسْتَاذُ الْجَوَابُ غَيْرُ صَحِيْحٍ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ كَيْفَ يَكُوْنُ الْجَوَابُ صَحِيْحًا؟ وَهُنَا رَفَعَ مَسْعُوْدٌ أَصْبَعَهُ، فَأَذِنَ لَهُ الْأُسْتَاذُ فِي الْكَلَامِ. فَقَالَ لَا يَظَلُّ عَلَى الشَّجَرَةِ أَيُّ عُصْفُوْرٍ؟ لِأَنَّ بَقِيَّةَ الْعَصَافِيْرِ سَتَطِيْرُ عِنْدَمَا تَسْمَعُ الصَّوْتَ . فَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَحْسَنْتَ يَا مَسْعُوْدُ. جَوَابُكَ هُوَ الصَّحِيْحُ .

اَلدَّرْسُ الْعَاشِرُ : দশম পাঠ

أَبْوَابُ الثُّلَاثِيِّ وَالرُّبَاعِيِّ

ছুলাছী ও রুবায়ীর বাবসমূহ

اَلْأَفْعَالُ الْمُتَصَرِّفَةُ মূল حَرْف এর গঠন অনুসারে দু'ভাগে বিভক্ত যথা

১ ثُلَاثِيٌّ (তিন অক্ষরবিশিষ্ট) ও ২ رُبَاعِيٌّ (চার অক্ষরবিশিষ্ট)

ثُلَاثِيٌّ এর বর্ণনা . যার مَاضِيْ فِعْل এর সীগায় أَصْلِيٌّ حَرْف তিনটি রয়েছে, তাকে ثُلَاثِيٌّ বলে যেমন- نَصَرَ، سَمِعَ، كَرُمَ، ضَرَبَ ইত্যাদি। ثُلَاثِيٌّ দু প্রকার। যথা-

১ ثُلَاثِيٌّ مُجَرَّدٌ ও ২. ثُلَاثِيٌّ مَزِيْدٌ فِيْهِ

১. ثُلَاثِيٌّ مُجَرَّدٌ যার مَاضِيْ-এর সীগায় أَصْلِيٌّ حَرْف ব্যতীত অতিরিক্ত কোনো حَرْف পাওয়া যায় না, তাকে ثُلَاثِيٌّ مُجَرَّدٌ বলে যেমন نَصَرَ، سَمِعَ ও ضَرَبَ ইত্যাদি।

ثُلَاثِيٌّ مُجَرَّدٌ আবার দু ভাগে বিভক্ত যেমন- ১. مُطَّرِدٌ ও ২ شَاذٌّ

مُطَّرِدٌ . যে فِعْل এর وَزْن বেশি ব্যবহৃত হয়, তাকে مُطَّرِدٌ বলে। যেমন ضَرَبَ حَمِدَ

شَاذٌّ : যে فِعْل-এর وَزْن কম ব্যবহৃত হয়, তাকে شَاذٌّ বলে। যেমন- قَصَرَ -كَادَ

২ ثُلَاثِيٌّ مَزِيْدٌ فِيْهِ যার مَاضِيْ-এর সীগায় أَصْلِيٌّ حَرْف ছাড়াও অতিরিক্ত حَرْف পাওয়া যায়, তাকে ثُلَاثِيٌّ مَزِيْدٌ فِيْهِ বলে যেমন- سَاعَدَ، اِجْتَنَبَ ও أَكْرَمَ ইত্যাদি

غَيْرُ مُلْحَقٍ بِرُبَاعِيٍّ ثُلَاثِيٌّ مَزِيْدٌ فِيْهِ আবার দু'প্রকার যথা- ১ مُلْحَقٌ بِرُبَاعِيٍّ ও ২. غَيْرُ مُلْحَقٍ

رُبَاعِيٌّ-এর বর্ণনা যার مَاضِيْ فِعْل-এর সীগাহতে أَصْلِيٌّ حَرْف চারটি রয়েছে, তাকে رُبَاعِيٌّ বলে যেমন- رُبَاعِيٌّ ، تَعْثَرَ দু'প্রকার যথা- ১ رُبَاعِيٌّ مُجَرَّدٌ ও ২ رُبَاعِيٌّ مَزِيْدٌ فِيْهِ

رُبَاعِيٌّ مَزِيْدٌ فِيْهِ আবার দু'প্রকার যথা-

১ رُبَاعِيٌّ مَزِيْدٌ فِيْهِ بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ ; যথা- اِحْرَنْجَمَ اِنْدَحْرَجَ

২ رُبَاعِيٌّ مَزِيْدٌ فِيْهِ بِغَيْرِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ যথা- تَدَحْرَجَ - تَسَرْبَلَ

সংক্ষেপে فِعْل-এর بَاب সমূহ

ثُلَاثِيْ مُجَرَّدْ	مُطَرِدْ -এর ৫ বাব	١ نَصَرَ ٢ ضَرَبَ ٣ سَمِعَ ٤ فَتَحَ ٥ كَرُمَ
	شَاذْ এর ৩ বাব	١ حَيِسَ ٢- فَصِلَ ٣ كَادَ
ثُلَاثِيْ مَزِيْد فِيْه	هَمْزَةُ الْوَصْلِ-এর ৯ বাব	١- اِفْتَعَالٌ ٢ اِسْتِفْعَالٌ ٣ اِنْفِعَالٌ ٤- اِفْعِلَالٌ ٥- اِفْعِيْلَالٌ ٦- اِفْعِيْعَالٌ ٧- اِفْعِوَّالٌ ٨- اِفْدِعَالٌ ٩- اِفْعَلٌّ
	بِغَيْرِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ-এর ৫ বাব	١ إِفْعَالٌ ٢ تَفْعِيْلٌ ٣ تَفَعُّلٌ ٤ تَفَاعُلٌ ٥ مُفَاعَلَةٌ
رُبَاعِيْ	رُبَاعِيْ مُجَرَّدْ -এর ١ বাব	١- فَعْلَلَةٌ
	بِهَمْزَةِ الْوَصْلِ-এর ٢ বাব	١- اِفْعِنْلَالٌ ٢- اِفْعِلَّالٌ
	بِغَيْرِ هَمْزَةِ الْوَصْلِ-এর ١বাব	١ تَفَعْلُلٌ
	مُلْحَقُ بِرُبَاعِيْ مُجَرَّدْ -এর ٧ বাব	١- فَعْلَلَةٌ ٢- فَعْسَلَةٌ ٣- فَعْوَلَةٌ ٤ فَوْعَلَةٌ ٥ فَيْعَلَةٌ ٦ فَعْيَلَةٌ ٧ فَعْلَاةٌ
ثُلَاثِيْ مَزِيْد فِيْه	مُلْحَقُ بِرُبَاعِيْ بِتَدْحْرُجَ-এর ٨ বাব	١- تَفَعْلُلٌ ٢- تَفَعْلُلٌ ٣- تَمَفْعُلٌ ٤ تَفَعْنُلٌ ٥ تَفَوْعُلٌ ٦ تَفَعْوُلٌ ٧ تَفَيْعُلٌ ٨ تَفَعْيُلٌ
	مُلْحَقُ بِرُبَاعِيْ بِاِحْرَنْجَمَ-এর ٢ বাব	١ اِفْعِنْلَالٌ ٢ اِفْعِلَّاءٌ

চিত্রের সাহায্যে مُنْشَعِبٌ-এর بَابْ সমূহ

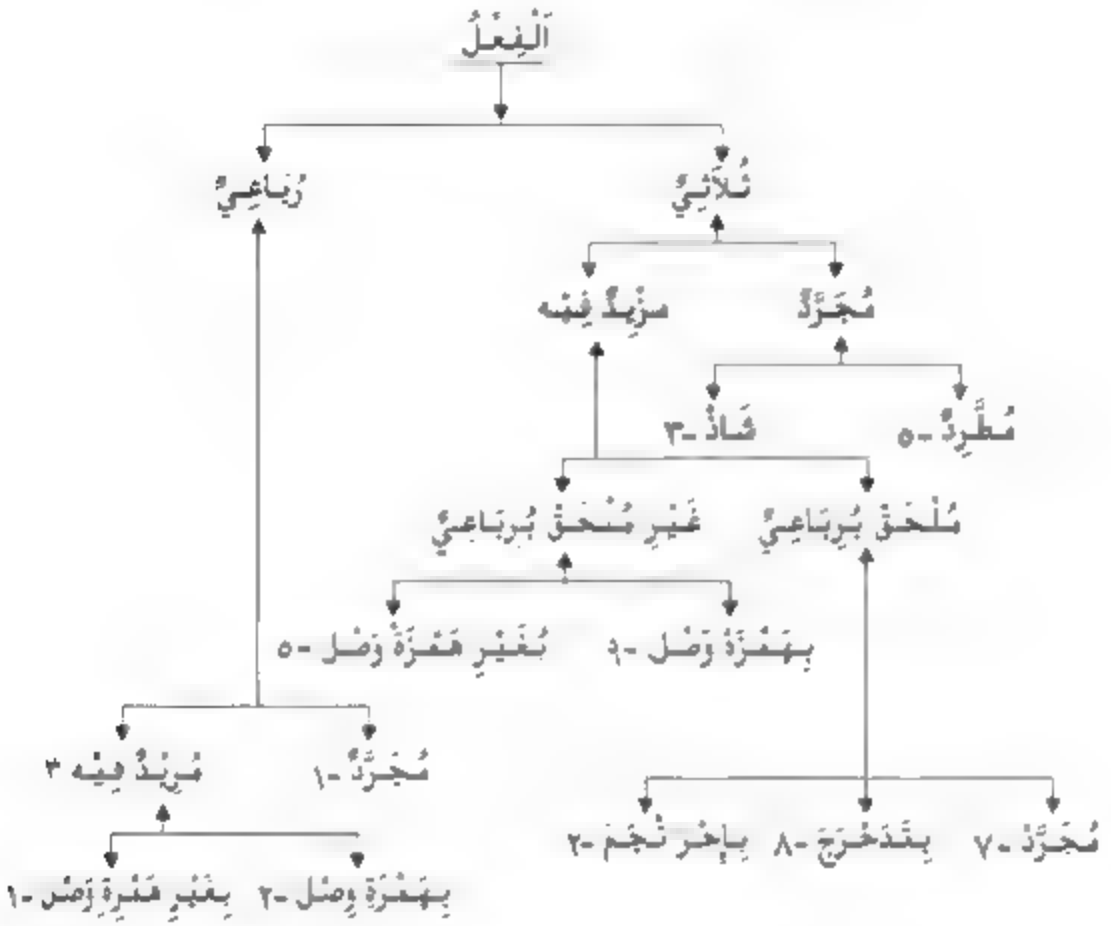

ثُلَاثِيْ مُجَرَّدْ -এর সর্বমোট ৮ বাব	সর্বমোট ৪৩ বাব
ثُلَاثِيْ مَزِيْدْ فِيْهِ مُلْحَقْ بِرُبَاعِي -এর সর্বমোট ১৭ বাব	
ثُلَاثِيْ مَزِيْدْ فِيْهِ غَيْرُ مُلْحَقْ بِرُبَاعِي -এর সর্বমোট ১৪ বাব	
رُبَاعِي مُجَرَّدْ -এর ১ বাব	
رُبَاعِي مَزِيْدْ فِيْهِ -এর সর্বমোট ৩ বাব	

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ ثلاثي مجرد এর বাব মোট কয়টি ও কী কী? আলোচনা কর

২ ثلاثي مزيد فيه এর همزه وصل বিশিষ্ট বাবসমূহ কী কী? আলোচনা কর

৩ همزه وصل মুক্ত এমন ثلاثي مزيد فيه এর বাব কয়টি ও কী কী?

৪ নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ হতে فعل গুলোর বাব নির্ণয় কর

بَدَأَتِ الْحَرْبُ وَاشْتَدَّتْ ، خِلَالَ الْحَرْبِ كَانَ يَبْحَثُ رَجُلٌ اِسْمُهُ حُذَيْفَةُ عَنْ اِبْنِ عَمٍّ لَهُ، فَوَجَدَهُ فِي حَالَةٍ سَيِّئَةٍ وَالدَّمُ يَسِيْلُ مِنْ جِسْمِهِ ، فَقَالَ لَهُ هَلْ تُرِيْدُ أَنْ تَشْرَبَ ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بنعم وَلَمَّا أَخَذَ الْجَرِيْحُ الْمَاءَ لِيَشْرَبَ سَمِعَ جُنْدِياً يَطْلُبُ الْمَاءَ .

اَلدَّرْسُ الْحَادِيْ عَشَرَ : একাদশ পাঠ

اَلْمَعْلُوْمَاتُ الْاِبْتِدَائِيَّةُ لِلْإِعْلَالِ

إِعْلَال সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

কোনো আরবি শব্দে حَرْفُ الْعِلَّةِ অথবা هَمْزَة অথবা এক জাতীয় দুটি হরফ صَحِيْح পাওয়া গেলে উক্ত শব্দটির উচ্চারণে জটিলতা দেখা দেয়। তাই আরবগণ শব্দটিকে সহজ সাবলীল করণার্থে إِعْلَال-এর নিয়মপদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন।

إِعْلَال-এর পদ্ধতি প্রধানত চারটি। তা হলো-

১. إِبْدَالٌ, ২. حَذْفٌ, ৩. إِسْكَانٌ ও ৪. إِدْغَامٌ

১। إِبْدَال এর পরিচয় : এক হরফের স্থলে অন্য হরফ বা এক হরকতের স্থলে অন্য হরকত প্রদানকে إِبْدَالٌ বলে। যথা- قَالَ يَقُوْلُ بَاعَ يَبِيْعُ ইত্যাদি إِبْدَالٌ কে قَلْبٌ নামেও অভিহিত করা হয়।

২। حَذْفٌ-এর পরিচয় : শব্দ হতে কোনো হরফ বিলুপ্ত করাকে حَذْفٌ বলে।

যেমন- قُلْ - بِعْ - يَعِدُ ইত্যাদি।

৩। إِسْكَانٌ এর পরিচয় : শব্দের কোনো হরফ হতে হরকত বিলুপ্ত করাকে إِسْكَانٌ বলে।

যেমন- يَدْعُوْ - يَبِيْعُ - يَرْمِي ইত্যাদি।

৪। إِدْغَامٌ এর পরিচয় : শব্দের কোনো হরফকে অন্য হরফের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়াকে إدغام বলে। যেমন- مَدَّ - قَلَّ - يَفِرُّ ইত্যাদি।

উল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করে উচ্চারণে জটিল ও কষ্টকর আরবি শব্দকে সহজ ও সাবলীল করণ প্রক্রিয়াকে إِعْلَال বা تَعْلِيْل বলে। অতএব, বলা যায় কোনো শব্দকে সহজ ও সাবলীল করণার্থে পদ্ধতি মোতাবেক حَرْفُ عِلَّةٍ বা هَمْزَةٌ-কে বিলোপ করা বা পরিবর্তন করা বা সাকিন করাকে إِعْلَالٌ বা تَعْلِيْلٌ বলে।

مَهْمُوْزٌ-এর নিয়মাবলি

প্রথম নিয়ম : اسم অথবা فعل এর মধ্যে যদি সুকূনবিশিষ্ট هَمْزَةٌ পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত هَمْزَةٌ কে তার ডান পার্শ্বে হরকতের অনুকূল حَرْفُ عِلَّةٍ দ্বারা পরিবর্তন করা হয় যথা-

رَاسٌ (رَأْسٌ) ، دِيْبٌ (دِئْبٌ) ইত্যাদি

১ رَاسٌ মূলে ছিল رَأْسٌ (মাথা) সুকূনবিশিষ্ট هَمْزَةٌ এর পূর্বে فَتْحَةٌ রয়েছে নিয়ম মোতাবেক উক্ত هَمْزَةٌ কে فَتْحَةٌ এর অনুকূলে أَلِفٌ দ্বারা পরিবর্তন করে رَأْسٌ হয়ে গেল

২ دِيْبٌ মূলে ছিল دِئْبٌ (নেকড়ে বাঘ) সুকূনবিশিষ্ট هَمْزَةٌ-এর পূর্বে كَسْرَةٌ রয়েছে নিয়ম মোতাবেক উক্ত هَمْزَةٌ কে كَسْرَةٌ এর অনুকূলে يَاءٌ দ্বারা পরিবর্তন করা হলো دِيْبٌ হয়ে গেল

দ্বিতীয় নিয়ম : কোনো শব্দে যদি হরকতবিশিষ্ট هَمْزَةٌ পাওয়া যায়, আর هَمْزَةٌ এর পূর্বে وَاوٌ বা সাকিন يَاءٌ অতিরিক্ত থাকে, অথবা تَصْغِيْرٌ এর يَاءٌ থাকে তাহলে উক্ত هَمْزَةٌ টিকে তার পূর্ববর্তী হরফের অনুরূপ হরফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয় অতঃপর একটিকে অপরটির মধ্যে إِدْغَامْ করে দেওয়া হয় যথা- مَقْرُوَّةٌ - حَطِيَّةٌ - أُفَيِّسٌ মূলে ছিল مَقْرُوْءَةٌ - حَطِيْئَةٌ - أُفَيْئِسٌ

مَقْرُوَةٌ মূলে مَقْرُوْؤَةٌ ছিল, হরকত বিশিষ্ট্য هَمْزَةٌ এর পূর্বে মদ এর হরফ وَاوٌ অতিরিক্ত হওয়ায় কানুন মোতাবেক هَمْزَةٌ কে وَاوٌ দ্বারা পরিবর্তন করা হলো। অতঃপর প্রথম وَاوٌ কে দ্বিতীয় وَاوٌ এর মধ্যে إِدْغَام করে দেওয়া হলো مَقْرُوَّةٌ হয়ে গেল অর্থ পঠিত।

তৃতীয় নিয়ম : কোনো শব্দে যদি দুটি هَمْزَةٌ পাশাপাশি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রথমটি হরকতবিশিষ্ট আর দ্বিতীয়টি সাকিন হয়, তাহলে দ্বিতীয় هَمْزَةٌ-কে প্রথম هَمْزَةٌ এর হরকতের অনুকূলে হরফ দ্বারা পরিবর্তন করা ওয়াজিব হয়ে যায় যথা-

اٰمَنَ أُوْمِنَ اِيْمَانٌ মূলে ছিল أَأْمَنَ أُؤْمِنَ إِئْمَانٌ

اٰمَنَ মূলে أَأْمَنَ ছিল শব্দের শুরুতে هَمْزَةٌ পাশাপাশি এসেছে প্রথমটি হরকত বিশিষ্ট আর দ্বিতীয়টি সাকিন কানুন মোতাবেক দ্বিতীয় هَمْزَةٌ টিকে প্রথম هَمْزَةٌ এর হরকতের অনুকূলে أَلِفٌ দ্বারা وُجُوْبًا পরিবর্তন করা হলো اٰمَنَ হয়ে গেল।

চতুর্থ নিয়ম : কোনো শব্দে যদি দুটি هَمْزَةٌ পাশাপাশি পাওয়া যায় এবং উভয়টি হরকতবিশিষ্ট হয়, তাহলে দ্বিতীয় هَمْزَةٌ টিকে يَاءٌ দ্বারা পরিবর্তন করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদি هَمْزَةٌ দুটির কোনো একটি كَسْرَةٌ বিশিষ্ট হয়। যথা جَاءِ- أَيِمَّةٌ মূলে ছিল جَايِئٌ -أَئِمَّةٌ

কিন্তু هَمْزَةٌ দুটির কোনো একটি যদি كَسْرَةٌ বিশিষ্ট না হয়, তা হলে দ্বিতীয় هَمْزَةٌ টিকে وَاوٌ দ্বারা পরিবর্তন করা ওয়াজিব হয়ে যাবে যথা أُوَادِمُ মূলে ছিল أُؤَادِمُ

কিছু ক্ষেত্রে هَمْزَةٌ কে বিলোপ করার জন্যে কোন প্রকার কানূনের অনুসরণ করা হয়নি। কানূনের পরিপন্থি প্রক্রিয়াকে عِلْمُ صَرْفٍ-এর পরিভাষায় خِلَافِ قِيَاسٍ বলা হয়

যেমন- خُذْ - كُلْ যা মূলত ছিল أُأْخُذْ - أُأْكُلْ

مُعْتَلِ فَاء-এর নিয়মাবলি

প্রথম নিয়ম : সুকূনবিশিষ্ট وَاوٌ যদি مضارع এর আলামত এবং كَسْرَةٌ অথবা فَتْحَةٌ এর মাঝে পাওয়া যায়, আর وَاوٌ-এর ডান পার্শ্বের হরকত وَاوٌ-এর অনুকূলে না হয়, তাহলে উক্ত وَاوٌ কে বিলোপ করা হয় যথা- يَعِدُ - يَهِبُ - يَضَعُ - يَصِلُ ইত্যাদি

দ্বিতীয় নিয়ম : فِعْلٌ ওযনের مَصْدَرٌ-এর শুরুতে যদি وَاوٌ পাওয়া যায় তাহলে উক্ত وَاوٌ কে বিলোপ করে তার পরিবর্তে مَصْدَرٌ-এর শেষে একটি تَاءٌ যুক্ত করা হয় যথা-

وَصْلٌ وَهْبٌ وَثْقٌ وَزْنٌ وَعْدٌ صِلَةٌ هِبَةٌ ثِقَةٌ زِنَةٌ عِدَةٌ

তৃতীয় নিয়ম : وَاوٌ সাকিন যদি كَسْرَةٌ এর পর পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত وَاوٌ কে يَاءٌ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। যথা- مِيزَانٌ مِيعَادٌ مِيقَاتٌ মূলে ছিল مِوْزَانٌ مِوْعَادٌ مِوْقَاتٌ

আর يَاءٌ সাকিন যদি ضَمَّةٌ এর পর পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত يَاءٌ কে وَاوٌ দ্বারা পরিবর্তন করা হয় যথা- مُوْقِنٌ مُوْسِرٌ মূলে ছিল مُيْقِنٌ مُيْسِرٌ

عِدَةٌ মূলে وَعْدٌ ছিল مَصْدَرٌ এর শুরুতে وَاوٌ এসেছে, নিয়ম মোতাবেক উক্ত وَاوٌ কে বিলোপ করে مَصْدَرٌ-এর শেষে একটি تَاءٌ যুক্ত করে عِدَةٌ হয়ে গেল। অর্থ- অঙ্গীকার করা

চতুর্থ নিয়ম : وَاوٌ অথবা يَاءٌ সাকিন যদি اِفْتِعَالٌ-এর تَاءٌ-এর পূর্বে পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত وَاوٌ অথবা يَاءٌ কে تَاءٌ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। অতঃপর প্রথম تَاءٌ কে দ্বিতীয় تَاءٌ এর মধ্যে اِدْغَامٌ করে দেওয়া হয়, যথা-

اِتَّحَدَ اِتَّقَى اِتَّقَدَ اِتَّسَرَ اِتَّقَدَ اِتَّقَى اِتَّحَدَ মূলে ছিল

اِتَّقَدَ মূলে ছিল اِوْتَقَدَ (সে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল) اِفْتِعَالٌ-এর تَاءٌ-এর পূর্বে সুকুনবিশিষ্ট وَاوٌ এসেছে, নিয়ম মোতাবেক উক্ত وَاوٌ-কে দ্বারা تَاءٌ পরিবর্তন করা হলো অতঃপর প্রথম تَاءٌ কে দ্বিতীয় تَاءٌ এ মধ্যে اِدْغَامٌ করে দেওয়া হলো এবং اتقد হয়ে গেল

পঞ্চম নিয়ম: হরকতবিশিষ্ট দুটি وَاوٌ যদি শব্দের শুরুতে পাশাপাশি পাওয়া যায়, তাহলে প্রথম وَاوٌ কে هَمْزَةٌ দ্বারা পরিবর্তন করা হয় যথা- أَوَاصِلُ মূলে ছিল- وَوَاصِلُ

ষষ্ঠ নিয়ম: শব্দের শুরুতে যদি ضَمَّةٌ অথবা كَسْرَةٌ বিশিষ্ট وَاوٌ পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত وَاوٌ কে هَمْزَةٌ দ্বারা পরিবর্তন করা হয় যথা -أُقِّتَتْ- وِشَاحٌ মূলে ছিল- وُقِّتَتْ

أَوَاصِلُ মূলে ছিল وَوَاصِلُ অঙ্গসমূহ, দুটি হরকতবিশিষ্ট وَاوٌ শব্দের শুরুতে পাশাপাশি এসেছে নিয়ম মোতাবেক প্রথম وَاوٌ কে هَمْزَةٌ দ্বারা وُجُوْنَا পরিবর্তন করা হলো أَوَاصِلُ হয়ে গেল

أَجْوَفٌ-এর নিয়মাবলি

প্রথম নিয়ম : হরকতবিশিষ্ট وَاوٌ অথবা يَاءٌ যদি শব্দের মাঝে বা শেষে পাওয়া যায় আর ঐ وَاوٌ অথবা يَاءٌ-এর পূর্বে আবশ্যকীয় فَتْحَةٌ থাকে, তাহলে উক্ত وَاوٌ অথবা يَاءٌ -কে أَلِفٌ দ্বারা وُجُوْنَ পরিবর্তন করা হয়। যথা -

بَيَّنَ طَوَلَ قَوَمَ بَيَعَ قَوَلَ رَمَى دَعَوَ نَالَ طَالَ قَامَ بَاعَ قَالَ رَمَى دَعَا মূলে ছিল

قَالَ : মূলে ছিল قَوَلَ (সে বলল) হরকতবিশিষ্ট وَاوٌ-এর পূর্বে فَتْحَةٌ রয়েছে নিয়ম মোতাবেক وَاوٌ-কে فَتْحَةٌ এর অনুকূল দ্বারা أَلِفٌ পরিবর্তন করা হলো এবং قَالَ হয়ে গেল

بَاعَ মূলে ছিল بَيَعَ (সে বিক্রয় করল) হরকতবিশিষ্ট يَاءٌ এর পূর্বে فَتْحَةٌ রয়েছে নিয়ম মোতাবেক উক্ত يَاءٌ কে فَتْحَةٌ এর অনুকূলে أَلِفٌ দ্বারা পরিবর্তন করা হলো এবং بَاعَ হয়ে গেল।

دَعَا : মূলে ছিল دَعَوَ (সে আহবান করল) হরকতবিশিষ্ট وَاوٌ-এর পূর্বে فَتْحَةٌ রয়েছে নিয়ম মোতাবেক উক্ত وَاوٌ কে فَتْحَةٌ এর অনুকূলে أَلِفٌ দ্বারা পরিবর্তন করা হলো এবং دَعَا হয়ে গেল বাকী গুলোও অনুরূপ পদ্ধতিতে তালীল হবে

দ্বিতীয় নিয়ম : وَاوٌ অথবা يَاءٌ যদি مَاضِي مَجْهُوْلٌ-এর عَيْنٌ-এর স্থলে পাওয়া যায়, আর এর مَاضِيْ مَعْرُوْفٌএর মধ্যেও تَعْلِيْلٌ সম্পাদিত হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত وَاوٌ অথবা, يَاءٌ-এর হরকতে ডান পার্শ্বে স্থানান্তর করা হয় এবং وَاوٌ-কে يَاءٌ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়।

যথা- صِيغَ -بِيْعَ -قِيْلَ صُوِغَ-بُيِعَ-قُوِلَ যা মূলে ছিল

نَاقِصٌ-এর নিয়মাবলি

প্রথম নিয়ম : وَاوٌ যদি حَقِيْقَةً অথবা حُكْمًا (প্রকৃত বা অপ্রকৃত) শব্দের শেষে পাওয়া যায়, وَاوٌ আর এর ডান পার্শ্বে كسرة থাকে, তাহলে উক্ত وَاوٌ-কে يَاءٌ দ্বারা পরিবর্তন করা হয় যথা-

دَاعِيَةٌ- دَعِيَ- رَضِيَ মূলে ছিল دَاعِوَةٌ- دَعَوَ- رَضِوَ

দ্বিতীয় নিয়ম : শব্দের শেষে যদি অতিরিক্ত أَلِفٌ-এর পর وَاوٌ অথবা يَاءٌ পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত وَاوٌ অথবা يَاءٌ কে هَمْزَةٌ দ্বারা পরিবর্তন করা হয় যেমন-

أَسْمَاءٌ- رِدَاءٌ- كِسَاءٌ- رَوَاءٌ যা মূলে ছিল- أَسْمَاوٌ- رِدَايٌ- كِسَاوٌ- رَوَايٌ

مُضَاعَفٌ-এর নিয়মাবলি

প্রথম নিয়ম এক জাতীয় দুটি হরফ যদি এক শব্দে পাশাপাশি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রথমটি সাকিন হয় তাহলে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টি মধ্যে إِدْغَامٌ করে দেওয়া হয় যথা

مَدَّ – شَدَّ – فَرَّ- سَرَّ যা মূলে ছিল- مَدَدَ- شَدَدَ- فَرَرَ- سَرَرَ

দ্বিতীয় নিয়ম : হরকতবিশিষ্ট এক জাতীয় দুটি হরফ যদি কোন শব্দে পাওয়া যায়, আর এ দুটির পূর্বে সাকিনবিশিষ্ট صَحِيْح হরফ থাকে, তাহলে প্রথমটির হরকতকে ডান পার্শ্বে স্থানান্তর করে একটিকে অপরটির মধ্যে إِدْغَامٌ করে দেওয়া হয় যথা يَمُدُّ يَعُمُّ মূলে ছিল يَمْدُدُ يَعْمُمُ

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ تحميف এর নিয়ম প্রধানত কয়টি ও কী কী? إسكان حذف ও إبدال এর সংজ্ঞা লিখে উদাহরণ দাও

২ إعْلَال বা تعليل বলতে কী বুঝ? إدْغَامٌ এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ লেখ

৩ رأس -رءس-رءيس মূলে কী ছিল? শব্দগুলির تعليل সহ নিয়ম বর্ণনা কর।

৪ امن এবং اومن এর নিয়মসহ تعليل লেখ।

৫ جاء এবং أيِمَّة-এর নিয়মসহ تعليل লেখ

৬। يعد -يهب ও يصع-এর تعليل লেখ।

৭ নিচের ইবারত থেকে তালীলকৃত শব্দ বের করে উহার তালীল কর :

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ . لَا تَخَفْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا. قُمْ بِإِذْنِ اللهِ . اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. قُلْتُ هٰذَا . دَعَ الرَّجُلُ فَرَسَهُ . يَقُوْمُ الطَّالِبُ أَمَامَ الْأُسْتَاذِ.

اَلدَّرْسُ الثَّانِي عَشَرَ : দ্বাদশ পাঠ

خَاصَّيَّاتُ الْأَبْوَابِ

বাবসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলি

প্রত্যেকটি بَابٌ এর বিশেষ অর্থ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সকল শিক্ষার্থীরই তা জেনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। এখানে বিশেষ কয়েকটি بَابٌ এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করা হলো।

বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ-এর বৈশিষ্ট্য :

এ بَابٌ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- مُغَالَبَة বা প্রাধান্য লাভ করা। যথা-

يُخَاصِمُنِيْ زَيْدٌ فَأَخْصِمُهُ (যায়েদ আমার সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হলে আমি তাকে কুপোকাত করি)

يُصَارِعُنِيْ بَكْرٌ فَأَصْرَعُهُ (বকর আমার সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হলে আমি তাকে কাবু করি)।

বাবে ضَرَبَ يَضْرِبُ-এর বৈশিষ্ট্য :

এ بَابٌ এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো مُغَالَبَة (প্রাধান্য লাভ করা) এ বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ أَجْوَف يَائِيْ এবং نَاقِص يَائِيْ এর মধ্যে পাওয়া যায়। যথা-

يُوَاعِدُنِيْ زَيْدٌ فَأَعِدُهُ (যায়েদ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলে আমিই অগ্রে প্রতিশ্রুতি পালন করি)

يُرَامِيْنِيْ نَاصِرٌ فَأَرْمِيْهِ (নাসির আমার প্রতি তীর নিক্ষেপ করলে আমি উচিত জবাব দেই।)

বাবে سَمِعَ يَسْمَعُ- এর বৈশিষ্ট্য :

১। রোগ-ব্যাধি, চিন্তা-ভাবনা এবং সুখ-দুঃখ বোঝালে অধিকাংশ ক্ষেত্রে سَمِعَ থেকে বাবহৃত হয়। যথা سَقِمَ (রুগ্ন হলো), حَزِنَ (চিন্তিত হলো) ও فَرِحَ (খুশি হলো)

২। দোষ-ত্রুটি, রুগ্ন ও দৈহিক গঠন প্রকাশ করা سَمِعَ এর বৈশিষ্ট্য। যথা- كَدِرَ (ময়লাযুক্ত হলো), عَوِرَ (এক চক্ষুবিশিষ্ট হলো), بَلِجَ (প্রশস্ত আকৃতি হলো)।

বাবে فَتَحَ يَفْتَحُ-এর বৈশিষ্ট্য :

فِعْل এর عَيْن অথবা لام এর স্থলে حَرْف حَلْقِيْ হওয়া بَاب فَتَحَ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যথা صَنَعَ نَجَحَ ذَهَبَ مَنَعَ ইত্যাদি।

حَرْف حَلْقِيْ ছয়টি أ-ه-ح-خ-ع-غ

কিন্তু رَكَنَ يَرْكُنُ أَبَى يَأْبَى নিয়ম বহির্ভূত بَاب فَتَحَ থেকে ব্যবহৃত হয়

كَرُمَ - يَكْرُمُ-এর বৈশিষ্ট্য :

১। সৃষ্টিগত দোষ-গুণ অথবা চরিত্রগত দোষ-গুণ প্রকাশ করা যথা- حَسُنَ (সুন্দর হলো), قَبُحَ (কুৎসিত হলো), فَقُهَ (বিজ্ঞ হলো)

২ দোষ-ত্রুটি, রং ও শারীরিক গঠন প্রকাশ করা। যথা- نَحُفَ (ক্ষীণ হলো), نَقُبَ (ধূসর রং হলো), رَعُنَ (কোমল হলো), قَصُرَ (খাট হলো।)।

৩ অস্থায়ী দোষ-গুণ প্রকাশ করা যথা- طَهُرَ (পবিত্র হলো), ثَقُلَ (ভারী হলো)

বাবে حَسِبَ يَحْسِبُ এর বৈশিষ্ট্য:

সীমিত সংখ্যক فِعْلٌ বাবে حَسِبَ হতে প্রকাশ পায়। যথা- نَعِمَ (নিয়ামত লাভ করল), وَبِقَ (ধ্বংস হলো), وَمِقَ (মহব্বত করল), وَثِقَ (দৃঢ় হলো), وَفِقَ (একমত হলো), وَرِثَ (ওয়ারিশ হলো), وَرِعَ (পরিহার করল), وَرِمَ (ফুলে গেল), وَلِيَ (নিকটবর্তী হলো), وَلِعَ (প্রিয় হলো), يَئِسَ (নিরাশ হলো) ও يَبِسَ (শুষ্ক হলো) ইত্যাদি

বাবে إِفْعَالٌ-এর বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির আটটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা-

১ فِعْلِ لَازِمْ বা تَعْدِيَةً فِعْلِ مُتَعَدِّيْ কে করা যেমন-

خَرَجَ (সে বের হল), أَخْرَجَ (সে বের করল)

২ سَلْب বা মূলধাতু দূর করে দেয়া। যেমন-

شَكَى (সে অভিযোগ করল), أَشْكَى (সে অভিযোগ দূর করল)

৩ কোনো স্থানে যাওয়া বা কোনো কালে পৌঁছানো।

যেমন- أَعْرَقَ (সে ইরাক পৌঁছল), أَصْبَحَ (সে সকালে পৌঁছল)

৪ কোনো বস্তু বা দ্রব্যে আসা। যেমন- أَلَامَ (সে তিরস্কারযোগ্য হল)

৫ মাসদারের অর্থ প্রদান করা যেমন- أَقْبَرَهُ (সে তাকে কবর দিল)

৬ কাউকে কোনো গুণসম্পন্ন পাওয়া যেমন أَحْمَدْتُهُ (আমি তাকে প্রশংসিত পেয়েছি)

৭ কাউকে কিছুর মালিক পাওয়া। যেমন- أَلْبَنَ (সে দুধের মালিক হল)

৮ ثُلَاثِيْ مُجَرَّدٌ এক অর্থ এবং ثُلَاثِيْ مَزِيْدٌ অন্য অর্থ হওয়া যেমন أَشْفَقَ (সে ভয় পেয়েছে) ثُلَاثِيٌّ مُجَرَّدٌ এ শব্দটির অর্থ- সে দয়া করল।

বাবে تَفْعِيْلٌ-এর বৈশিষ্ট্য

এ বাবটির ছ'টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

১ فَعْلٍ لَازِمٍ-কে فِعْلٍ مُتَعَدِّيْ করা যেমন- خَرَجَ (সে বের হল), خَرَّجْتُهُ (আমি তাকে বের করলাম)।

২। مُبَالَغَةٌ বা কোনো কাজে আধিক্য হওয়া যেমন قَطَعْتُهُ (আমি তাকে টুকরো টুকরো করলাম)

৩। سَلْبٌ বা মূল অর্থ দূর করা। যেমন- قَذَّيْتُ عَيْنَهُ (আমি তার চোখ থেকে ময়লা দূর করলাম)

৪। نِسْبَةٌ বা সম্পর্কিত করা। যেমন- فَسَّقْتُهُ (আমি তাকে ফাসিক বললাম)।

৫। دُعَاءٌ বা প্রার্থনা করা। যেমন- حَيَّيْتُهُ (আমি তাকে حَيَّاكَ اللهُ বলে দোআ করলাম)

৬। اِبْتِدَاءٌ অর্থাৎ, এ বাবে فِعْلٌ এক অর্থে কিন্তু ثُلَاثِيْ مُجَرَّدٌ-এর অন্য অর্থ হওয়া যেমন- كَلَّمْتُهُ (আমি তার সাথে কথা বলেছি) কিন্তু كَلَمَ এর অর্থ- (সে আহত করল)।

বাবে تَفَعُّلٌ-এর বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা-

১। বাবে تَفْعِيْلٌ এর فِعْلٌ টির অনুসারী হওয়া। যথা فَتَقَطَّعَ فَطَّعْتُهُ। আমি তাকে টুকরো টুকরো করলাম, অতএব সে টুকরো টুকরো হয়ে গেল)

২। سَلْبٌ বা মূল অর্থ দূর করা যেমন- حَانَ (সে পাপ করলো), تَحَوَّبَ (সে পাপ থেকে বিরত থাকল)

৩ অনাকাঙ্ক্ষিত বস্তু সম্পর্কে জান করা যেমন- تَجَلَّلْتُ (আমি চাদর পরিধানের জান করলাম)

৪ কোনো বস্তু অল্প অল্প গ্রহণ করা যেমন- تَجَرَّعَ (সে অল্প অল্প পান করল)

৫ ثُلَاثِيْ مُجَرَّدٌ এ এক অর্থ, যেমন- كَلَمَ (সে আহত করল)

আর ثُلَاثِيْ مَزِيْدٌ فِيْهِ এ অন্য অর্থ, যেমন تَكَلَّمَ (সে কথা বলল)

বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা-

১ فَاعِلْ ও مَفْعُوْل একই فِعْلٌ এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া। যেমন خَارَبَهُ (তারা পরস্পর ঝগড়া করেছে) উল্লেখ্য যে, কিছু কিছু স্থানে এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। যেমন عَاقَبْتُ اللِّصَّ (আমি চোরকে শাস্তি দিয়েছি) এবং طَارَقْتُ النَّعْلَ (আমি জুতায় তালি লাগিয়েছি)

২ دَعَا বা প্রার্থনা করা যেমন- عَافَاهُ اللهُ تَعَالَى (আল্লাহ তাআলা তাকে রোগমুক্ত করুন)।

বাবে تَفَاعُلْ-এর বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা-

১ فَاعِلٌ ও مَفْعُوْلٌ একই কাজে অংশ নেয়া যেমন- تَضَارَبْنَا (আমরা উভয়ই মারামারি করেছি)

২ চাহিদাহীন দ্রব্য প্রাপ্তির ভান করা যেমন- تَمَارَضْتُ (আমি নিজেকে নিজে রোগীর ভান করলাম) উল্লেখ্য যে, বাবে تَفَعُّلٌ ও مُفَاعَلَةٌ-এর মধ্যে পার্থক্য হলো, বাবে مُفَاعَلَةٌ শব্দগতভাবে مَفْعُوْلٌ بِهٖ তথা কর্ম চায়। যেমন- ضَارَبْتُهُ (আমি তার সাথে মারামারি করেছি) কিন্তু বাবে تفعل কখনো مَفْعُوْلٌ بِهٖ চায় না ফলে تَضَارَبْتُهُ না বলে تَضَارَبْنَا বলা হবে

বাবে اِفْتِعَال-এর বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা-

১ একই কাজে পরস্পরের অংশগ্রহণ করা যেমন اِقْتَسَمْنَا (আমরা মারামারিতে অংশ নিলাম)।

২ ক্রিয়ামূলের বিষয় গ্রহণ করা যেমন-اِشْتَوَيْتُ (আমি নিজের জন্য ভুনা করলাম)।

৩ ثُلَاثِيْ مُجَرَّدٌ-এ এক অর্থ এবং ثُلَاثِيْ مَزِيْدٌ এ অন্য অর্থ হওয়া যেমন اِفْتَقَرَ সে (একজন পুরুষ) দরবেশ হল আর مَزِيْدٌ فِيْهِ এর অর্থ হবে, সে (একজন পুরুষ) দরিদ্র হল

বাবে اِسْتِفْعَالٌ-এর বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা-

১ কারো কাছ থেকে কোনো কিছু চাওয়া বা অনুসন্ধান করা যেমন اِسْتَطْعَمْتُهُ আমি (একজন পুরুষ বা স্ত্রী) তার নিকট খাদ্য চাইলাম।

২। কোনো কিছু ধারণা করা . যেমন- اِسْتَحْسَنَهُ (সে তাকে ভাল ধারণা করল)

৩ কাউকে কোনো গুণে গুণান্বিত পাওয়া যেমন- اِسْتَكْرَمْتُهُ (আমি তাকে মর্যাদাশীল পেলাম)

৪ মূল ধাতুর অর্থ থেকে অন্য কিছুতে পরিবর্তিত হওয়া . যেমন- اِسْتَنْسَرَ الْبُغَاثُ (বাজপাখি শকুন হয়ে গেল)।

৫ ثُلَاثِيْ مُجَرَّدٌ-এর এক অর্থ এবং ثُلَاثِيْ مَزِيْدٌ فِيْهِ-এর বাবে অন্য অর্থ হওয়া।

যেমন- اِسْتَرْجَعَ (সে إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বলল)। ثُلَاثِيْ مُجَرَّدٌ-এ অর্থ رَجَعَ (সে ফিরল)

বাবে اِنْفِعَالٌ-এর বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা-

১ ثُلَاثِيْ مُجَرَّدٌ-এর অনুগত হওয়া যেমন- قَطَعْتُهُ فَانْقَطَعَ (আমি তাকে টুকরা টুকরা করলাম, ফলে সেটা টুকরা টুকরা হয়ে গেল)।

২। ثُلَاثِيْ مُجَرَّدٌ এ এক অর্থ এবং مَزِيْدٌ فِيْهِ-তে অন্য অর্থ হওয়া . যেমন- اِنْطَلَقَ (সে চলল)

مَزِيْدٌ فِيْهِ-এর نَصَرَ হতে এর অর্থ طَلَقَ বা পুণ্যের জন্যে হাত খোলা এবং كَرُمَ হতে طَلُقَ অর্থ- চেহারা প্রশস্ত হওয়া

বাবে اِفْعِلَالٌ ও اِفْعِيْلَالٌ-এর বৈশিষ্ট্য .

এ বাব দু'টির তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যথা-

১ রং হওয়া . যেমন- اِسْوَادَّ ও اِسْوَدَّ (সে কালো হল)

২। দোষ ত্রুটি হওয়া যেমন اِحْوَالَّ ও اِحْوَلَّ (সে টেরা চোখ হল)

৩ ثُلَاثِيْ مُجَرَّدٌ এ এক অর্থ এবং مَزِيْدٌ فِيْهِ তে অন্য অর্থ হওয়া যেমন اِرْفَضَّ الدَّمْعُ (চোখের পানি পড়ল)

বাবে اِفْعِيْعَالٌ-এর বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটির একটি বৈশিষ্ট্য হলো- مُبَالَغَةٌ (আধিক্যবোধক অর্থ) প্রকাশ করা যেমন- اِخْشَوْشَنَ (সে অধিক ভারী হল)।

বাবে اِفَّعُلٌّ-এর বৈশিষ্ট্য :

এ বাবটি বাবে تَفَعُّلٌ-এর শাখা কেননা, বাবে تَفَعُّلٌ-এর কতগুলো কালিমা আছে, যেগুলোর কালিমা ت অক্ষরের ন্যায় সেগুলোর ت হরফগুলোকে ف হরফ দ্বারা পরিবর্তন করে ف অক্ষরের মধ্যে ইদগাম করা হয় এবং একটি هَمْزَةُ وَصْلٌ নেওয়ার ফলে اِفَّعُلٌّ নামে একটি নতুন বাব গঠিত হয় যেমন- اِدَّثَرَ শব্দটি মূলত : تَدَثَّرَ ছিলো ت হরফকে د হরফ দ্বারা পরিবর্তন করে د-এর মধ্যে ইদগাম করা হলো শব্দের প্রথম হরফ তাশদীদ হলে পড়তে কঠিন হয় তাই هَمْزَةُ وَصْلٌ নেওয়ার ফলে اِدَّثَّرَ হল।

উল্লেখ্য যে, বাবে اِفَّعُلٌّ যেমন বাবে تَفَعُّلٌ-এর শাখা, তেমনি اِقَّعُلٌّ ও বাবে تَفَعُّلٌ এর শাখা যেমন- اِدَّارَكَ ও تَدَارَكَ সে (একজন পুরুষ) পৌঁছাল।

أَلْوَانِ رُبَاعِيَّةٌ : এর বৈশিষ্ট্য হলো, এটা সর্বদা مُضَاعَفٌ অথবা صَحِيْحٌ হয় এবং مهموز কম হয় যেমন- دَحْرَجَ ، بَعْثَرَ ইত্যাদি

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ حصية বা বৈশিষ্ট্য কাকে বলে? বাবে تفعل এর حصية গুলো কী কী? লেখ

২। বাবে مفاعلة এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

৩ বাবে افعال ও افعيعال এর حصية উদাহরণসহ আলোচনা কর

৪ নিচের বাক্যগুলোর حصية বর্ণনা কর باب إفعال ، باب استفعال

৫ নিচের বাক্যগুলো পড়ো এবং باب إفعال ، باب استفعال ও باب تفعل-এর শব্দগুলো বের কর অতঃপর প্রত্যেকটি باب এর একটি বৈশিষ্ট্য লেখো :

أَكْرَمَ خَالِدٌ بَكْرًا، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ، تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ.

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ عَشَرَ : ত্রয়োদশ পাঠ

اَلْجِنْسُ وَأَقْسَامُهُ

জিন্‌স ও তার প্রকারসমূহ

নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর-

(ক)

نَصَرَ خَالِدٌ بَكْرًا (খালিদ বকরকে সাহায্য করল)।

رَجَعَ سُلَيْمَانُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ (সালমান মাদ্রাসা থেকে ফিরল)

كَتَبَ اَحْمَدُ رِسَالَةً إِلَى أَخِيْهِ (আহমদ তার ভাইয়ের নিকট চিঠি লিখল)

(খ)

أَمَرَ الْأَبُ ابْنَهُ بِالصَّلَاةِ (পিতা পুত্রকে নামাযের নির্দেশ দিলেন)।

سَأَلَ الْمُدِيْرُ عَامِلَهُ (পরিচালক তার কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলেন)

قَرَأَ الطَّالِبُ الْكِتَابَ (ছাত্রটি বই পড়ল)।

(গ)

وَجَدَ التِّلْمِيْذُ الْجَائِزَةَ الْأُوْلٰى (ছাত্রটি প্রথম পুরস্কার পেল)।

رَضِيَ اللهُ عَنِ الصَّحَابَةِ (আল্লাহ সাহাবীদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন)

وُلِّيَ أَبُوْ بَكْرٍ ( ) خَلِيْفَةً (আবু বকর খলিফা নির্বাচিত হলেন)।

(ঘ)

مَرَّ الرَّجُلُ بِزَيْدٍ (লোকটি যায়েদের সাথে চলে গেল)

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (যখন পৃথিবীকে কাঁপানো হবে)।

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (যখন পৃথিবীকে ভীষণভাবে কাঁপিয়ে তোলা হবে)

উপরের উদাহরণের দিকে লক্ষ্য করলে তুমি বুঝতে পারবে যে, (ক) অংশের নিম্ন রেখাবিশিষ্ট نَصَرَ ও رَجَعَ ও كَتَبَ শব্দগুলোতে কোনো حَرْفُ الْعِلَّةِ , হামযা ও একজাতীয় একাধিক অক্ষর নেই আবার (খ) অংশের নিচে রেখাবিশিষ্ট سَأَلَ ও أَمَرَ ও قَرَأَ শব্দগুলোতে هَمْزَةٌ আছে কিন্তু حَرْفُ الْعِلَّةِ এবং একজাতীয় একাধিক অক্ষর নেই আর (গ) অংশের নিচে রেখাবিশিষ্ট وُلِّيَ ও وَجَدَ - رَضِيَ শব্দগুলো হামযা ও একজাতীয় একাধিক অক্ষর নেই, তবে وَاوٌ ও يَاءٌ রয়েছে

আর (ঘ) অংশের নিচে রেখাবিশিষ্ট جَرَّ رُجَّتْ ও زُلْزِلَتْ শব্দগুলোতে হামযা বা কোনো হরফে ইল্লত নেই, তবে একজাতীয় একাধিক অক্ষর রয়েছে

সুতরাং হামযা, حَرْفُ الْعِلَّةِ ও একজাতীয় একাধিক অক্ষর না থাকায় (ক) অংশের শব্দগুলোকে صَحِيْح বলে

هَمْزَةٌ থাকায় (খ) অংশের শব্দগুলোকে اَلْمَهْمُوْزُ বলে

حَرْفُ الْعِلَّةِ তথা وَاوٌ ও يَاءٌ বর্ণ থাকায় (গ) অংশের শব্দগুলোকে اَلْمُعْتَلُّ বলে

আর একজাতীয় একাধিক বর্ণ থাকায় (ঘ) অংশের শব্দগুলোকে اَلْمُضَاعَفُ বলে

اَلْقَوَاعِدُ

جِنْسٌ অনুসারে اِسْمٌ ও فِعْلٌ-এর শব্দসমূহকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায় যথা-

১. صَحِيْحٌ (সহীহ),

২. مَهْمُوْزٌ (মাহমুয),

৪. مُعْتَلٌّ (মু'তাল) ও

৪. مُضَاعَفٌ (মুদাআফ)

নিম্নে প্রত্যেকটির আলোচনা করা হলো

১ صَحِيْح-এর সংজ্ঞা যে আরবি শব্দের মূল হরফে هَمْزَةٌ অথবা حَرْفُ الْعِلَّةِ অথবা একজাতীয় দুটি صَحِيْح হরফ নেই, তাকে صَحِيْح বলে। যথা- جَعْفَرَ - حَجَرَ - بَعْثَرَ - نَصَرَ ইত্যাদি

জেনে রাখা দরকার যে, حَرْفُ الْعِلَّةِ তিনটি (و ا ى) এগুলোকে حَرْفُ الْمَدِّ নামেও অভিহিত করা হয় هَمْزَةٌ এবং حَرْفُ الْعِلَّةِ ব্যতিত বাকী সকল হরফকে حَرْفٌ صَحِيْحٌ বলে

২ مَهْمُوْزٌ-এর সংজ্ঞা مَهْمُوْزٌ ঐ শব্দকে বলে যার মূল হরফে هَمْزَةٌ রয়েছে

এটি তিন প্রকার যথা

১ مَهْمُوْزِ فَاء যার فَاءٌ এর স্থলে هَمْزَةٌ রয়েছে যেমন- أَخَذَ - أَمَرَ ইত্যাদি।

২ مَهْمُوْزٌ عَيْنٌ যার عَيْنٌ এর স্থলে هَمْزَةٌ রয়েছে যেমন- دَأْبٌ سَأَلَ ইত্যাদি

৩ مَهْمُوْزٌ لَامٌ যার لَامٌ এর স্থলে هَمْزَةٌ রয়েছে। যেমন بَدَأَ - قَرَأَ ইত্যাদি

৩ مُعْتَلّ-এর সংজ্ঞা: مُعْتَلّ ঐ শব্দকে বলে যার মূলে حَرْفُ الْعِلَّةِ রয়েছে
এটি তিন প্রকার। যথা-

১। مُعْتَلِ فَاء যার فَاءٌ এর স্থলে حَرْفُ الْعِلَّةِ রয়েছে। যেমন- وَعَدَ - يَسَرَ ইত্যাদি। এর অপর নাম হলো مِثَالٌ ।

২ مُعْتَلِ عَيْن যার عَيْن এর স্থলে حَرْفُ الْعِلَّةِ রয়েছে যেমন- قَالَ - بَاعَ ইত্যাদি এর অপর নাম হলো اَجْوَفُ।

৩ مُعْتَلِ لَامْ যার لَامْ এর স্থলে حَرْفُ الْعِلَّةِ রয়েছে। যেমন- رَمٰى - دَلْوٌ ইত্যাদি এর অপর নাম হলো نَاقِصٌ ।

কোনো শব্দে দুটি حَرْفُ الْعِلَّةِ পাওয়া গেলে তাকে لَفِيْفٌ বলা হয় حَرْفُ الْعِلَّةِ দুটি একত্রে পাওয়া গেলে তাকে لَفِيْفِ مَقْرُوْنٌ বলে। যেমন- طَوٰى - قَوٰى ইত্যাদি কিন্তু حَرْفُ الْعِلَّةِ দুটি পৃথক পাওয়া গেলে তাকে لَفِيْفِ مَفْرُوْق বলে যেমন- وَشٰى - وَقٰى ইত্যাদি

৪ مُضَاعَفٌ-এর সংজ্ঞা: مُضَاعَفٌ ঐ শব্দকে বলে যার মূল হরফে দুটি এক জাতীয় صَحِيْح হরফ রয়েছে। এটি দু প্রকার হতে পারে। যথা-

১ مُضَاعَفٌ ثُلَاثِيٌّ যার عَيْنٌ ও لَامٌ এর স্থলে একজাতীয় দুটি صَحِيْح হরফ রয়েছে যেমন- عَدَّ - مَدَّ ইত্যাদি।

২ مُضَاعَفٌ رُبَاعِيٌّ যার فَاءٌ ও প্রথম لَامٌ এর স্থলে একজাতীয় দুটি صَحِيْح হরফ রয়েছে। যেমন- زَلْزَلَ قَلْقَلَ ইত্যাদি।

আরবি ভাষায় এমন কিছু শব্দ পাওয়া যায়, যার মধ্যে দু'রকম جِنْسٌ এর হরফ রয়েছে, তাকে جِنْسٌ مُرَكَّبٌ বলে। যেমন- رَأْىٌ وَأْىٌ ইত্যাদি

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ فعل ও اسم কে جنس অনুসারে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে? উদাহরণসহ প্রত্যেক প্রকারের বিবরণ দাও।

২। اَلصَّحِيْح কাকে বলে? উহা কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা কর

৩ اَلْمَهْمُوْز কাকে বলে? উহা কয় প্রকার ও কী কী?

৪ اَلْمُعْتَل কাকে বলে? উহা কয় প্রকার ও কী কী?

৫ اَلْمُضَاعَفُ কাকে বলে? তা কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ

৬ নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ হতে فِعْلٌ বের করে তার জিনস নির্ণয় কর

إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ وَجَعَلَ لَهُمْ نِعَمًا كَثِيْرَةً لِيَبْقَى فِي الدُّنْيَا بِالْيُسْرِ وَالسُّهُوْلَةِ فَمِنَ النِّعَمِ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُمُ الْأَرْضَ لِاسْتِقْرَارِ الْعِبَادِ عَلَيْهَا، وَجَعَلَ فِي جِلَالِ الْأَرْضِ أَنْهَارًا لِيَنْتَفِعَ بِهَا النَّاسُ فِيْ زُرُوْعِهِمْ وَأَشْجَارِهِمْ وَشُرْبِهِمْ وَشُرْبِ مَوَاشِيْهِمْ، وَجَعَلَ فِي الْأَرْضِ جِبَالًا تَرْسِيْهَا وَتُثَبِّتُهَا لِئَلَّا تَمِيْدَ وَتَكُوْنَ أَوْتَادًا لَهَا بِئَلَّا تَضْطَرِبَ

اَلْوَحْدَةُ الثَّانِيَةُ : দ্বিতীয় ইউনিট

قِسْمُ عِلْمِ النَّحْوِ
ইলমে নাহু অংশ

اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ : প্রথম পাঠ

تَعْرِيْفُ عِلْمِ النَّحْوِ
ইলমে নাহুর পরিচয়

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এ ভাষায় আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি, কথা বলি, বিভিন্ন ধরনের লিখন লিখি। তেমনিভাবে আরবি ভাষায় মনের ভাব প্রকাশের জন্য আমরা আরবিতে কথা বলি কিংবা বিভিন্ন ধরনের লেখা লিখি। যেমন আমরা বলি

'যায়েদ খালিদকে সাহায্য করেছে।'

এ কথাটি আরবি ভাষায় বললে বলতে হবে- نَصَرَ زَيْدٌ خَالِدًا

বাক্যটির দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাবে যে- শুরুতে زَيْدٌ শব্দটি না বলে نَصَرَ শব্দটি বলা হয়েছে। আবার زَيْدٌ শব্দটির دَالْ এর ওপরে পেশ দেয়া হয়েছে। কেন হলো? এর কারণ কী?

উত্তর হলো, আরবি ভাষায় جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ এর শুরুতে فِعْل হয়, আর উক্ত فِعْل এর فَاعِلْ টি رَفْعٌ বা পেশবিশিষ্ট হয়।

এভাবে সকল ভাষায় বাক্য বলা কিংবা লেখার ক্ষেত্রে কোন শব্দের পর কোন শব্দ হবে তার একটি নিয়ম-পদ্ধতি আছে। আরবি ভাষায়ও এর যথাযথ নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে। আরবি ভাষায় বাক্যে ব্যবহৃত কোন শব্দটির শেষাক্ষর যবর হবে, আর কোন শব্দের শেষাক্ষর যের হবে কিংবা পেশ হবে এর জন্য কিছু বিশেষ নিয়ম-কানুন রয়েছে। এ সব নিয়ম-কানুনের জ্ঞানকে عِلْمُ النَّحْوِ বা নাহু শাস্ত্র বলে।

عِلْمُ النَّحْوِ-এর সংজ্ঞা :

اَلنَّحْوُ عِلْمٌ بِأُصُوْلٍ يُعْرَفُ بِهَا أَحْوَالُ أَوَاخِرِ الْكَلِمِ الثَّلَاثِ مِنْ حَيْثُ الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ وَكَيْفِيَّةُ تَرْكِيْبِ بَعْضِهَا مَعَ بَعْضٍ.

অর্থাৎ যে সব নিয়ম-কানুন দ্বারা مُعْرَبٌ ও مَبْنِيٌّ হওয়ার দৃষ্টিতে তিন কালেমা তথা اِسْمٌ ، فعل ও حَرْفٌ-এর শেষ অক্ষরের অবস্থাসমূহ অবগত হওয়া যায় এবং বাক্যের অন্তর্গত শব্দাবলির পারস্পরিক সংযোজন বিন্যাস পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়, সে সব নিয়ম কানুন সম্বলিত শাস্ত্রকে عِلْمُ النَّحْوِ বলে।

عِلْمُ النَّحْوِ-এর উদ্দেশ্য :

صِيَانَةُ الذِّهْنِ عَنِ الْخَطَإِ النَّطْقِيِّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ.

অর্থাৎ আরবি ভাষায় শাব্দিক ভুল ভ্রান্তি থেকে চিন্তাশক্তিকে রক্ষা করাই عِلْمُ النَّحْوِ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

عِلْمُ النَّحْوِ শেখার ফলে আরবি ভাষা বিশুদ্ধভাবে পড়া, লেখা ও বলার যোগ্যতা অর্জন করা যায় এবং তার প্রয়োগকালে ব্যাকরণগত ভুল-ত্রুটি থেকে মস্তিষ্ককে মুক্ত রাখা যায়।

عِلْمُ النَّحْوِ-এর আলোচ্য বিষয় :

اَلْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ.

অর্থাৎ, বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ ও গঠিত বাক্য।

বস্তুত عِلْمُ النَّحْوِ বা নাহু শাস্ত্রে كَلِمَةٌ ও كَلَامٌ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সুতরাং عِلْمُ النَّحْوِ এর مَوْضُوْعٌ বা আলোচ্য বিষয় হলো اَلْكَلِمَةُ বা পদ ও اَلْكَلَامُ বা বাক্য তথা বাক্য গঠন।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ عِلْمُ النَّحْوِ এর সংজ্ঞা বর্ণনা কর

২ عِلْمُ النَّحْوِ এর غَرَضٌ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩ عِلْمُ النَّحْوِ-এর আলোচ্য বিষয় উল্লেখ কর

৪ قَرَأَ الطَّالِبُ الْقُرْآنَ এর মধ্যে কিভাবে عِلْمُ النَّحْوِ প্রয়োগ করা হয়েছে

اَلدَّرْسُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় পাঠ

اَلْاِسْمُ وَأَقْسَامُهُ

ইসম ও তার প্রকারসমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

دَخَلَ رَجُلٌ إِلَى الْمَسْجِدِ	একজন লোক মসজিদে প্রবেশ করেছে
مُحَمَّدٌ (ﷺ) رَسُوْلُ اللهِ	মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল।
فَاطِمَةُ بِنْتُ الرَّسُوْلِ (ﷺ)	হযরত ফাতিমা (رضي الله عنها) রাসূল (ﷺ)-এর কন্যা।
لِخَالِدٍ قَلَمَانِ	খালিদের দুটি কলম আছে।
رَأَيْتُ الطُّلَّابَ فِي الصَّفِّ	আমি ছাত্রদেরকে শ্রেণিকক্ষে দেখেছি

উপরের উদাহরণগুলোতে লক্ষ্য করলে তুমি দেখতে পাবে যে, নিম্নরেখাবিশিষ্ট প্রত্যেকটি শব্দই اِسْمٌ -এর অন্তর্ভুক্ত কেননা শব্দগুলোতে কোনো কালের সম্পর্ক নেই এবং এককভাবে নিজ অর্থ প্রকাশে সক্ষম প্রথম বাক্যে رَجُلٌ শব্দটি দ্বারা অনির্দিষ্ট বোঝায় তবে দ্বিতীয় বাক্যে (ﷺ) مُحَمَّدٌ দ্বারা নির্দিষ্ট একজনকেই বোঝায়। প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যের رَجُلٌ ও (ﷺ) مُحَمَّدٌ শব্দদ্বয় দ্বারা পুরুষজাতি বোঝালেও তৃতীয় বাক্যে فَاطِمَةُ শব্দ দ্বারা স্ত্রীজাতি বোঝায়। অন্যদিকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্যের (ﷺ) مُحَمَّدٌ ، رَجُلٌ ও فَاطِمَةُ শব্দগুলো দ্বারা একজনের সংখ্যা বোঝালেও চতুর্থ বাক্যে قَلَمَانِ শব্দ দ্বারা দুটি সংখ্যা এবং পঞ্চম বাক্যে الطُّلَّابَ শব্দ দ্বারা দু'য়ের অধিক সংখ্যা বোঝায়

اَلْقَوَاعِدُ

اِسْمٌ-এর পরিচয় : اِسْمٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে أَسْمَاءٌ অর্থ নাম, বিশেষ্য, উচ্চ হওয়া ইত্যাদি

পরিভাষায়- যে শব্দ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, সময় ইত্যাদির নাম, অবস্থা, সংখ্যা, দোষ ও গুণ বোঝানো হয় এবং যে শব্দ কোনো কালের সাথে সম্পর্কিত না হয়ে অন্য শব্দের সহযোগিতা ছাড়াই নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে সক্ষম, তাকে اِسْمٌ বলে। যেমন- مَكَّةُ ، يَوْمٌ ، عَالِمٌ ، جَاهِلٌ ، خَالِدٌ ইত্যাদি

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম আরবিতে اِسْمٌ এর অন্তর্ভুক্ত

اَلْاِسْمُ-এর নামকরণ : اِسْمٌ শব্দের নামকরণ সম্পর্কে দুটি অভিমত পাওয়া যায় যথা-

১ اَلْاِسْمُ শব্দটি وِسْمٌ মূলধাতু হতে গৃহীত, যার অর্থ দাগ বা চিহ্ন যেহেতু দাগ বা চিহ্ন দ্বারাই প্রত্যেক বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় সুতরাং এ অর্থে اِسْمٌ-কে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে

২। اَلْاِسْمُ শব্দটি سُمُوٌّ থেকে গৃহীত এর অর্থ উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া। যেহেতু اِسْمٌ কালেমার অন্য দু'প্রকার (তথা فِعْلٌ ও حَرْفٌ) থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন তাই اِسْمٌ কে اِسْمٌ বলা হয় কেননা বাক্য গঠনের জন্য مُسْنَدٌ ও مُسْنَدٌ إِلَيْهِ অত্যাবশ্যক। আর শুধুমাত্র اِسْمٌ-ই مُسْنَدٌ ও مُسْنَدٌ إِلَيْهِ হতে পারে এবং فِعْلٌ কেবলমাত্র مُسْنَدٌ হতে পারে আর حَرْفٌ কোনটাই হতে পারে না

اِسْمٌ-এর চিহ্নসমূহ : যে সকল চিহ্ন দ্বারা اِسْمٌ চিহ্নিত করা যায়, সে সকল চিহ্নকে عَلَامَاتُ الْاِسْمِ বলে عَلَامَاتُ الْاِسْمِ-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. শব্দের প্রথমে مَعْرِفَةٌ-এর اَلْ যুক্ত হওয়া যেমন - اَلْكِتَابُ (বইটি)

২. مُضَافٌ হওয়া যেমন- رَسُوْلُ اللهِ (আল্লাহর রাসূল)

৩. مَوْصُوْفٌ হওয়া যেমন- رَجُلٌ عَالِمٌ (বিদ্বান ব্যক্তি)

৪. مَنْسُوْب তথা শব্দের শেষে নিসবাতের يٌ (ইয়া) যুক্ত হওয়া যেমন بَنْغَلَادِيْشِيٌّ (বাংলাদেশী)

৫ تَصْغِيْر বা ক্ষুদ্রবাচক হওয়া যেমন- كُتَيِّبٌ (পুস্তিকা)

৬. مُسْنَدٌ إِلَيْهِ হওয়া। যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দণ্ডায়মান)

৭. تَنْوِيْن তথা শব্দের শেষে দু যবর, দু যের ও দু পেশ হওয়া যেমন- كِتَابٌ (একটি পুস্তক)

৮ শব্দের শুরুতে حَرْفُ جَرٍّ যুক্ত হওয়া। যেমন بِاللهِ (আল্লাহর শপথ)

৯. مُثَنًّى বা দ্বিবচন হওয়া যেমন كِتَابَانِ (দুটি বই)।

১০ جَمْع বা বহুবচন হওয়া যেমন- كُتُبٌ (বইসমূহ)

১১. مُنَادًى হওয়া যেমন- يَا رَحْمٰنُ (হে দয়ালু')।

১২. শব্দের শেষে গোল (ة) 'তা' যুক্ত হওয়া। যেমন- اَلْمَدْرَسَةُ (বিদ্যালয়)

১৩ عَدَدٌ বা সংখ্যাবাচক হওয়া যেমন- عَشَرٌ (দশ)

১৪. مَكَانٌ বা স্থানের অর্থজ্ঞাপক হওয়া। যেমন- مَسْجِدٌ (সিজদার স্থান)

১৫. زَمَنٌ বা কালের অর্থজ্ঞাপক হওয়া। যেমন- يَوْمٌ (দিন)।

উল্লিখিত চিহ্নগুলো কেবল اِسْمٌ এর মধ্যেই পাওয়া যাবে اِسْمٌ ব্যতীত অন্য কিছুর মধ্যে পাওয়া যাবে না।

اِسْمٌ-এর প্রকারসমূহ : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে اِسْمٌ কে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায় যথা

(ক) নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্টভেদে اِسْمٌ **দু'প্রকার।** যথা ১ مَعْرِفَةٌ ও ২ نَكِرَةٌ

১ مَعْرِفَةٌ-এর সংজ্ঞা . যে اِسْمٌ দ্বারা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় তাকে مَعْرِفَةٌ(নির্দিষ্ট বিশেষ্য) বলে যেমন - زَيْدٌ (নির্দিষ্ট ব্যক্তি), مَكَّةُ (নির্দিষ্ট স্থান), اَلْقَلَمُ (কলমটি তথা নির্দিষ্ট একটি কলম) ইত্যাদি

২। نَكِرَةٌ-এর সংজ্ঞা : যে اِسْمٌ দ্বারা কোন অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায় তাকে نَكِرَةٌ (অনির্দিষ্ট বিশেষ্য) বলে

যেমন - قَلَمٌ (একটি কলম), كِتَابٌ (একটি বই), رَجُلٌ (একজন পুরুষ) ইত্যাদি

مَعْرِفَةٌ-এর প্রকার : مَعْرِفَةٌ সাত প্রকার যথা -

১। مُضْمَرَاتٌ . যেমন - أَنَا، أَنْتَ ইত্যাদি।

২ أَعْلَامٌ ; । যেমন - مَكَّةُ ، عُثْمَانُ ইত্যাদি।

৩ أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ : যেমন هٰذَا ، ذٰلِكَ ইত্যাদি

৪ اَلْأَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلَةُ . যেমন اَلَّذِيْ ، اَلَّذِيْنَ ইত্যাদি

৫। مُعَرَّفٌ بِالنِّدَاءِ ; যেমন - يَا رَجُلُ ইত্যাদি।

৬ مُعَرَّفٌ بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ . যেমন- اَلْقَلَمُ ، اَلرَّجُلُ ইত্যাদি .

৭ مُضَافٌ অর্থাৎ যে নামেরাহ উল্লিখিত ছয় প্রকারের কোনো একটির দিকে مُضَافٌ হবে তা مَعْرِفَةٌ হয়ে যাবে। যেমন قَلَمُ الرَّجُلِ غُلَامُ زَيْدٍ ইত্যাদি

(খ) লিঙ্গভেদে اِسْمٌ দু প্রকার যথা - ১ مُذَكَّرٌ ও ২। مُؤَنَّثٌ

১ مُذَكَّرٌ এর সংজ্ঞা যে اِسْمٌ শব্দগত বা অর্থগতভাবে مُؤَنَّثٌ এর চিহ্নমুক্ত থাকে, তাকে مُذَكَّرٌ (পুংলিঙ্গ) বলে যেমন - غَنَمٌ - بَكْرٌ - رَجُلٌ ইত্যাদি

২ مُؤَنَّثٌ এর সংজ্ঞা : যে اِسْمٌ এ مُؤَنَّثٌ-এর চিহ্ন শব্দগত বা অর্থগতভাবে বিদ্যমান থাকে, তাকে مُؤَنَّثٌ (স্ত্রীলিঙ্গ) বলে। যেমন عَائِشَةُ - نَقَرَةٌ - حَمْرَاءُ - رِبْتُ ইত্যাদি .

مؤنث-এর চিহ্ন ৪ টি। যথা -

১ হরকতযুক্ত গোল তা (ة) যেমন - نَقَرَةٌ عَائِشَةُ هِرَّةٌ ইত্যাদি

২. أَلِفٌ مَقْصُوْرَةٌ যেমন- حُبْلَى كُبْرَى ইত্যাদি

৩. أَلِفٌ مَمْدُوْدَةٌ যেমন- سَوْدَاءُ حَمْرَاءُ ইত্যাদি।

৪. تَاءٌ مُقَدَّرَةٌ বা উহ্য তা যেমন أَرْضٌ . ইহা মূলে أَرْضَةٌ ছিল تَاء مُقَدَّرَةٌ বিশিষ্ট مُؤَنَّث কে مُؤَنَّثٌ سِمَاعِيٌّ বলে।

مُؤَنَّثٌ প্রধানত দু'প্রকার যথা- ১। مُؤَنَّثٌ حَقِيْقِيٌّ ও ২। مُؤَنَّثٌ لَفْظِيٌّ

যে مُؤَنَّثٌ এর বিপরীতে مُذَكَّرٌ প্রাণী থাকে তাকে مُؤَنَّثٌ حَقِيْقِيٌّ বলে যেমন - اِمْرَأَةٌ (মহিলা) এর বিপরীতে رَجُلٌ (পুংলিঙ্গ) বা مُذَكَّرٌ আছে نَاقَةٌ (উটনী) এর বিপরীতে جَمَلٌ (উট) مُذَكَّرٌ আছে

আর যে مُؤَنَّثٌ-এর বিপরীতে কোন مُذَكَّرٌ প্রাণী থাকে না, তাকে مُؤَنَّثٌ لَفْظِيٌّ বলে। এ প্রকার مُؤَنَّثٌ কে مُؤَنَّثٌ غَيْرُ حَقِيْقِيٌّ ও বলে যেমন قُوَّةٌ (শক্তি), ظُلْمَةٌ (অন্ধকার) উক্ত শব্দদ্বয়ের বিপরীত লিঙ্গ নেই।

(গ) عَدَدٌ বা বচনের দিক দিয়ে اِسْمٌ তিন প্রকার । যথা -

১ مُفْرَدٌ বা وَاحِدٌ তথা একবচন যেমন كِتَابٌ ، قَلَمٌ ইত্যাদি

২ مُثَنَّى বা تَثْنِيَةٌ তথা দ্বিবচন যেমন قَلَمَانِ ، كِتَابَانِ ইত্যাদি

৩ جَمْع বা مَجْمُوْعٌ তথা বহুবচন যেমন - أَقْلَامٌ ، كُتُبٌ ইত্যাদি।

যে اِسْمٌ দ্বারা একটি মাত্র বস্তু বা ব্যক্তি বোঝায় তাকে مُفْرَدٌ বলে যেমন - رَجُلٌ (একজন পুরুষ), قلم (একটি কলম) ইত্যাদি।

যে اِسْمٌ দ্বারা দুটি বস্তু বা দু'জন ব্যক্তি বোঝায় তাকে مُثَنًّى বলে যেমন رَجُلَانِ (দু'জন পুরুষ), قَلَمَانِ (দুটি কলম) تَثْنِيَةٌ এর শেষে ا অথবা ي থাকে تَثْنِيَةٌ এর نون অক্ষরটি সর্বদা যেরযুক্ত হয় যেমন- رَجُلَيْنِ ، رَجُلَانِ ইত্যাদি

যে اِسْمٌ তিন বা তিনের অধিক ব্যক্তি বা বস্তু বোঝায় তাকে مَجْمُوْعٌ বলে যেমন رِجَالٌ (পুরুষগণ), كُتُبٌ (বইসমূহ) ইত্যাদি।

جَمْعٌ-এর প্রকার : جَمْعٌ বা বহুবচন শব্দগতভাবে দু'প্রকার যথা -

১ جَمْعُ التَّكْسِيْرِ বা اَلْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ ও

২ جَمْعُ التَّصْحِيْحِ বা اَلْجَمْعُ السَّالِمُ

যে جَمْعٌ-এর শব্দে وَاحِدٌ এর মূল রূপ পরিবর্তিত হয়, তাকে جَمْعُ التَّكْسِيْرِ বা اَلْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ বলে যেমন رِجَالٌ (رَجُلٌ এর বহুবচন), مَسَاجِدُ (مَسْجِدٌ-এর বহুবচন) ইত্যাদি

যে جَمْعٌ-এর শব্দে وَاحِدٌ এর মূল রূপ অপরিবর্তিত থাকে, তাকে جَمْعُ التَّصْحِيْحِ বা اَلْجَمْعُ السَّالِمُ বলে অন্যভাবে বলা যায়, وَاحِدٌ এর মূল রূপকে ঠিক রেখে শুধুমাত্র جَمْعٌ এর আলামত যুক্ত করে যে جَمْعٌ গঠন করা হয়, তাকে جَمْعُ التَّصْحِيْحِ বা اَلْجَمْعُ السَّالِمُ বলে।

اَلْجَمْعُ السَّالِمُ আবার দু'প্রকার। যথা-

১ اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ السَّالِمُ যে جَمْعٌ এর শেষে ون অথবা ين যুক্ত হয়, তাকে اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ السَّالِمُ বলে যেমন - مُسْلِمُوْنَ، مُؤْمِنِيْنَ ইত্যাদি এ প্রকার جَمْعٌ এর نُوْنٌ সর্বদা যবরযুক্ত হয়

২ اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ السَّالِمُ : যে جَمْعٌ এর শেষে ات যুক্ত হয়, তাকে اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ السَّالِمُ বলে যেমন - مُسْلِمَاتٌ ، مُؤْمِنَاتٌ ইত্যাদি

আবার অর্থের দিক থেকে جَمْعٌ দু'প্রকার যথা - ১। جَمْعُ الْقِلَّةِ ও ২। جَمْعُ الْكَثْرَةِ

যে جَمْعٌ দ্বারা দশের কম সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝায়, তাকে جَمْعُ قِلَّةٍ বলে এর মোট ছয়টি ওজন আছে তন্মধ্যে ৪টি جَمْعُ التَّكْسِيْرِ -এর অন্তর্ভুক্ত। যথা-

১ أَفْعُلٌ যেমন أَكْلُبٌ (কুকুরগুলি) كَلْبٌ এর বহুবচন

২ أَفْعَالٌ যেমন - أَقْوَالٌ (উক্তিগুলি) قَوْلٌ এর বহুবচন।

৩ أَفْعِلَةٌ যেমন - أَبْنِيَةٌ (ভবনসমূহ) بِنَاءٌ এর বহুবচন

৪ فِعْلَةٌ যেমন غِلْمَةٌ (দাসগণ) غُلَامٌ এর বহুবচন

আর অবশিষ্ট ২টি ওজন جَمْعُ التَّصْحِيْحِ এর অন্তর্ভুক্ত, যখন তা الف ولام যুক্ত থাকে

১ اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ السَّالِمُ যা الف ولام যুক্ত নয় যেমন مُسْلِمُوْنَ، مُسْلِمِيْنَ ইত্যাদি

৬. اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ السَّالِمُ যা الف ولام যুক্ত নয়। যেমন مُؤْمِنَاتٌ ، مُسْلِمَاتٌ ইত্যাদি

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ اِسْمٌ কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ।

২ اِسْمٌ এর পাঁচটি আলামত উদাহরণসহ লেখ

৩ جنس হিসেবে اِسْمٌ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ

৪ مؤنث কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৫ علامة التانيث কতটি? উদাহরণসহ লেখ।

৬ عدد হিসেবে اِسْمٌ কত প্রকার ও কী কী ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৭ معرفة কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৮ جمع القلة এর ওজন কতটি? উদাহরণসহ আলোচনা কর

৯ শব্দের দিক দিয়ে جمع কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

১০ অর্থের দিক দিয়ে جمع কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ

১১ নিম্নের শব্দগুলোর কোনটি مَعْرِفَةٌ এবং কোনটি نَكِرَةٌ তা নির্ণয় কর:

كِتَابٌ - غُلَامٌ - هٰذا - رَسُوْلُ اللهِ - عَلَمٌ - اَلْقَلَمُ - شَهْرٌ

১২ নিম্নে বর্ণিত শব্দগুলোর বচন পরিবর্তন কর.

مَسَاجِدُ – كِتَابٌ – أَقْلَامٌ – أَبْنِيَةٌ – مُؤْمِنَاتٌ – مَدْرَسَةٌ – دَرَّاجَةٌ – مَعْهَدٌ – مَنَابِرُ – مَكَاتِيْبُ – مُشْرِكُوْنَ مُصْبِحُوْنَ

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ : তৃতীয় পাঠ

اَلْإِسْنَادُ
আল-ইসনাদ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর -

اَلْجُمْلَةُ	مُسْنَدٌ إِلَيْهِ	مُسْنَدٌ
مَسْعُوْدٌ عَالِمٌ	مَسْعُوْدٌ	عَالِمٌ
زَيْدٌ طَالِبٌ	زَيْدٌ	طَالِبٌ
مُدِيْرُ الْمَدْرَسَةِ رَجُلٌ شَرِيْفٌ	مُدِيْرُ الْمَدْرَسَةِ	رَجُلٌ شَرِيْفٌ
رَئِيْسُ الدَّوْلَةِ مُسَافِرٌ إِلَى الْمَدِيْنَةِ	رَئِيْسُ الدَّوْلَةِ	مُسَافِرٌ إِلَى الْمَدِيْنَةِ

বাক্যগুলো দুটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত একটি হলো مُسْنَدٌ إِلَيْهِ অপরটি مُسْنَدٌ . আরবি ভাষায় বাক্য গঠনের জন্য এ দু'টি অংশ থাকা আবশ্যক। আর مُسْنَدٌ إِلَيْهِ ও مُسْنَدٌ -এর পারস্পরিক সম্পর্ককে اَلْإِسْنَادُ বলে।

প্রথম দুটি বাক্যে مُسْنَدٌ إِلَيْهِ ও مُسْنَدٌ এক একটি শব্দ নিয়ে গঠিত। কিন্তু শেষ দুটি বাক্যে مُسْنَدٌ إِلَيْهِ ও مُسْنَدٌ একাধিক শব্দ নিয়ে গঠিত তাহলে বোঝা যায় যে, مُسْنَدٌ إِلَيْهِ ও مُسْنَدٌ এক বা একাধিক শব্দ দ্বারা গঠিত হতে পারে

اَلْقَوَاعِدُ

اَلْإِسْنَادُ শব্দটি বাবে إِفْعَالٌ এর মাসদার এর আভিধানিক অর্থ হলো- ভর করানো, নির্ভর করানো, ভিত্তি করা ইত্যাদি পরিভাষায় اَلْإِسْنَادُ -এর সংজ্ঞা -

اَلْإِسْنَادُ هُوَ نِسْبَةُ إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى بِحَيْثُ تُفِيْدُ الْمُخَاطَبَ فَائِدَةً تَامَّةً يَصِحُّ السُّكُوْتُ عَلَيْهَا

অর্থাৎ বাক্যস্থিত দু'টো পদের একটিকে অপরটির সাথে এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত করাকে اَلْإِسْنَادُ বলে, যা শ্রোতাকে পূর্ণাঙ্গভাবে উপকৃত করবে এবং শ্রোতার তাতে নিশ্চুপ থাকা সঠিক হবে অর্থাৎ শ্রোতার মনে আর কোনোরূপ প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকবে না যেমন-

زَيْدٌ عَالِمٌ (যায়েদ জ্ঞানী), أَكَلَ خَالِدٌ رُزًّا (খালিদ ভাত খেয়েছে)

اَلْإِسْنَادُ-এর প্রধানতম অংশ :

اَلْإِسْنَادُ এর প্রধান অংশ দুটি যথা ১। مُسْنَدٌ إِلَيْهِ ও ২ مُسْنَدٌ

বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে مُسْنَدٌ إِلَيْهِ বলে, আর مُسْنَدٌ إِلَيْهِ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তাকে مُسْنَدٌ বলে যেমন- خَالِدٌ حَاضِرٌ (খালিদ উপস্থিত) ।

এ বাক্যে خَالِدٌ হলো مُسْنَدٌ إِلَيْهِ বা উদ্দেশ্য এবং حَاضِرٌ হলো مُسْنَدٌ বা বিধেয়। বাক্যের মাঝে এ দুটি অংশ অবশ্যই থাকতে হবে। এ দুটি অংশ ছাড়া বাক্য কল্পনা করা যায় না

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ إسناد বলতে কী বোঝ? উদাহরণসহ লেখ।

২ مسند ও مسند إليه কাকে বলে ? উদাহরণসহ লেখ

৩ নিচের বাক্যগুলো থেকে مسند إليه ও مسند বের কর :

أ. اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ اللهِ .

ب. اَلْإِسْلَامُ دِيْنُنَا.

ج. لَوْنُ الْغُرَابِ أَسْوَدُ .

د. خَالِدٌ فِي الْمَسْجِدِ.

ه. جَلَسَ بَكْرٌ .

و. مُحَمَّدٌ (ﷺ) رَسُوْلُ اللهِ .

ز. زَيْدٌ يَشْرَبُ الْمَاءَ .

৪ নিজ থেকে পাঁচটি বাক্য লেখো যাতে مسند إليه ও مسند রয়েছে

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ : চতুর্থ পাঠ

اَلْكَلَامُ وَأَقْسَامُهُ

কালাম ও তার প্রকারসমূহ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর -

(ألف)	(ب)
بَيْتُ اللهِ (আল্লাহর ঘর)	اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ اللهِ (মসজিদ আল্লাহর ঘর)
فِي الدَّارِ (ঘরে)	رَأَيْتُ زَيْدًا فِي الدَّارِ (আমি যায়েদকে ঘরে দেখেছি)।
عَالِمٌ كَبِيْرٌ (বড় জ্ঞানী)	مُدِيْرُ الْمَدْرَسَةِ عَالِمٌ كَبِيْرٌ (মাদ্রাসার অধ্যক্ষ বড় জ্ঞানী)

উপরের (ألف) অংশের উদাহরণগুলোর প্রতি ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, উদাহরণগুলো দ্বারা পূর্ণাঙ্গ কোনো অর্থ বোঝায় না যদিও উদাহরণগুলোর প্রত্যেকটিতে দু'টি করে শব্দ রয়েছে কিন্তু (ب) অংশের উদাহরণগুলোর প্রত্যেকটিতে দুই বা ততোধিক শব্দ মিলিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করেছে

সুতরাং أ অংশের শব্দগুচ্ছকে مُرَكَّبٌ غَيْرُ مُفِيْدٍ আর ب অংশের প্রত্যেকটি বাক্যকে كَلَامٌ বা جُمْلَةٌ বলে

اَلْقَوَاعِدُ

كَلَامٌ-এর পরিচয় : كَلَامٌ শব্দটি فَعَلٌ এর ওযনে বাবে تَفْعِيْلٌ এর مَصْدَرٌ এর আভিধানিক অর্থ- اَلْقَوْلُ বা কথা, বাণী বাংলা ভাষায় كَلَامٌ কে বাক্য বলে। আবার كَلَامٌ কে جُمْلَةٌ-ও বলা হয় নাহুবীদের পরিভাষায়-

اَلْكَلَامُ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْ كَلِمَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَأَفَادَ مَعْنًى تَامًّا.

অর্থাৎ, দুই বা দুয়ের অধিক অর্থবোধক শব্দ মিলিত হয়ে পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করলে, তাকে كَلَامٌ বলে

বাক্য গঠনের পদ্ধতিসমূহ :

اِسْمٌ, فِعْلٌ ও حَرْفٌ এর যেকোনো দু'টির সমন্বয়ে বাক্য গঠনের ছয়টি রূপ হতে পারে। যথা

১. দুটি اِسْمٌ দ্বারা একে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ বলা হয়।

২. দু'টি فِعْلٌ দ্বারা , কিন্তু বাস্তবে এমন বাক্য পাওয়া যায় না

৩. দু'টি حَرْفٌ দ্বারা , কিন্তু বাস্তবে এমন বাক্য পাওয়া যায় না

৪. একটি فِعْلٌ ও একটি اِسْمٌ দ্বারা এরূপ বাক্যকে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ বলে

৫. একটি اِسْمٌ ও একটি حَرْفٌ দ্বারা ; কিন্তু বাস্তবে এমন বাক্য পাওয়া যায় না

৬ একটি فِعْلٌ ও একটি حَرْفٌ দ্বারা , কিন্তু বাস্তবে এমন বাক্য পাওয়া যায় না

উল্লেখ্য, إِسْنَادٌ ব্যতীত কোনো বাক্য গঠিত হয় না। আর إِسْنَادٌ এর জন্য مُسْنَدٌ ও مُسْنَدٌ إِلَيْهِ থাকা আবশ্যক এ ধরনের إِسْنَادٌ দুটি اِسْمٌ অথবা একটি اِسْمٌ ও একটি فِعْلٌ দ্বারা গঠিত বাক্যেই পাওয়া যায় এছাড়া অপর ৪টি প্রকারে এ ধরণের إِسْنَادٌ একসাথে পাওয়া যায় না অতএব বাক্যগঠনের মূলরূপ হলো দু'টি। যথা-

ক. দু'টি اِسْمٌ এর সমন্বয়ে বাক্য গঠন করা। যার একটি مُسْنَدٌ إِلَيْهِ এবং অপরটি مُسْنَدٌ হবে যেমন- اَللّٰهُ وَاحِدٌ এখানে اَللّٰهُ শব্দটি হলো مُسْنَدٌ إِلَيْهِ এবং وَاحِدٌ হলো مُسْنَدٌ এরূপ বাক্যে مُسْنَدٌ إِلَيْهِ কে مُبْتَدَأٌ এবং مُسْنَدٌ কে خَبَرٌ বলে এবং উভয় মিলে গঠিত হয়।

খ একটি فِعْلٌ ও একটি اِسْمٌ দ্বারা বাক্য গঠন করা। যেমন- قَامَ زَيْدٌ এখানে قَامَ ফে'লটি مُسْنَدٌ এবং زَيْدٌ ইসমটি مُسْنَدٌ إِلَيْهِ তথা فَاعِلٌ হয়েছে এরূপ كَلَامٌ বা বাক্যকে اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ বলে

جُمْلَة-এর প্রকার . جُمْلَةٌ প্রথমত দু প্রকার। যথা -

১. اَلْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ যে جُمْلَةٌ তে مُسْنَدٌ إِلَيْهِ সম্পর্কে কোনো সংবাদ দেয়া হয় এবং তার বক্তাকে সত্য বা মিথ্যার সাথে যুক্ত করা যায়, তাকে اَلْجُمْلَةُ الْخَبَرِيَّةُ বলে যেমন- مُجَاهِدٌ صَائِمٌ (মুজাহিদ রোযাদার), مَحْمُوْدٌ يُصَلِّي (মাহমুদ নামায পড়ছেন)

২. اَلْجُمْلَةُ الْإِنْشَائِيَّةُ যে جُمْلَةٌ তে কাউকে আদেশ, নিষেধ উপদেশ প্রদান, প্রার্থনা, অনুরোধ করা বা কাউকে প্রশ্ন করা, আহবান করা অথবা আশা আকাঙ্খা বা বিস্ময় প্রকাশ করা হয়, তাকে

اَلْجُمْلَةُ الْإِنْشَائِيَّةُ বলে جُمْلَةٌ إِنْشَائِيَّةٌ এর বক্তাকে সত্য বা মিথ্যার সাথে যুক্ত করা যায় না। যেমন-

اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ ، وَلَاتَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ، رَبِّ اغْفِرْلِى ، أَعْطِنِيْ كِتَابَكَ، أَيْنَ مَنْزِلُكَ ، يَا جَمِيْلُ ، لَعَلَّ أَخَاكَ يَرْجِعُ ، مَا أَحْسَنَ قَلَمَكَ.

جُمْلَةٌ إِنْشَائِيَّةٌ ও جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ-এর প্রতিটি আবার جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ ও جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ এর সাথে সংযুক্ত হতে পারে

কোনো কোনো নাহুবিদ বলেন أَصْلُ الْجُمْلَةِ চার প্রকার। যথা

১. جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ - যে جُمْلَةٌএর শুরুতে اِسْمٌ থাকে, তাকে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ বলে। যেমন-

خَالِدٌ قَائِمٌ (খালিদ দণ্ডায়মান)।

২. جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ - যে جُمْلَةٌ এর শুরুতে فِعْلٌ থাকে, তাকে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ বলে যেমন-

كَتَبَ خَالِدٌ رِسَالَةً (খালিদ একটি পত্র লিখেছে)।

৩ جُمْلَةٌ ظَرْفِيَّةٌ - যে جملة এর প্রথম অংশ ظَرْفٌ থাকে, তাকে جُمْلَةٌ ظَرْفِيَّةٌ বলে। যেমন-

عِنْدِي قَلَمٌ (আমার নিকট একটি কলম আছে)।

৪ جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ - যে বাক্য شَرْطٌ ও جَزَاءٌ মিলে গঠিত হয়, তাকে جُمْلَةٌ شَرْطِيَّةٌ বলে যেমন-

إِنْ جَاءَنِي بَكْرٌ أَكْرَمْتُهُ (বকর যদি আমার নিকট আসে, তবে আমি তাকে সম্মান করব)

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। كلام কাকে বলে ? উদাহরণসহ লেখ।

২ কয়টি নিয়মে বাক্য গঠন করা হয় ? লেখ।

৩ جملة কত প্রকার ও কী কী ? উদাহরণসহ লেখ।

৪ নিচের جملة গুলো পড় এবং কোন প্রকার جملة তার নাম লেখো:

١- ذَهَبَ خَالِدٌ إِلَى الْمَسْجِدِ.

٢ اِذْهَبْ إِلَى الْمَدْرَسَةِ.

٣ سُلَيْمَانُ قَائِمٌ.

٤ قَلَمُ زَيْدٍ.

٥ إِنْ ذَهَبَ زَيْدٌ أَذْهَبْ.

৫ ব্রাকেট থেকে সঠিক শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো

১ اَلطُّلَّابُ ..... (جَالِسُوْنَ / جَالِسِيْنَ).

২ اَلطَّالِبَانِ ..... (كَتَبَا كَتَبَ).

৩- ذَهَبَ زَيْدٌ ..... اَلْمَسْجِدِ (إِلَى / عَلَى).

৪ إِنْ قَامَ خَالِدٌ ..... (اَضْحَكُ / أَقُمْ).

৫- اَلصَّحَّةُ ..... (نِعْمَةٌ / مَشَقَّةٌ).

اَلدَّرْسُ الْخَامِسُ : পঞ্চম পাঠ

اَلْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ

মুবতাদা ও খবর

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

بَكْرٌ أُسْتَاذٌ (বকর একজন শিক্ষক)।

خَالِدٌ كَتَبَ رِسَالَةً (খালিদ একটি চিঠি লিখেছে)

পূর্বে مُسْنَدٌ ও مُسْنَدٌ إِلَيْهِ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে مُسْنَدٌ إِلَيْهِ এবং مُسْنَدٌ إِلَيْهِ সম্পর্কে যা বলা হয় তাকে مُسْنَدٌ বলে তাহলে উপরোক্ত বাক্যদ্বয়ে بَكْرٌ ও خَالِدٌ হলো مُسْنَدٌ إِلَيْهِ এবং أُسْتَاذٌ ও كَتَبَ رِسَالَةً হলো مُسْنَدٌ কেননা بَكْرٌ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বকর একজন শিক্ষক এবং খালিদ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, খালিদ চিঠি লিখেছে

مُسْنَدٌ إِلَيْهِ যদি বাক্যের প্রথমে আসে এবং তার পূর্বে যদি কোনো প্রকাশ্য عَامِلٌ না থাকে, তবে তাকে مُبْتَدَأٌ বলে এবং ঐ বাক্যের مُسْنَدٌ কে خَبَرٌ বলে তাই উল্লিখিত বাক্যদ্বয়ে بَكْرٌ ও خَالِدٌ শব্দদ্বয় হলো مُبْتَدَأٌ এবং أُسْتَاذٌ ও كَتَبَ رِسَالَةً হলো خَبَرٌ ।

اَلْقَوَاعِدُ

مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ -এর পরিচয় : যে اِسْمٌ সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় বা কোনো সংবাদ প্রদান করা হয়, তাকে مُبْتَدَأٌ বলা হয় আর مُبْتَدَأٌ সম্পর্কে যা বলা হয় বা যে সংবাদ প্রদান করা হয়, তাকে خَبَرٌ বলা হয় যেমন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য) এ আয়াতে اَلْحَمْدُ শব্দটি মুবতাদা এবং لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ হলো খবর

مُبْتَدَأٌ সাধারণত প্রথমে আসে এবং خَبَرٌ পরে আসে مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ উভয়ই رَفْعٌ বা পেশবিশিষ্ট হয়। مُبْتَدَأٌ এর أَصْلٌ হলো مَعْرِفَةٌ হওয়া আর خَبَرٌ এর أَصْلٌ হলো نَكِرَةٌ হওয়া। তবে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় نَكِرَةٌ ও مُبْتَدَأٌ হয়ে থাকে। যেমন سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ، فِي الدَّارِ رَجُلٌ ইত্যাদি

مُبْتَدَأ-এর প্রকার : مُبْتَدَأ-কে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা যায় তন্মধ্যে দুটি প্রকার হলো -

১. اَلصَّرِيْحُ অর্থাৎ সরাসরি কোনো ইসমের مُبْتَدَأ হওয়া। যেমন

مَسْعُوْدٌ مُدَرِّسٌ (মাসউদ একজন শিক্ষক)

২. مُؤَوَّلٌ بِالصَّرِيْحِ অর্থাৎ কোনো বাক্যাংশ/বাক্যকে তাবীল করে مُبْتَدَأ বানানো যেমন-

وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ (তোমরা সাওম পালন করলে তা তোমাদের জন্য উত্তম)।

আয়াতাংশের তাবীল হলো, صَوْمُكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ

خَبَر-এর প্রকার : বিভিন্ন প্রকারের শব্দ ও বাক্য خَبَر হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন-

১. اَلْاِسْمُ الْجَامِدُ যেমন - اَلْاِسْلَامُ دِيْنٌ (ইসলাম একটি জীবন বিধান)

২. اِسْمُ الْفَاعِلِ যেমন بَكْرٌ عَالِمٌ (বকর একজন জ্ঞানী)।

৩. اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ যেমন - اَلْبَابُ مَفْتُوْحٌ (দরজাটি খোলা)

৪. اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ যেমন - اَلْمَدِيْنَةُ نَظِيْفَةٌ (শহরটি পরিচ্ছন্ন)।

৫. اِسْمُ الْفَاعِلِ لِلْمُبَالَغَةِ যেমন اَللهُ غَفُوْرٌ (আল্লাহ ক্ষমাশীল)

৬. اَلْجُمْلَةُ যেমন - خَالِدٌ خَرَجَ مِنَ الدَّارِ (খালিদ বাড়ি থেকে বের হলো)।

خَبَرٌ যদি اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ বা اِسْمُ الْفَاعِلِ لِلْمُبَالَغَةِ، اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ، اِسْمُ الْفَاعِلِ হয়, তবে তা সব সময় مُبْتَدَأ এর অনুকরণ করে অর্থাৎ মুবতাদাটি وَاحِدٌ হলে خَبَرٌ টি وَاحِدٌ। মুবতাদাটি تَثْنِيَةٌ হলে খবরটি تَثْنِيَةٌ মুবতাদাটি جَمْعٌ হলে খবরটি جَمْعٌ মুবতাদাটি مُذَكَّرٌ হলে خَبَرٌ টি مُذَكَّرٌ এবং মুবতাদাটি مُؤَنَّثٌ হলে خَبَرٌ টি مُؤَنَّثٌ হয় যেমন

زَيْدٌ طَالِبٌ فَاطِمَةُ طَالِبَةٌ.

اَلطَّالِبُ مُسَافِرٌ اَلطَّالِبَةُ مُسَافِرَةٌ.

اَلطُّلَّابُ مُسَافِرُوْنَ اَلطَّالِبَاتُ مُسَافِرَاتٌ.

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ مبتدأ ও خبر কাকে বলে ? উদাহরণসহ লেখ

২ مبتدأ ও خبر-এর أصل কী ? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও

৩ مبتدأ ও خبر কত প্রকার ও কী কী ? উদাহরণসহ লেখ

৪ خبر টি যখন الصفة المشبهة ও إسْمُ المبالغة ، إسْمُ المفعول ، إسْمُ الفاعل হয় তখন خبر টি কার অনুকরণ করে ? উদাহরণসহ লেখ।

৫ নিম্নের বাক্যগুলোর تَرْكِيْبُ লেখো .

أَسْمَةُ حَضَرَ ، إِبْرَاهِيْمُ نَامَ ، نَعِيْمٌ ضَاحِكٌ ، زَيْدٌ مُسَافِرٌ ، اَلْمَسْجِدُ جَدِيْدٌ ، بَكْرٌ عَالِمٌ ، اَلطُّلَّابُ مُسَافِرُوْنَ ، اَلطَّالِبَاتُ مُسَافِرَاتٌ .

اَلدَّرْسُ السَّادِسُ : ষষ্ঠ পাঠ

اَلْفَاعِلُ وَنَائِبُ الْفَاعِلِ

ফায়েল ও নায়েবে ফায়েল

فَاعِلٌ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

دَخَلَ خَالِدٌ فِي الْمَدْرَسَةِ (খালিদ মাদ্রাসায় প্রবেশ করল)

قَرَأَ عُثْمَانُ الْكِتَابَ (ওসমান বইটি পড়ল)

دَخَلَ ফে'লটি خَالِدٌ সম্পাদন করেছে তাই খালিদ فَاعِلٌ তথা কর্তা। قَرَأَ ফে'লটি عُثْمَانُ সম্পাদন করেছে তাই ওসমান فَاعِلٌ তথা কর্তা।

অতএব বলা যায়, বাক্যে যে اِسْمْ কোনো فِعْلٌ সম্পাদন করে তাকে فَاعِلٌ বলে তবে فَاعِلٌ হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। যথা-

১. বাক্যে فَاعِلٌ এর অবস্থান فِعْلٌ এর পরে থাকবে

২. فِعْلٌ টি تَامٌّ হতে হবে

৩. فِعْلٌ টি مَعْرُوْفٌ হতে হবে।

اَلْقَوَاعِدُ

فَاعِلٌ-এর পরিচয় : فَاعِلٌ এমন اِسْمٌ কে বলে যা দ্বারা فِعْلٌ সম্পাদিত হয় যেমন- قَرَأَ مَسْعُوْدٌ (মাসুদ পড়লো) এ বাক্যে مَسْعُوْدٌ হলো فَاعِلٌ; কারণ পড়া فِعْلٌ টি মাসুদ সম্পন্ন করেছে

فَاعِلٌ চেনার সহজ পদ্ধতি :

فِعْلٌ সম্পর্কে কে বা কি দ্বারা প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায়, তাকে فَاعِلٌ বা কর্তা বলে যথা ضَحِكَ أُسَامَةُ (উসামা হাসলো), زَالَ الْخَوْفُ (ভয় দূর হলো)

উপরোক্ত ১ম বাক্যে ضَحِكَ ফে'ল সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কে হাসলো? তখন উত্তর হবে, উসামা ২য় বাক্যে زَالَ ফে'ল সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কি দূর হলো? তখন উত্তর হবে الْخَوْفُ। তথা ভয়। সুতরাং أُسَامَةُ ও الْخَوْفُ শব্দদ্বয় فَاعِلٌ বা কর্তা।

فَاعِلٌ-এর প্রকার :

فَاعِلٌ দু প্রকার যথা ১ اِسْمٌ ظَاهِرٌ ও ২ ضَمِيْرٌ

১ اِسْمٌ ظَاهِرٌ বা প্রকাশ্য ইসম হওয়া যেমন- دَخَلَ أُسَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ (উসামা মসজিদে প্রবেশ করেছে) এ বাক্যে أُسَامَةُ শব্দটি فاعلٌ যা اِسْمٌ ظَاهِرٌ হয়েছে

২ ضَمِيْرٌ বা সর্বনাম হওয়া যেমন- دَخَلْتُ فِي الْمَسْجِدِ (আমি মসজিদে প্রবেশ করেছি) এ বাক্যে دَخَلْتُ ক্রিয়ার মধ্যকার تُ যমীরটি فَاعِلٌ হয়েছে।

ضَمِيْرٌ আবার দু প্রকার। যথা-

ক ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ বা অপ্রকাশ্য সর্বনাম যেমন- اَلطَّالِبَةُ خَرَجَتْ (ছাত্রীটি বের হয়েছে) এ বাক্যে ضَمِيْرٌ مُسْتَتِرٌ তথা উহ্য هِيَ যমীর فَاعِلٌ হয়েছে।

খ. ضَمِيْرٌ بَارِزٌ বা প্রকাশ্য সর্বনাম যেমন : دَخَلْتَ فِي الْمَسْجِدِ (তুমি মসজিদে প্রবেশ করেছ) এ বাক্যে ضَمِيْرٌ بَارِزٌ তথা প্রকাশ্য تَ যমীর فَاعِلٌ হয়েছে।

فَاعِلٌ-এর সাথে فِعْلٌ এর ব্যবহারবিধি :

فَاعِلٌ বা কর্তা যখন اِسْمٌ ظَاهِرٌ হয়, তখন فِعْلٌ টি সর্বাবস্থায় وَاحِدٌ হবে فعلٌ বা কর্তা وَاحِدٌ، تَثْنِيَةٌ বা جَمْعٌ যাই হোক না কেন। যথা -

دَخَلَ الطَّالِبُ - دَخَلَتِ الطَّالِبَةُ - دَخَلَ الطَّالِبَانِ - دَخَلَتِ الطَّالِبَتَانِ - دَخَلَ الطُّلَّابُ - دَخَلَتِ الطَّالِبَاتُ .

আর فعلٌ যখন ضَمِيْرٌ হবে তখন وَاحِدٌ এর জন্য ضَمِيْرُ الْوَاحِدِ ও تَثْنِيَةٌ এর জন্য ضَمِيْرُ التَّثْنِيَةِ এবং جَمْعٌ এর জন্য الجمع ضَمِيْرٌ ব্যবহার করতে হবে। যেমন-

اَلرِّجَالُ دَخَلُوْا اَلرَّجُلَانِ دَخَلَا اَلرَّجُلُ دَخَلَ

তবে যদি فَعِلٌ হয়ে ضَمِيْرٌ جَمْعُ التَّكْسِيْرِ এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় তখন ضَمِيْرٌ وَاحِدٌ مُؤَنَّثٌ এর ন্যায়ও ব্যবহার করা যায়। যেমন- اَلرِّجَالُ دَخَلَتْ

فَعِلٌ-এর সাথে فِعْلٌ-এর تَذْكِيْر ও تَأْنِيْث-এর অবস্থা :

দু স্থানে فِعْلٌ কে مُؤَنَّثٌ নেয়া وَاجِبٌ বা অত্যাবশ্যক তা হলো

১. فَعِلٌ যদি مُؤَنَّثٌ حَقِيْقِيٌّ হয় এবং فَاعِلٌ ও فِعْلٌ এর মাঝে অন্য কোনো শব্দ না থাকে যথা- سَافَرَتْ خَدِيْجَةُ (খাদিজা ভ্রমণ করেছে)।

২. فَعِلٌ যদি مُؤَنَّثٌ এর ضَمِيْرٌ হয় যথা الشَّمْسُ طَلَعَتْ (সূর্য উদিত হয়েছে)

তিন স্থানে فِعْلٌ কে مُذَكَّرٌ ও مُؤَنَّثٌ উভয়ই ব্যবহার করা جَائِزٌ তথা বৈধ

১. فَعِلٌ যদি مُؤَنَّثٌ حَقِيْقِيٌّ হয় এবং فِعْلٌ ও فَاعِلٌ এর মাঝে অন্য শব্দ আসে। যথা-

سَافَرَتِ الْيَوْمَ فَاطِمَةُ / سَافَرَ الْيَوْمَ فَاطِمَةُ (ফাতিমা আজ ভ্রমণ করেছে)

২ فَاعِلٌ যদি مُؤَنَّثٌ غَيْرُ حَقِيْقِيٌّ হয় যথা- طَلَعَتِ الشَّمْسُ / طَلَعَ الشَّمْسُ। (সূর্য উদিত হয়েছে)

৩. فَعِلٌ যদি اَلْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ হয় যথা- قَامَتِ الرِّجَالُ / قَامَ الرِّجَالُ (লোকেরা দাঁড়িয়েছে)

نَائِبُ الْفَاعِلِ

নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য কর : Lorem ipsum

(الف)	(ب)
أَخَذَ النَّاسُ السَّارِقَ (লোকেরা চোরটিকে ধরেছে)	أُخِذَ السَّارِقُ (চোরটি ধৃত হয়েছে)
بَنَى أُسَامَةُ الْبَيْتَ (উসামা ঘরটি বানাল)।	بُنِيَ الْبَيْتُ (ঘরটি বানানো হল)।

الف অংশের বাক্যগুলোতে اَلنَّاسُ ও أُسَامَةُ শব্দদ্বয় فَاعِلٌ তথা কর্তা। আর اَلسَّارِقُ ও اَلْبَيْتُ হলো مَفْعُوْلٌ بِهِ তথা কর্ম আর ب অংশের বাক্যগুলোতে فَاعِلٌ কে উল্লেখ না করে তার স্থলে اَلسَّارِقُ ও اَلْبَيْتُ কে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ب অংশের বাক্যে اَلسَّارِقُ ও اَلْبَيْتُ হলো نَائِبُ الْفَاعِلِ (নায়েবে ফায়েল)

نَائِبُ الْفَاعِلِ এর জন্য কোন্‌টি مَجْهُوْلٌ হওয়া আবশ্যক।

اَلْقَوَاعِدُ

نَائِبُ الْفَاعِلِ -এর পরিচয় : এটা এমন একটি اِسْمٌ কে বলে, যার দিকে কোনো একটি فِعْل مَجْهُوْل কে সম্পর্কিত করা হয়। অথবা, فَاعِلْ -কে বিলুপ্ত করে তদস্থলে যে مَفْعُوْل কে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তাকে نَائِبُ الْفَاعِلِ বলে। যেমন- نُصِرَ زَيْدٌ (যায়েদ সাহায্যপ্রাপ্ত হলো)। এ বাক্যে نُصِرَ ফে'লের فَاعِلْ উল্লেখ নেই। زَيْدٌ মাফউলকে فَاعِلْ -এর স্থানে উল্লেখ করে نَائِبُ الْفَاعِلِ হিসেবে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

نَائِبُ الْفَاعِلِ এর فِعْلٌ কে واحد- تَثْنِيَةٌ- جَمْعٌ- مُذَكَّرٌ ও مُؤَنَّثٌ ব্যবহারের ব্যাপারে فَاعِلٌ-এর ক্ষেত্রে বর্ণিত নিয়মাবলিই প্রযোজ্য হয়।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ فاعل কাকে বলে ? فاعل কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ

২ فاعل টি اِسْمٌ ظاهر বা ضمير اِسْمٌ হলে فعل কিরূপ হবে? লেখ

৩ কোন কোন স্থানে فعل কে مؤنث নেয়া ওয়াজিব ? আর কোন কোন স্থানে مذكر ও مؤنث উভয় নেয়া যায় ? উদাহরণসহ লেখ

৪ نائب الفاعل কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

৫ নিচের جملة فعلية গুলোকে جملة اسمية এ পরিবর্তন কর

(ب)	(ألف)	(ب)	(ألف)
اَلصَّدِيْقَانِ	سَافَرَ الصَّدِيْقَانِ	اَلطَّالِبَانِ لَعِبَا	لَعِبَ الطَّالِبَانِ
اَلنِّسْوَةُ	قَالَتِ النِّسْوَةُ	اَلْمُدَرِّسُوْنَ	ضَحِكَ الْمُدَرِّسُوْنَ
اَلطَّالِبَتَانِ	تَسْمَعُ الطَّالِبَتَانِ	اَلْإِخْوَانُ	خَرَجَ الْإِخْوَانُ
اَلْمُؤْمِنَاتُ	تَسْجُدُ الْمُؤْمِنَاتُ	اَلْأَصْدِقَاءُ.....	سَمِعَ الْأَصْدِقَاءُ

اَلدَّرْسُ السَّابِعُ : সপ্তম পাঠ

اَلْمَفَاعِيْلُ

মাফউলসমূহ

নিম্নে বর্ণিত বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য করো-

قَرَأَ خَالِدٌ الْكِتَابَ (খালিদ বইটি পড়েছে)

أَكَلَ بَكْرٌ رُزًّا (বকর ভাত খেয়েছে)

ضَرَبَ عَلِيٌّ السَّارِقَ ضَرْبًا (আলী চোরটিকে খুব মেরেছে)

উল্লিখিত বাক্যগুলোর প্রথম বাক্যে দেখা যায় যে, খালেদের পড়া কাজটি বইয়ের ওপর পতিত হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যে বকরের খাওয়ার কাজটি ভাতের ওপর পতিত হয়েছে তৃতীয় বাক্যে আলীর প্রহার করার কাজটি চোরের ওপর পতিত হয়েছে। আবার ضَرْبًا শব্দটি দ্বারা প্রহারের দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে তাই বলা যায় যে, বাক্যের মধ্যে যে اِسْمٌ এর ওপর কর্তার ক্রিয়া পতিত হয় কিংবা যে اِسْمٌ দ্বারা ক্রিয়ার দৃঢ়তা ও রকম বোঝায়, তাকে مَفْعُوْلٌ বলে

اَلْقَوَاعِدُ

مَفْعُوْلٌ-এর পরিচয় : فَاعِلْ তথা কর্তার কাজ যার উপর পতিত বা সংঘটিত হয়, তাকে مَفْعُوْلٌ বলা হয় যেমন يَكْتُبُ خَالِدٌ رِسَالَةً (খালিদ একটি চিঠি লিখছে/লিখবে) مَفْعُوْلٌ সবসময় فِعْلٌ দ্বারা نَصْبٌ বিশিষ্ট হয়।

مَفْعُوْلٌ-এর প্রকার : مَفْعُوْلٌ কে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয় যথা

১ اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ
২ اَلْمَفْعُوْلُ بِهِ
৩ اَلْمَفْعُوْلُ فِيْهِ
৪ اَلْمَفْعُوْلُ لَهُ
৫ اَلْمَفْعُوْلُ مَعَهُ

নিম্নে প্রত্যেক প্রকার مَفْعُوْلٌ-এর পরিচয় তুলে ধরা হলো-

اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

ضَرَبَ عَلِيٌّ السَّارِقَ ضَرْبً (আলি চোরটিকে খুব মেরেছে)

جَلَسْتُ جِلْسَةَ الْقَارِئِ (আমি ক্বারী সাহেবের মতো বসলাম)।

نَظَرْتُ إِلَيْهِ نظرةً (আমি তার প্রতি এক নজর দিলাম)।

উপরের প্রথম বাক্যে ضَرْبً শব্দটি যুক্ত করে ضَرَبَ ফে'লটিকে তাকিদ করা হয়েছে বা জোর দেয়া হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যে جِلْسَةَ الْقَارِئِ শব্দটি যুক্ত করে جَلَسْتُ ফে'লটির রকম তথা প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে তৃতীয় বাক্যে نَظْرَةً শব্দটি যুক্ত করে نَظَرْتُ ফে'লটির সংখ্যা বোঝানো হয়েছে এ প্রকার শব্দগুলোকে নাহুশাস্ত্রের পরিভাষায় مَفْعُوْل مُطْلَق বলে

مَفْعُوْل مُطْلَق-এর পরিচয় : যে مَصْدَرٌ দ্বারা فِعْلٌ কে তাকিদ দেয়া হয়, অথবা فِعْلٌ এর প্রকার তথা রকম বর্ণনা করা হয়, অথবা فِعْلٌ এর সংখ্যা বোঝানো হয়, তাকে مَفْعُوْل مُطْلَق বলে

مَفْعُوْل مُطْلَق টি فِعْلٌ কর্তৃক مَنْصُوْبٌ হয় এবং সব সময় তার فِعْلٌ এর مَصْدَرٌ তথা فِعْلٌ এর সমার্থবোধক مَصْدَرٌ হয় যথা- جَلَسْتُ جُلُوْسًا (আমি বসার মতো বসেছি), جَلَسْتُ قُعُوْدًا (আমি ভালোকরে বসেছি) ইত্যাদি

اَلْمَفْعُوْلُ بِهِ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

أَكَلَ زَيْدٌ اَلتُّفَّاحَ (যায়েদ আপেল খেলো)

رَأَي خَالِدٌ مَحْمُوْدًا (খালিদ মাহমুদকে দেখলো)

উপরের প্রথম বাক্যে أَكَلَ خَالِدٌ বলার পর প্রশ্ন জাগে, কী খেলো? তখন উত্তর আসবে اَلتُّفَّاحَ খেলো দ্বিতীয় বাক্যে رَأَي خَالِدٌ বলার পর প্রশ্ন জাগে, কাকে দেখলো? তখন উত্তর আসবে মাহমুদকে দেখলো।

তাহলে বোঝা গেল, زَيْدٌ এর أَكَلَ ফে'লটি اَلتُّفَّاحَ এর ওপর পতিত রয়েছে এবং خَالِدٌ এর رَأَي ফে'লটি মাহমুদের ওপর পতিত হয়েছে ওপরের বাক্যগুলোতে اَلتُّفَّاحَ ও مَحْمُوْدًا শব্দদ্বয় হলো مَفْعُوْلٌ بِهِ

مَفْعُوْلٌ بِهِ-এর পরিচয় : فَاعِلٌ-এর فِعْلٌ যার ওপর পতিত হয় তাকে مَفْعُوْلٌ بِهِ বলে فِعْلٌ কে উল্লেখ করে কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তরে যে শব্দ আসবে তাই مَفْعُوْلٌ بِهِ হবে

مَفْعُوْلٌ بِهِ সবসময় فِعْلٌ দ্বারা مَنْصُوْبٌ হয় যেমন- خَلَقَ اللهُ الْإِنْسَانَ (আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন) এ বাক্যে الْإِنْسَانَ শব্দটি مَفْعُوْلٌ بِهِ হয়েছে

اَلْمَفْعُوْلُ فِيْهِ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

سَافَرَ زَيْدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (যায়েদ শুক্রবারে সফর করলো)

جَلَسَ عَلِيٌّ أَمَامَ الْمَسْجِدِ (আলী মসজিদের সামনে বসলো)

উপরের বাক্য দুটিতে يَوْمَ الْجُمُعَةِ ও أَمَامَ الْمَسْجِدِ শব্দদ্বয় مَفْعُوْلٌ فِيْهِ হয়েছে কারণ, প্রথম বাক্যে سَافَرَ زَيْدٌ এর সাথে يَوْمَ الْجُمُعَةِ যুক্ত করে زَيْدٌ কখন সফর করেছে তা উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যে جَلَسَ عَلِيٌّ এর সাথে أَمَامَ الْمَسْجِدِ যুক্ত করে عَلِيٌّ কোথায় বসেছে তা উল্লেখ করা হয়েছে উক্ত বাক্য দুটিতে يَوْمَ الْجُمُعَةِ ও أَمَامَ الْمَسْجِدِ যুক্ত করে فِعْلٌ সংঘটিত হওয়ার সময় ও স্থান বোঝানো হয়েছে

مَفْعُوْلٌ فِيْهِ-এর পরিচয় যে শব্দ দ্বারা فِعْلٌ সংঘটিত হওয়ার সময় বা স্থান বোঝানো হয়, তাকে مَفْعُوْلٌ فِيْهِ বলে فِعْلٌ কে উল্লেখ করে 'কোথায়' বা 'কখন' দ্বারা প্রশ্ন করলে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা مَفْعُوْلٌ فِيْهِ হবে।

فِعْلٌ এর সময় বা স্থান বোঝানোর জন্যে যদি فِيْ ব্যবহার করা হয় তাহলে তাকে مَفْعُوْلٌ فِيْهِ বলা হয় না বরং جَرٌّ مَجْرُوْرٌ বলে যথা سَافَرْتُ فِي الشَّهْرِ الْمَاضِيْ (আমি গতমাসে ভ্রমণ করেছি)

اَلْمَفْعُوْلُ لَهُ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

قُمْتُ إِكْرَامًا لِلْمُدِيْرِ (আমি অধ্যক্ষের সম্মানার্থে দাঁড়ালাম)

ضَرَبْتُ الْوَلَدَ تَأْدِيْبًا (আমি ছেলেটিকে আদব শিক্ষা দেয়ার জন্যে প্রহার করলাম)

উপরের বাক্য দুটিতে إِكْرَامًا ও تَأْدِيْبًا শব্দদ্বয় مَفْعُوْلٌ لَهُ। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রথম বাক্যে قُمْتُ এর সাথে إِكْرَامًا যুক্ত করে দাঁড়ানোর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় বাক্যে ضَرَبْتُ الْوَلَدَ এর সাথে تَأْدِيْبًا যুক্ত করে প্রহারের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তাহলে বোঝা গেল, إِكْرَامًا ও تَأْدِيْبًا শব্দদ্বয় দ্বারা فِعْلٌ সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে

مَفْعُوْلٌ لَهُ-এর পরিচয় : যে مَصْدَرٌ দ্বারা فِعْلٌ সংঘটিত হওয়ার কারণ বর্ণনা করা হয় তাকে مَفْعُوْلٌ لَهُ বলে فِعْلٌ কে 'কেন' দিয়ে প্রশ্ন করে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা مَفْعُوْلٌ لَهُ হয় مَفْعُوْلٌ لَهُ সব সময় مَصْدَرٌ দ্বারা مَنْصُوْبٌ হয় فِعْلٌ সংঘটিত করার কারণটি যদি হরফুল জার لَامْ বা مِنْ দ্বারা উল্লেখ করা হয় তখন তাকে مَفْعُوْلٌ لَهُ না বলে جَارٌ مَجْرُوْر বলা হয় যথা ضَرَبْتُ لِتَّأْدِيْبِ (শিষ্টাচার শিখানোর জন্য আমি মেরেছি)

اَلْمَفْعُوْلُ مَعَهُ

নিচের বাক্যটির প্রতি লক্ষ্য কর

صَلَّيْتُ وَعَمْرًا (আমি আমরের সাথে নামায পড়লাম)

উপরের বাক্যে وَاوٌ অর্থ مَعَ এবং عَمْرًا শব্দটি مَفْعُوْلٌ مَعَهُ হয়েছে

مَفْعُوْلٌ مَعَهُ-এর পরিচয় : مَعَ-এর অর্থবোধক وَاوٌ এর পর যে اِسْمْ আসে তাকে مَفْعُوْلٌ مَعَهُ বলে

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ কাকে বলে ? উদাহরণসহ আলোচনা কর।

২। اَلْمَفْعُوْلُ بِهِ বলতে কী বোঝায় ? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে লেখ

৩ اَلْمَفْعُوْلُ فِيْهِ কাকে বলে ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর

৪ اَلْمَفْعُوْلُ لَهُ কাকে বলে ? উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

৫ اَلْمَفْعُوْلُ مَعَهُ এর সংজ্ঞা উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

৬। নিচের বাক্যে যেসব مَفْعُوْل রয়েছে তার নাম উল্লেখ কর

ضَرَبْتُ الرَّجُلَ الشِّرِّيْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَامَ الْأَمِيْرِ ضَرْبًا شَدِيْدًا فِي دَارِهِ تَأْدِيْبًا وَالْخَشَبَةَ

اَلدَّرْسُ الثَّامِنُ : অষ্টম পাঠ

اَلْمَبْنِيَّاتُ

মাবনীসমূহ

নিচের বাক্যগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(ক)

دَخَلَ خَالِدٌ فِي الْمَدْرَسَةِ (খালিদ মাদ্রাসায় প্রবেশ করেছে)

رَأَيْتُ خَالِدًا فِي الْمَدْرَسَةِ (আমি খালিদকে মাদ্রাসায় দেখেছি)

جَلَسْتُ مَعَ خَالِدٍ فِي الْمَدْرَسَةِ (আমি মাদ্রাসায় খালেদের সাথে বসেছি)।

(খ)

دَخَلَ هٰؤُلَاءِ فِي الْمَدْرَسَةِ (এরা মাদ্রাসায় প্রবেশ করেছে)।

رَأَيْتُ هٰؤُلَاءِ فِي الْمَدْرَسَةِ (আমি এদের মাদ্রাসায় দেখেছি)

جَلَسْتُ مَعَ هٰؤُلَاءِ فِي الْمَدْرَسَةِ (আমি মাদ্রাসায় এদের সাথে বসেছি)

উপরের (ক) অংশের বাক্যগুলোতে خَالِدٌ শব্দটির শেষ অক্ষর তিনটি বাক্যে তিন রকম তথা প্রথম বাক্যে خَالِدٌ (পেশ যোগে), দ্বিতীয় বাক্যে خَالِدًا (যবর যোগে), তৃতীয় বাক্যে خَالِدٍ (যের যোগে) হয়েছে এ জাতীয় পরিবর্তনশীল শব্দকে নাহুর পরিভাষায় مُعْرَبٌ বলা হয়

পক্ষান্তরে (খ) অংশের বাক্যগুলোতে هٰؤُلَاءِ শব্দটির শেষ অক্ষরটিতে কোনো পরিবর্তন হয়নি তিনটি বাক্যেই একই অবস্থায় আছে এ জাতীয় অপরিবর্তনশীল শব্দকে নাহুর পরিভাষায় مَبْنِيٌّ বলে

اَلْقَوَاعِدُ

مَبْنِيٌّ-এর পরিচয় : যে সব শব্দের শেষ অক্ষর عَامِلٌ এর বিভিন্নতা সত্ত্বেও বাক্যে একই রকম থাকে, তাদেরকে مَبْنِيٌّ বলে

مَبْنِيٌّ-এর প্রকার : مَبْنِيٌّ তিন প্রকার যথা

১. اَلْأَسْمَاءُ الْمَبْنِيَّةُ

২. اَلْأَفْعَالُ الْمَبْنِيَّةُ ও ৩. اَلْحُرُوفُ الْمَبْنِيَّةُ

اَلْأَسْمَاءُ الْمَبْنِيَّةُ-এর বিবরণ :

ইসম এর মধ্যে যে সব ইসম মাবনী হয়, উহাদেরকে اَلْأَسْمَاءُ الْمَبْنِيَّةُ বলে

اَلْأَسْمَاءُ الْمَبْنِيَّةُ মোট দশ প্রকার। যথা -

১ اَلضَّمَائِرُ (সর্বনামসমূহ) যথা -هُوَ ، هُمَا، هُمْ ইত্যাদি

২ أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ (ইঙ্গিতজ্ঞাপক ইসমসমূহ) যথা- ذٰلِكَ ، هٰذِهِ ، هٰذَا ইত্যাদি

৩ اَلْأَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلَةُ (সম্বন্ধসূচক ইসমসমূহ) যথা- اَلَّذِيْنَ ، اَلَّتِيْ ، اَلَّذِيْ ইত্যাদি

৪ أَسْمَاءُ الشَّرْطِ (শর্তসূচক ইসমসমূহ) যথা مَهْمَا ، مَا ، مَنْ ইত্যাদি

৫ أَسْمَاءُ الْإِسْتِفْهَامِ (প্রশ্নবোধক ইসমসমূহ) যথা- مَتٰى ، أَيْنَ ، مَنْ ইত্যাদি

৬। أَسْمَاءُ الْأَفْعَالِ (ক্রিয়ার অর্থবোধক ইসমসমূহ) যথা- حَيْهَلْ ، نَزَالِ ، دُوْنَكَ ইত্যাদি।

৭ بَعْضُ الظُّرُوْفِ (স্থান বা কালবাচক ইসমসমূহ) যথা- حَيْثُ ، إِذَا ، إِذْ ইত্যাদি

৮ أَسْمَاءُ الْكِنَايَةِ (অস্পষ্ট ইঙ্গিতবাচক ইসমসমূহ) যথা كَمْ ، كَذَا، كَيْتَ، ذَيْتَ ইত্যাদি

৯ أَسْمَاءُ الْأَصْوَاتِ (ধ্বনিসূচক ইসমসমূহ) যথা- غَاقَ ، نَخْ ، بَخْ ইত্যাদি

১০ اَلْمُرَكَّبُ الْبِنَائِيُّ (অপরিবর্তনীয় যৌগিক শব্দ) যথা-بِسْعَةَ عَشَرَ، ثَلٰثَةَ عَشَرَ ، أَحَدَ عَشَرَ ইত্যাদি।

اَلْأَفْعَالُ الْمَبْنِيَّةُ-এর বিবরণ:

যেসব فِعْلٌ মাবনী হয় উহাদেরকে اَلْأَفْعَالُ الْمَبْنِيَّةُ বলে। اَلْأَفْعَالُ الْمَبْنِيَّةُ মোট চার প্রকার যথা-

১. اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ : যথা- فَتَحَ نَصَرَ ইত্যাদি।

২. اَلْمُضَارِعُ مَعَ نُوْنِ الْجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ যথা تَضْرِبْنَ تَضْرِبْنَ يَضْرِبْنَ ইত্যাদি

৩. اَلْمُضَارِعُ مَعَ نُوْنِ التَّاكِيْدِ যথা- لَيَفْعَلَنَّ لَيَنْصُرَنَّ ইত্যাদি।

৪ فِعْلُ الْأَمْرِ لِلْحَاضِرِ الْمَعْرُوْفِ যথা- اُكْتُبْ اُنْصُرْ ইত্যাদি

اَلْحُرُوْفُ الْمَبْنِيَّةُ-এর বিবরণ:

جَمِيْعُ حُرُوْفِ الْمَعَانِيْ তথা সকল প্রকার অর্থবোধক হরফ মাবনীর অন্তর্ভুক্ত
মাবনী আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যথা -

১. مَبْنِيُّ الْأَصْلِ: যে সব শব্দ অন্যের সাথে সাদৃশ্যের কারণে মাবনী নয়; বরং তা সত্ত্বাগতভাবেই মাবনী, উহাদেরকে مَبْنِيُّ الْأَصْلِ বলে مَبْنِيُّ الْأَصْلِ তিন প্রকার। যথা-

ক اَلْفِعْلُ الْمَاضِيْ

খ اَمْرُ الْحَاضِرِ لِلْمَعْرُوْفِ

গ. جَمِيْعُ الْحُرُوْفِ

২ اَلْمُشَابِهُ بِالْمَبْنِيِّ যে সকল শব্দ সত্ত্বাগত ভাবে মাবনী নয় : বরং তা مَبْنِيُّ الْأَصْلِ এর সাথে কোনো না কোনো ভাবে সাদৃশ্য রাখার কারণে مَبْنِيٌّ এর অন্তর্ভুক্ত হয়, উহাদেরকে اَلْمُشَابِهُ بِالْمَبْنِيِّ বলে

উল্লেখ্য, তিন প্রকার مَبْنِيُّ الْأَصْلِ ব্যতীত সকল প্রকার মাবনী اَلْمُشَابِهُ بِالْمَبْنِيِّ এর অন্তর্ভুক্ত

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। مبني কাকে বলে ? উদাহরণ দাও

২। مبني কত প্রকার ও কী কী ? প্রত্যেকটির ১টি করে উদাহরণ দাও

৩ مبني الأصل ও مبني بالمشابه কাকে বলে? উদাহরণসহ লেখ

৪ নিচের বাক্যগুলো থেকে مبني খোঁজে বের কর :

১- جَاءَ زَيْدٌ ২ كَانَ خَالِدٌ عَالِمًا.

৩- هٰذَا قَلَمٌ ৪- فَاطِمَةُ وَ زَيْنَبُ وَ خَدِيْجَةُ يَذْهَبْنَ.

৫ اُنْصُرْ خَالِدًا ৬ جَلَسْتُ مَعَ أَبِيْ فِي الْمَسْجِدِ

৬- هٰؤُلَاءِ طُلَّابٌ ৭- إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ.

اَلدَّرْسُ التَّاسِعُ : নবম পাঠ

اَلْمُعْرَبُ : تَعْرِيْفُهُ وَأَقْسَامُهُ

মু'রাব : তার পরিচয় ও প্রকারসমূহ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(ক)

أَكَلَ زَيْدٌ تُفَّاحًا (যায়েদ আপেল খেয়েছে)।

رَأَيْتُ زَيْدًا فِي الْمَسْجِدِ (আমি যায়েদকে মসজিদে দেখেছি)

مَرَرْتُ بِزَيْدٍ (আমি যায়েদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি)

(খ)

أَكَلَ أَخُوْكَ تُفَّاحًا (তোমার ভাই আপেল খেয়েছে)

رَأَيْتُ أَخَاكَ فِي الْمَسْجِدِ (আমি তোমার ভাইকে মসজিদে দেখেছি)

مَرَرْتُ بِأَخِيْكَ (আমি তোমার ভাইয়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি)

উপরের 'ক' অংশের বাক্যসমূহে زَيْدٌ শব্দটির শেষ অক্ষরে حَرَكَةٌ এর পরিবর্তন হয়েছে যথা- প্রথম বাক্যে زَيْدٌ (পেশযোগে), দ্বিতীয় বাক্যে زَيْدًا (যবরযোগে) এবং তৃতীয় বাক্যে زَيْدٌ (যেরযোগে) হয়েছে অনুরূপভাবে 'খ' অংশের বাক্যগুলোতে أَخٌ শব্দটির শেষেও বিভিন্নভাবে পরিবর্তন হয়েছে প্রথম বাক্যে أَخُوْ দ্বিতীয় বাক্যে أَخَا এবং তৃতীয় বাক্যে أَخِيْ হয়েছে

শব্দের শেষে এ জাতীয় পরিবর্তনের নাম إِعْرَابٌ এবং পরিবর্তনশীল اِسْمٌ এর নাম اِسْمُ الْمُعْرَبِ

اَلْقَوَاعِدُ

اِسْمُ الْمُعْرَبِ-এর সংজ্ঞা: هِدَايَةُ النَّحْوِ গ্রন্থকার বলেন

اَلْاِسْمُ الْمُعْرَبُ هُوَ كُلُّ اِسْمٍ رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ وَلَا يُشْبِهُ مَبْنِيَّ الْأَصْلِ.

অর্থাৎ যে সকল ইসম অন্য শব্দের সাথে যুক্ত হয় এবং مَبْنِيِّ الْأَصْلِ এর সাথে কোনোভাবেই সাদৃশ্য রাখে না, সে সকল ইসমকে اِسْمُ الْمُعْرَبِ বলে

إِسْمُ الْمُعْرَبُ-এর হুকুম : এ প্রসঙ্গে هِدَايَةُ النَّحْوِ গ্রন্থকার বলেন-

وَحُكْمُهُ أَنْ يَخْتَلِفَ أَخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ لَفْظًا أَوْ تَقْدِيرًا

অর্থাৎ আমেলের বিভিন্নতার কারণে শেষ অক্ষরে শব্দগতভাবে বা উহ্যভাবে পরিবর্তন সাধিত হওয়াই إِسْمُ الْمُعْرَبُ এর হুকুম।

عَامِلٌ-এর পরিচয় পাঠের শুরুতে বর্ণিত বাক্যগুলোর প্রতি পুনরায় লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে, خَالِدٌ ও أَخٌ শব্দদ্বয়ের পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে এদের পূর্বে প্রথম বাক্যে أَكَلَ, দ্বিতীয় বাক্যে رَأَيْتُ এবং তৃতীয় বাক্যে ـ এসেছে। শব্দের শেষে এ জাতীয় পরিবর্তনকারী শব্দসমূহের নাম عَامِلٌ

সুতরাং বলা যায়, যেসব শব্দের কারণে إِسْمُ الْمُعْرَبُ এর শেষে إِعْرَابٌ (তথা যবর, যের, পেশ অথবা ওয়াও, আলিফ, ইয়া) এর পরিবর্তন সাধিত হয় তাদেরকে عَامِلٌ বলে তাই উপরোক্ত বাক্যসমূহে أَكَلَ - رَأَيْتَ ও اَلْبَاءُ হলো عَامِلٌ।

عَامِلٌ-এর প্রকার : إِسْم এর عَامِلٌ তিন প্রকার যথা رَافِعٌ - نَاصِبٌ ও جَارٌّ.

❑ যে আমেলের কারণে ইসম এর শেষে عَلَامَةُ الرَّفْعِ যুক্ত হয়, তাকে عَامِلٌ رَافِعٌ বলে যেমন- قَامَ زَيْدٌ বাক্যে قَامَ ক্রিয়াটি হলো عَامِلٌ رَافِعٌ

عَلَامَةُ الرَّفْعِ তিনটি। যথা-

১ اَلضَّمَّةُ যেমন جَائَنِي زَيْدٌ (আমার নিকট যায়েদ এসেছে)

২। اَلْوَاوُ যেমন جَاءَ الْمُسْلِمُوْنَ (মুসলমানগণ এসেছে)।

৩ اَلْأَلِفُ যেমন - جَائَنِي رَجُلَانِ (আমার নিকট দু'জন লোক এসেছে)

❑ যে আমেল এর কারণে ইসম এর শেষে عَلَامَةُ النَّصْبِ যুক্ত হয়, তাকে عَامِلٌ نَاصِبٌ বলে যেমন- إِنَّ خَالِدًا غَنِيٌّ (নিশ্চয়ই খালিদ সম্পদশালী) বাক্যে إِنَّ হলো عَامِلٌ نَاصِبٌ

عَلَامَةُ النَّصْبِ মোট পাঁচটি যথা

১ اَلْفَتْحَةُ যেমন رَأَيْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদকে দেখেছি)

২ اَلْكَسْرَةُ যেমন- رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ (আমি মুসলিম নারীদের দেখেছি)

৩ اَلْأَلِفُ যেমন رَأَيْتُ أَخَاكَ (আমি তোমার ভাইকে দেখেছি)।

৪। اَلْيَاءُ السَّاكِنَةُ الْمَفْتُوْحَةُ مَا قَبْلَهَا যেমন- رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ (আমি দু'জন লোক দেখেছি)

৫ اَلْيَاءُ السَّاكِنَةُ الْمَكْسُوْرَةُ مَا قَبْلَهَا যেমন- رَأَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ (আমি মুসলমানদের দেখেছি)।

❑ যে আমেল এর কারণে ইসম এর শেষে عَلَامَةُ الْجَرِّ যুক্ত হয়, তাকে عَامِلٌ جَارٌّ বলে যেমন عَامِلٌ جَارٌّ হরফটি دَخَلْتُ فِي الْمَسْجِدِ বাক্যে

عَلَامَةُ الْجَرِّ মোট চারটি। যথা-

১ اَلْكَسْرَةُ যেমন- مَرَرْتُ بِزَيْدٍ (আমি যায়েদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি)

২ اَلْفَتْحَةُ যেমন- مَرَرْتُ بِعُمَرَ (আমি উমরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি)।

৩ اَلْيَاءُ السَّاكِنَةُ الْمَفْتُوْحَةُ مَا قَبْلَهَا যেমন- مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ (আমি দু'জন লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি)

৪। اَلْيَاءُ السَّاكِنَةُ الْمَكْسُوْرَةُ مَا قَبْلَهَا যেমন مَرَرْتُ بِالْمُسْلِمِيْنَ (আমি মুসলমানদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি)

مُعْرَبٌ-এর প্রকার : عَامِلٌ-এর সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে اِسْمُ الْمُعْرَبِ তিন প্রকার যথা-

১ اِسْمٌ مَرْفُوْعٌ

২ اِسْمٌ مَنْصُوْبٌ ও

৩ اِسْمٌ مَجْرُوْرٌ

اِسْمٌ مَرْفُوْعٌ-এর পরিচয় : যে ইসমের পূর্বে عَامِلٌ رَافِعٌ প্রবেশ করে, তাকে اِسْمٌ مَرْفُوْعٌ বলে

اِسْمٌ مَرْفُوْعٌ আট প্রকার। যথা-

১ اَلْفَاعِلُ : যেমন- خَلَقَ اللهُ الْاِنْسَانَ (আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন)

২ نَائِبُ الْفَاعِلِ . যেমন- خُلِقَ الْاِنْسَانُ (মানুষ সৃষ্টি হয়েছে)

৩ ও ৪। اَلْمُبْتَدَأُ وَ الْخَبَرُ : যেমন- اَللّٰهُ غَفُوْرٌ (আল্লাহ ক্ষমাশীল)।

৫ خَبَرُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا যেমন- إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ (নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল)

৬ اِسْمُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا যেমন كَانَ اللهُ عَزِيْزًا (আল্লাহ পরাক্রমশালী)

৭ اِسْمُ مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ যেমন مَا زَيْدٌ قَائِمًا (যায়েদ দণ্ডায়মান নয়)

৮ خَبَرُ لَا الَّتِيْ لِنَفْيِ الْجِنْسِ যেমন- لَا طَالِبَ حَاضِرٌ (কোনো ছাত্র উপস্থিত নয়)

اِسْمٌ مَنْصُوْبٌ -এর পরিচয় : যে ইসম এর পূর্বে نَاصِبْ عَامِلْ প্রবেশ করে, তাকে اِسْمٌ مَنْصُوْبٌ বলে

اِسْمٌ مَنْصُوْبٌ বারো প্রকার। যথা-

১ اَلْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ যেমন- غَسَلْتُ غُسْلًا (আমি বিশেষভাবে ধৌত করলাম)

২। اَلْمَفْعُوْلُ بِهِ : যেমন- رَأَيْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদকে দেখলাম)

৩ اَلْمَفْعُوْلُ فِيْهِ : যেমন- دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ (আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম)

৪ اَلْمَفْعُوْلُ لَهُ : যেমন- قُمْتُ إِكْرَامًا لِلْأُسْتَاذِ (আমি শিক্ষকের সম্মানার্থে দাঁড়ালাম)

৫। اَلْمَفْعُوْلُ مَعَهُ : যেমন- صَلَّيْتُ وَبَكْرًا (আমি বকরসহ সালাত আদায় করলাম)।

৬ اَلْحَالُ : যেমন صَلَّيْتُ قَائِمًا (আমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলাম)

৭ اَلتَّمْيِيْزُ . যেমন- عِنْدِيْ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا (আমার নিকট বিশটি দিরহাম আছে)

৮ اَلْمُسْتَثْنَى . যেমন- جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا خَالِدًا (খালেদ ছাড়া কাওমের সবাই এসেছে)।

৯। اِسْمُ إِنَّ وَأَخَوَاتِهَا . যেমন- إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ (নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল)।

১০ خَبَرُ كَانَ وَأَخَوَاتِهَا যেমন كَانَ اللهُ عَزِيْزًا (আল্লাহ পরাক্রমশালী)

১১ خَبَرُ مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ : যেমন مَا زَيْدٌ قَائِمًا (যায়েদ দণ্ডায়মান নয়)

১২। اِسْمُ لَا الَّتِيْ لِنَفْيِ الْجِنْسِ যেমন- لَا رَيْبَ فِيْهِ (এতে কোনো সন্দেহ নেই)

اِسْمٌ مَجْرُوْرٌ-এর পরিচয় : যে ইসম এর পূর্বে عَامِلٌ جَارٌّ প্রবেশ করে তাকে اِسْمٌ مَجْرُوْرٌ বলে

اِسْم مَجْرُوْر দু'প্রকার যথা -

১ اَلْمَجْرُوْرُ بِالْجَارِّ : যেমন مَرَرْتُ بِزَيْدٍ (আমি যায়েদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম)

২ اَلْمُضَافُ إِلَيْهِ - যেমন هٰذَا قَلَمُ زَيْدٍ (এটি যায়েদের কলম)

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ اِسْمُ الْمُعْرَب ও اِعراب কাকে বলে ? উদাহরণসহ লেখ।

২ عامل কাকে বলে ? কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৩। عامل এর সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে اِسْمُ الْمُعْرَب কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ

৪ اِسْمٌ مَرْفُوْعٌ কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৫। اِسْمُ منصوب কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

৬ اِسْمُ مجرور কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ

৭। নিচের বাক্যগুলো থেকে বিভিন্ন প্রকার عامل ও معرب বের কর অতঃপর معرب শব্দসমূহের اِعراب বর্ণনা কর:

١- دَخَلَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ.

٢- خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ.

٣- صَلَّى جَدُّكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ التَّرَاوِيْحِ فِي الْبَيْتِ.

اَلدَّرْسُ الْعَاشِرُ : দশম পাঠ

اَلْحُرُوْفُ الْجَارَّةُ

হরফে জারসমূহ

اَلْحُرُوْفُ الْجَارَّةُ-এর পরিচয় : আরবি ভাষায় কতিপয় হরফ রয়েছে যেগুলো اِسْمْ এর পূর্বে এসে তার শেষাক্ষরে جَرْ বা যের প্রদান করে পরিভাষায় এসব হরফকে اَلْحُرُوْفُ الْجَارَّةُ বলে এগুলো সবই মাবনী এ ধরনের حَرْفٌ মোট ১৭টি যথা–

بَاء، تَاء، كَاف، لَام، وَاوْ، مُنْذُ، مُذْ، حَلَا،

رُبَّ، حَاشَا، مِنْ، عَدَا، فِيْ، عَنْ، عَلَى، حَتَّى، إِلَى،

নিচে প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ প্রদান করা হলো-

১ كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ (আমি কলম দ্বারা লিখলাম)।

২ تَاللهِ لَا أَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَبَدًا (আল্লাহর শপথ আমি কখনো নামায ছাড়বো না)

৩। زَيْدٌ كَالْأَسَدِ (যায়েদ সিংহের মত)।

৪ اَلْحَمْدُ لِلهِ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে)

৫ وَاللهِ لَا أَغِيْبُ عَنِ الْمَدْرَسَةِ (আল্লাহর শপথ আমি মাদ্রাসায় অনুপস্থিত থাকবো না)

৬ ذَهَبَ خَالِدٌ إِلَى الْمَدْرَسَةِ (খালিদ মাদ্রাসায় গেলো)

৭ قَرَأْتُ الْكِتَابَ حَتَّى الْخَاتِمَةِ (আমি বইটি উপসংহারসহ পড়লাম)

৮ جَلَسْتُ عَلَى الْكُرْسِيِّ (আমি চেয়ারের উপর বসলাম)

৯ دَخَلَ الطَّالِبُ فِي الصَّفِّ (ছাত্রটি শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলো)

১০ لَا أَعْرِفُ عَنْ خَالِدٍ (আমি খালিদ সম্পর্কে জানি না)।

১১ خَرَجَ سَعِيْدٌ مِنَ الْغُرْفَةِ (সাঈদ কক্ষ থেকে বের হয়ে গেলো)

১২ مَا رَأَيْتُ نَعِيْمًا مُنْذُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (আমি নাঈমকে শুক্রবার থেকে দেখিনি)

১৩ هُوَ غَائِبٌ مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (সে তিন দিন যাবৎ অনুপস্থিত)

১৪ رُبَّ مُسْلِمٍ لَا يَعْرِفُ عَنِ الْإِسْلَامِ (অনেক মুসলমান ইসলাম সম্পর্কে জানে না)

১৫ حَضَرَ الطُّلَّابُ خَلَا نَعِيْمٍ (নাঈম ছাড়া সব ছাত্র উপস্থিত হলো)

১৬। ذَهَبَ الطُّلَّابُ عَدَا رَفِيْقٍ (রফিক ছাড়া সব ছাত্র গেল)

১৭ دَخَلَ الْأُسْتَاذُ خَلَا شَهِيْدٍ (শহীদ ছাড়া শিক্ষক প্রবেশ করল)

(خَلَا ও عَدَا - حَاشَا এ তিনটি শব্দ أَدَاةُ الْإِسْتِثْنَاءِ হিসেবেও ব্যবহৃত হয়)

حَرْفُ الْجَرِّ যে اِسْمْ-এর পূর্বে প্রবেশ করে তাকে مَجْرُوْرٌ বলে حَرْفُ الْجَرِّ ও مَجْرُوْرٌ মিলে তার পূর্বে উল্লিখিত فِعْلٌ বা شِبْهُ الْفِعْلِ এর সাথে مُتَعَلِّقٌ হয়। فِعْلٌ বা شِبْهُ الْفِعْلِ উল্লেখ না থাকলে সাধারণত كَائِنٌ বা ثَابِتٌ مَوْجُوْدٌ ইত্যাদি কোনো একটি গোপন شِبْهُ الْفِعْلِ এর সাথে مُتَعَلِّقٌ করতে হয় যথা– اَلْحَمْدُ ثَابِتٌ لِلّٰهِ অর্থাৎ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

এ বাক্যে اَلْحَمْدُ হলো مُبْتَدَأٌ আর ثَابِتٌ হলো شِبْهُ الْفِعْلِ الْمَحْذُوْفِ এবং لَامٌ হলো حَرْفُ جَرٌّ আর اَللّٰهُ শব্দটি مَجْرُوْرٌ - حَرْفُ جَرٌّ ও مَجْرُوْرٌ মিলে شِبْهُ الْفِعْلِ الْمَحْذُوْفِ এর সাথে مُتَعَلِّقٌ অতঃপর مُتَعَلِّقٌ ও شِبْهُ الْفِعْلِ মিলে خَبَرٌ পরিশেষে مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। حرف جار কয়টি ও কী কী? লেখ।

২। ৫ টি حرف جار উদাহরণসহ লেখ।

৩ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং তা থেকে حَرْفُ جَارٌّ গুলো খুঁজে বের কর:

خَلَقَ اللهُ أَدَمَ مِنَ التُّرَابِ . فَأَسْكَنَهُ فِي الْجَنَّةِ وَأَمَرَ لِلْمَلَائِكَةِ أَنْ يَسْجُدُوْا لَهُ . فَسَجَدُوْا كُلُّهُمْ إِلَّا إِبْلِيْسَ . وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ فَنَصَبَهُ عَلَيْهِ فَبِذٰلِكَ يَجْتَهِدُ كُلَّ أَوَانٍ لِتَضْلِيْلِ بَنِي أَدَمَ. فَعَلَيْنَا أَنْ نَجْتَنِبَ عَنْ تَضْلِيْلِهِ بِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالٰى.

৪ নিচের অংশের إِعْرَابْ দাও এবং عَامِلْ বের কর .

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - إِنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - الطَّيْرُ عَلَى الشَّجَرَةِ - اَلْقَلَمُ عَلَى الطَّاوِلَةِ - اَلْمُصَلُّوْنَ فِي الْمَسْجِدِ - كُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ لِلّٰهِ - خَرَجْتُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ -

اَلدَّرْسُ الْحَادِي عَشَرَ : একাদশ পাঠ

اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ

হরফে মুশাব্বাহা বিলফেলসমূহ

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(ب)	(اَلف)
إِنَّ خَالِدًا عَيٌّ	خَالِدٌ عَيٌّ
أَعْرِفُ أَنَّ زَيْدًا طَالِبٌ	زَيْدٌ طَالِبٌ
كَأَنَّ عِمْرَانَ أَسَدٌ	عِمْرَانُ أَسَدٌ
لَيْتَ الْأُسْتَاذَ حَيٌّ	اَلْأُسْتَاذُ حَيٌّ
لَعَلَّ مَسْعُوْدًا حَاضِرٌ	مَسْعُوْدٌ حَاضِرٌ
تَكْرُمُ حَاضِرٌ لٰكِنَّ زَيْدًا غَائِبٌ	زَيْدٌ غَائِبٌ

উপরের اَلِفْ অংশের বাক্যগুলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ। এ جُمْلَةٌ গুলোর পূর্বে اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ যুক্ত করে ب অংশেও লেখা রয়েছে যার ফলে مُبْتَدَأ টি رَفْعٌ এর পরিবর্তে نَصْبٌ বিশিষ্ট এবং خَبَرٌ টি رَفْعٌ বিশিষ্ট হয়েছে।

তাহলে আমরা বলতে পারি, اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ গুলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর পূর্বে এসে মুবতাদাকে نَصْبٌ এবং খবরকে رَفْعٌ প্রদান করে তখন মুবতাদাকে حَرْفٌ গুলোর اِسْمٌ এবং খবরকে حَرْفٌ গুলোর خَبَرٌ বলা হয় اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ এর اِسْمٌ ও خَبَرٌ মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়

اَلْقَوَاعِدُ

পরিচয় : যে হরফগুলো لَفْظٌ এবং مَعْنًى এর দিক থেকে فِعْلٌ এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে সেগুলোকে اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ বলে।

اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ মোট ছয়টি। যথা- إِنَّ أَنَّ كَأَنَّ لَيْتَ لٰكِنَّ لَعَلَّ

اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ -এর حَرْفٌ গুলো বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় যথা-

إِنَّ ও أَنَّ= নিশ্চয় অর্থে যেমন إِنَّ زَيْدًا طَالِبٌ (নিশ্চয় যায়েদ একজন ছাত্র)

أَعْلَمُ أَنَّ زَيْدًا طَالِبٌ (আমি জানি, নিশ্চয় যায়েদ একজন ছাত্র)

كَأَنَّ – যেন/ মনে হয় অর্থে যেমন- كَأَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ (যায়েদ যেন সিংহ)

لَيْتَ = আকাঙ্খা প্রকাশ করা অর্থে যেমন- لَيْتَ الْأُسْتَاذَ حَيٌّ (হায়! ওস্তাদ যদি জীবিত থাকতেন)

لٰكِنَّ = কিন্তু অর্থে যেমন بَكْرٌ حَاضِرٌ لٰكِنَّ مَسْعُوْدًا غَائِبٌ (বকর উপস্থিত কিন্তু মাসউদ অনুপস্থিত)।

لَعَلَّ – আশা ব্যক্ত অর্থে যেমন- لَعَلَّ حَامِدًا سَالِمٌ (আশা করা যায় হামিদ নিরাপদ)

اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ দুটি দিক দিয়ে فِعْلٌ এর সাথে শাব্দিক মিল রাখে তা হলো-

১ فِعْلٌ مَاضِيْ যেমন فَتَحَ-এর উপর مَبْنِيٌّ হয়, তেমনি এ حَرْفٌ গুলোও فَتَحَ-এর উপর مَبْنِيٌّ হয়

২ فِعْلٌ যেমন ضَرَبَنِيْ ও ضَرَبَنِيْ হয়, তদ্রুপ এ حَرْفٌ গুলো لَعَلَّنِيْ ও زَيْدًا হয়

অর্থের দিক থেকে فِعْلٌ এর সাথে সাদৃশ্য নিম্নরূপ-

১ إِنَّ ও أَنَّ حَقَّقْتُ (আমি নিশ্চিত হলাম) অর্থে।

২. كَأَنَّ شَبَّهْتُ (আমি উপমা দিলাম) অর্থে।

৩ لٰكِنَّ اِسْتَدْرَكْتُ (আমি অস্পষ্টতাকে দূর করলাম) অর্থে।

৪ لَيْتَ تَمَنَّيْتُ (আমি আকাঙ্খা করলাম) অর্থে।

৫. لَعَلَّ اِحْتَمَلْتُ (আমি সম্ভব মনে করলাম) অর্থে

এছাড়া فِعْلٌ এর সাথে সামঞ্জস্যতার আরেকটি বিশেষ দিক হলো, فِعْلٌ যেমন নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে فَاعِلٌ ও مَفْعُوْلٌ এর প্রতি মুখাপেক্ষী, তদ্রুপ এ حَرْفٌ গুলো নিজের অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে اِسْمٌ ও خَبَرٌ এর প্রতি মুখাপেক্ষী।

إِنَّ এর هَمْزَةٌ কে চার স্থানে كَسْرَةٌ যোগে পড়া হয়। যথা-

১। جُمْلَةٌ এর শুরুতে হলে। যেমন- إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ (নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল)

২। قَوْلٌ এর পর। যেমন- قَالَ بَكْرٌ إِنِّى لَاأَتْرُكُ الصَّلَاةَ (বকর বলল, নিশ্চয়ই আমি সালাত ছাড়ব না)

৩। قَسَمٌ এর পর। যেমন- وَاللهِ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ। আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই যায়েদ দণ্ডায়মান)

৪। যখন তার خَبَرٌ এর প্রথমে لَامُ الْ كِيْدِ আসে যেমন- وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ

আর পাঁচ স্থানে أَنَّ কে مَفْتُوْحٌ পড়া হয়. যথা

১। বাক্যের মাঝখানে হলে যেমন- فَهِمْتُ أَنَّ الْقُرْاٰنَ حَقٌّ (আমি বুঝলাম, নিশ্চয়ই কুরআন সত্য)

২ عَلِمَ-এর পর যেমন- عَلِمْتُ أَنَّ بَكْرًا حَافِظٌ (আমি জানলাম, নিশ্চয়ই বকর সংরক্ষণকারী)

৩ ظَنَّ-এর পর যেমন- ظَنَنْتُ أَنَّ زَيْدًا مَرِيْضٌ (আমি ধারনা করলাম, নিশ্চয়ই যায়েদ অসুস্থ)

৪। لَوْلَا এর পর যেমন- لَوْلَا أَنَّ اللهَ يَرْحَمُنِيْ لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ (যদি আল্লাহ দয়া না করতেন, তবে অবশ্যই আমি ক্ষতিগ্রস্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম

৫ لَوْ এর পর যেমন- لَوْ أَنِّيْ ذَهَبْتُ إِلَى مَكَّةَ (যদি আমি মক্কায় যেতে পারতাম)

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ কাকে বলে ? কয়টি ও কী কী? সেগুলো مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ এর পূর্বে এসে কি কাজ করে ? উদাহরণসহ লেখ।

২ اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ গুলোর অর্থ উদাহরণসহ লেখ

৩ কত স্থানে إِنَّ কে كَسْرَةٌ যোগে পড়া হয়? উদাহরণসহ লেখ।

৪। কত স্থানে إِنَّ কে مَفْتُوْحٌ পড়া হয়? উদাহরণসহ লেখ

৫ নিম্নের বাক্যগুলোর তারকীব কর :

إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ ظَنَنْتُ أَنَّ زَيْدًا مَرِيْضٌ عَلِمْتُ أَنَّ بَكْرًا حَافِظٌ فَهِمْتُ أَنَّ الْقُرْاٰنَ حَقٌّ

৬ নিম্নের (ألف) অংশের বাক্যগুলোর দ্বারা (ب) অংশের শূন্যস্থান পূরণ কর এবং حركة দাও :

(ألف)	(ب)
خالد فلاح	إن خالدا فلاح
الطالبان قادمان	إن .....
المسلمون مجاهدون	إن .....
أخوك حي	ليت .....
التلميذات حاضرات	لعل .....
الكافرون داخلون في النار	ولكن .....
خالد أسد	كأن .....

اَلدَّرْسُ الثَّانِيْ عَشَرَ : দ্বাদশ পাঠ

اَلْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ

আফয়ালে নাকিসা

নিচের উদাহরণগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর-

(ألف)	(ب)
عَمْرٌو تَاجِرٌ	كَانَ عَمْرٌو تَاجِرًا
بَكْرٌ فَقِيْرٌ	صَارَ بَكْرٌ فَقِيْرًا
اَلْمَطَرُ نَازِلٌ	ظَلَّ الْمَطَرُ نَازِلاً

উপরের أَلِفْ অংশের বাক্যগুলো جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ যা مُبْتَدَأٌ ও خَبَرٌ দ্বারা গঠিত এ جُمْلَةٌ গুলোর পূর্বে أَفْعَالٌ نَاقِصَةٌ যুক্ত করে ب অংশে লেখা হয়েছে। যার ফলে مُبْتَدَأٌ টি আগের মত رَفْعٌ বিশিষ্ট এবং خَبَرٌ টি رَفْعٌ এর স্থলে نَصْبٌ বিশিষ্ট হয়েছে।

তাই বলা যায়, أَفْعَالٌ نَاقِصَةٌ বা جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর পূর্বে এসে مُبْتَدَأٌ কে رَفْعٌ এবং خَبَرٌ কে نَصْبٌ প্রদান করে তখন مُبْتَدَأٌ কে أَفْعَالٌ نَاقِصَةٌ এর اِسْمٌ এবং خَبَرٌ কে أَفْعَالٌ نَاقِصَةٌ এর خَبَرٌ বলা হয়। أَفْعَالٌ نَاقِصَةٌ এর اِسْمٌ ও খবর মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ গঠিত হয়

اَلْقَوَاعِدُ

পরিচয় : যে فِعْلٌ তার فَاعِلٌ কে নিয়ে বাক্য পূর্ণ হয় না, বরং তার خَبَرٌ এর আবশ্যক হয়, তাকে فِعْلٌ نَاقِصٌ বলে। যেমন- كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا

এখানে كَانَ ফে'লটি শুধু زَيْدٌ কে নিয়ে পূর্ণ বাক্য হয়নি কিন্তু যখন خَبَرٌ হিসেবে قَائِمًا শব্দকে উল্লেখ করা হলো তখন বাক্য পূর্ণ হলো এ জন্য এ فِعْلٌ গুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথকভাবে فِعْلٌ نَاقِصٌ বলে এবং সবগুলোকে একত্রে أَفْعَالٌ نَاقِصَةٌ বলে।

اَلْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ এর সংখ্যা ১৩ أَفْعَالٌ نَاقِصَةٌ মোট তেরোটি। যথা-

كَانَ ، صَارَ ، أَصْبَحَ ، أَمْسَى ، أَضْحَى ، ظَلَّ ، بَاتَ ، مَافَتِئَ ، مَادَامَ ، مَانَفِكَّ ، مَابَرِحَ ، مَازَالَ ، لَيْسَ.

اَلْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ এর প্রত্যেকটির অর্থসহ উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

❑ كَانَ ছিল অর্থে যেমন- كَانَ زَيْدٌ تَاجِرًا (যায়েদ ব্যবসায়ী ছিলো)।

❑ صَارَ হয়ে গিয়েছে তথা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন হয়ে গেছে অর্থে যেমন- كَانَ زَيْدٌ فَقِيرًا ثُمَّ صَارَ غَنِيًّا (যায়েদ ফকির ছিলো অতঃপর ধনী হয়ে গেল)

❑ أَصْبَحَ أَمْسَى أَضْحَى ظَلَّ بَاتَ হয়ে গেছে অর্থে ব্যবহার হয় অর্থাৎ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। যেমন -

أَصْبَحَتِ السَّمَاءُ صَافِيَةً (আকাশ পরিস্কার হয়ে গেল)।

أَمْسَى الْخَبَرُ مُنْتَشِرًا (খবরটি প্রচার হয়ে গেল)

أَضْحَى الشَّارِعُ مُزْدَحِمًا (সড়কটি জনাকীর্ণ হয়ে গেল)

بَاتَ الْهَوَاءُ شَدِيْدًا (হাওয়া প্রবল হয়ে গেল)।

أَصْبَحَتِ السَّيَّارَةُ سَرِيْعَةً (গাড়িটি দ্রুতগামী হয়ে গেল)

ظَلَّ الْأُسْتَاذُ مَحْبُوْبًا (শিক্ষক প্রিয় হয়ে গেছেন)।

আবার সকালে হলে أَصْبَحَ আর বিকেলে হলে أَمْسَى পূর্বাহ্নে হলে أَضْحَى দিনে হলে ظَلَّ এবং রাতে হলে بَاتَ ব্যবহার করা হয়

তবে এ পাঁচটি فِعْلٌ কখনো কখনো صَارَ অর্থেও ব্যবহার হয় যেমন- كَانَ سَعِيْدٌ فَقِيرًا فَأَصْبَحَ غَنِيًّا (সাঈদ নিঃস্ব ছিল, অতঃপর ধনী হয়ে গেল)।

❑ مَازَالَ، مَابَرِحَ، مَافَتِئَ، مَانَفِكَّ এগুলো কোনো কিছু দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চলতে থাকা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয় যথা

مَازَالَ الرَّجُلُ نَائِمًا (লোকটি দীর্ঘক্ষণ থেকে ঘুমন্ত)

مَابَرِحَ الطَّالِبُ قَائِمًا (ছাত্রটি অনেক্ষণ থেকে দণ্ডায়মান)

مَافَتِئَ الطِّفْلُ بَاكِيًا (শিশুটি অনেক্ষণ থেকে ক্রন্দনরত)

مَابَرِحَ الْجَوُّ بَارِدًا (আবহাওয়া অনেক্ষণ থেকে ঠান্ডা)।

❑ مَادَامَ যতদিন, যতক্ষন বা যত সময় এ জাতীয় অর্থ বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয় যেমন-

أَنَا أَذْكُرُكَ مَادُمْتُ حَيًّا (আমি তোমাকে স্মরণ করবো যতদিন আমি জীবিত থাকবো)

❑ لَيْسَ না অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন- لَيْسَ الطَّالِبُ حَاضِرًا (ছাত্রটি উপস্থিত নয়)

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ فعل ناقص কাকে বলে? উহার আমল উদাহরণসহ লেখ।

২ اَلْأَفْعَالُ النَّاقِصَةُ কয়টি ও কী কী ? উদাহরণসহ লেখ।

৩ كَانَ ، مادام ও ليس এর অর্থ উদাহরণসহ লেখ

৪ أصبح ،ظل ،مازال ও مابرح এর অর্থ উদাহরণসহ লেখ।

৫ নিম্নের বাক্যগুলোর تركيب কর:

أَصْبَحَ سَعِيْدٌ غَنِيًّا- كَانَ خَالِدٌ فَقِيْرًا - كَانَ اللهُ عَلِيْمًا - ظَلَّ الْمَطَرُ نَازِلًا - بَاتَ الْهَوَاءُ شَدِيْدًا.

৬ নিম্নের (ألف) অংশের বাক্যগুলোর দ্বারা (ب) অংশের শূন্যস্থান পূরণ কর এবং حركة দাও :

(ألف)	(ب)
خَالِدٌ فَلَّاحٌ	كَانَ خَالِدٌ فَلَّاحًا
الطالب ذكي	صار .....
المسلمون مجاهدون	مادام .....
الطالبُ قائم	مابرح .....
التلميذ حاضر	ليس .....
الرَّجُلُ نَائِم	مَازَالَ .....

اَلدَّرْسُ الثَّالِثُ عَشَرَ : ত্রয়োদশ পাঠ

اَلْمُنْصَرِفُ وَغَيْرُ الْمُنْصَرِفِ

মুনসারিফ ও গাইরু মুনসারিফ

اِسْم الْمُعْرَب দু প্রকার যথা ১. اَلْمُنْصَرِفُ ও ২। غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ

مُنْصَرِفٌ-এর পরিচয়

مُنْصَرِفٌ শব্দটি صَرْفٌ শব্দমূল হতে اِسْمُ فَاعِلْ-এর সীগাহ صَرْفٌ অর্থ-পরিবর্তন, রূপান্তর অতএব مُنْصَرِفٌ-এর অর্থ- পরিবর্তনশীল, রূপান্তরশীল। নাহুশাস্ত্রের পরিভাষায়-

هُوَ مَا لَيْسَ فِيْهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاجِدٌ يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ.

অর্থাৎ যে اِسْمْ-এর মধ্যে غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ-এর নয়টি সববের দু'টি সবব বা দু'টির স্থলাভিষিক্ত একটি সবব পাওয়া যায় না, তাকে مُنْصَرِفٌ বলা হয় যেমন- زَيْدٌ، رَجُلٌ، كَرِيْمٌ ইত্যাদি। এ শব্দগুলোতে غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ এর নয়টি সববের দু'টি সবব বা দু'টির স্থলাভিষিক্ত একটি সবব নেই সুতরাং এগুলো مُنْصَرِفٌ

غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ-এর পরিচয়

غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ একটি যৌগিক শব্দ এর মধ্যস্থিত غَيْرٌ অর্থ ব্যতীত, ছাড়া, বিহীন। আর مُنْصَرِفٌ অর্থ রূপান্তরশীল, পরিবর্তনশীল সুতরাং غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ শব্দটির অর্থ হলো- রূপান্তরশীল নয় এমন, অপরিবর্তনীয়, অরূপান্তরশীল নাহুশাস্ত্রের পরিভাষায়-

هُوَ مَا فِيْهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاجِدٌ يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ.

অর্থাৎ যে اِسْمْ এর মধ্যে غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ এর নয়টি সববের যে কোনো দু'টি "সবব" অথবা দু'য়ের স্থলাভিষিক্ত একটি সবব বিদ্যমান থাকে তাকে غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ বলে যেমন- إِبْرَاهِيْمُ ، إِدْرِيْسُ ইত্যাদি এ শব্দদ্বয়ে عَلَمٌ (নামবাচক) এবং عُجْمَةٌ (অনারবি) এ দুটি সবব থাকায় শব্দ দুটি غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ হয়েছে।

غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ -এর সববসমূহ : غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ -এর সবব হলো নয়টি তা হলো-

١. اَلْعَدْلُ ؛ ٢. اَلْوَصْفُ ؛ ٣. اَلتَّأْنِيْثُ ؛ ٤. اَلْمَعْرِفَةُ ؛ ٥. اَلْعُجْمَةُ ؛ ٦. اَلتَّرْكِيْبُ

٧. وَزْنُ الْفِعْلِ ؛ ٨. اَلْجَمْعُ ؛ ٩. اَلْأَلِفُ وَالنُّوْنُ الزَّائِدَتَانِ

প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ-

১ اَلْعَدْلُ عَدْلٌ অর্থ পরিবর্তন হওয়া, রূপান্তরিত হওয়া ইত্যাদি পরিভাষায়, শব্দ তার আসল রূপ হতে অন্য রূপে পরিবর্তিত হওয়াকে عَدْلٌ বলে এ ধরণের পরিবর্তন প্রকাশ্য অথবা অপ্রকাশ্য উভয় প্রকারে হয়ে থাকে।

উদাহরণ : প্রকাশ্য পরিবর্তন, যেমন- ثُلَثُ ، مَثْلَثُ শব্দদ্বয় যথাক্রমে ثَلَاثَةٌ ثَلَاثَةٌ থেকে পরিবর্তন হয়ে এসেছে, যা তার অর্থের মধ্যে বিদ্যমান আছে আর এটি অপ্রকাশ্য পরিবর্তন যেমন- عُمَرُ ও زُفَرُ যা মূলে যথাক্রমে عَامِرٌ ও زَافِرٌ ছিল ।

হুকুম : عَدْلٌ সববটি عِلْمٌ ও وَصْفٌ এর সাথে একত্রিত হয়, কিন্তু وَزْنُ فِعْلٌ এর সাথে কখনো একত্রিত হয় না।

২ اَلْوَصْفُ : اَلْوَصْفُ শব্দটি বাবে ضَرَبَ এর মাসদার আভিধানিক অর্থ- গুণ বা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা আর পরিভাষায় গুণবাচক সত্তাকে যে শব্দ প্রকাশ করে, তাকে وَصْفٌ বলা হয় তবে শর্ত হলো, গঠনকালেই তার মধ্যে وَصْفٌ এর অর্থ থাকতে হবে যেমন- أَرْقَمُ أَسْوَدُ ইত্যাদি

হুকুম : وَصْفٌ কখনো عَلَمٌ এর সাথে মিলিত হয় না। তবে وَصْفٌ সাধারণত وَزْنُ الْفِعْلِ ও أَلِف وَنُون زَائِدَتَانِ এর সাথে মিলিত হয়।

৩ اَلتَّأْنِيْثُ . تَأْنِيْثٌ অর্থ- স্ত্রীলিঙ্গ যে اِسْمْ স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন বহন করে, তাকে تَأْنِيْثٌ বা مُؤَنَّثٌ বলে এ চিহ্ন প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য দু ভাবে হতে পারে

নিম্নে এর বিভিন্ন প্রকার আলোচনা করা হলো-

ক. গোল (ة) যোগে تَأْنِيْثٌ হতে পারে . তবে একজন عَلَمٌ হওয়া শর্ত যেমন- فَاطِمَةُ طَلْحَةُ ইত্যাদি

খ. কোন স্ত্রীলোকের নাম হওয়ার কারণেও تَأْنِيْثٌ হতে পারে। যেমন- مَرْيَمُ - زَيْنَبُ ইত্যাদি।

গ. أَلِف مَقْصُوْرَة যোগে تَأْنِيْثٌ হতে পারে। যেমন- حُبْلَى كُبْرَى ইত্যাদি।

ঘ أَلِف مَمْدُوْدَة যোগে تَأْنِيْثٌ গঠিত হতে পারে যেমন حَمْرَاءُ سَوْدَاءُ ইত্যাদি

মনে রেখো, যে সব স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে أَلِفُ الْمَقْصُوْرَة ও أَلِفُ الْمَمْدُوْدَة থাকে, সেগুলো একটি সববের দ্বারাই غَيْرُ الْمُنْصَرِف হয়ে থাকে কারণ এ সববটি দু'টি সববের স্থলাভিষিক্ত হয়

৪ اَلْمَعْرِفَةُ مَعْرِفَةٌ অর্থ- নির্দিষ্ট পরিভাষায় যেসব اِسْمْ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর নাম বোঝায়, তাকে مَعْرِفَةٌ বলা হয় مَعْرِفَةٌ-এর সাত প্রকারের মধ্যে একমাত্র عَلَمٌ ই غَيْرُ الْمُنْصَرِف -এর সবব হতে পারে

হুকুম ও উদাহরণ : مَعْرِفَةٌ বা عَلَمٌ সববটি وَصْفٌ ব্যতীত অন্য সব সববের সাথে মিলিত হতে পারে যথা- عِمْرَانُ عُمَرُ فَاطِمَةُ ইত্যাদি

৫ اَلْعُجْمَةُ عُجْمَةٌ মানে অনারবি শব্দ যেসব শব্দ বা اِسْمْ আরবি ভাষার নয়, অথচ আরবি ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাকে عُجْمَةٌ বলা হয়।

হুকুম ও উদাহরণ : কোনো শব্দ عُجْمَةٌ হতে হলে সেটিকে عَلَمٌ হতে হবে এবং চার বা চারের অধিক অক্ষরবিশিষ্ট হতে হবে। আর তিন অক্ষরবিশিষ্ট হলে তার মাঝের অক্ষরটি حَرَكَتْ বিশিষ্ট হতে হবে যেমন-إِبْرَاهِيْمُ ، سَقَرُ ، إِدْرِيْسُ ইত্যাদি

৬। اَلْجَمْعُ . جَمْعٌ অর্থ বহুবচন। غَيْرُ الْمُنْصَرِف-এর সবব হতে হলে শব্দটিকে جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ তথা চূড়ান্তভাবে বহুবচনবাচক হতে হবে। তবে এর শেষে স্ত্রীলিঙ্গের ة যুক্ত হবে না সুতরাং فَرَازِنَةٌ এর শেষে ة থাকার কারণে তা غَيْرُ الْمُنْصَرِف নয়।

হুকুম ও উদাহরণ : غَيْرُ الْمُنْصَرِف এর সবব হিসেবে جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ তথা এ ধরণের বহুবচনের আলিফের পর দু'টি বর্ণ থাকতে হবে অথবা তাশদীদযুক্ত একটি বর্ণ অথবা তিন বর্ণ থাকবে, যার মাঝের বর্ণটি সাকিন হবে। যেমন- مَسَاجِدُ ، دَوَابُّ ، مَفَاتِيْحُ ইত্যাদি

جَمْعُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ এক সবব দু'টো সববের স্থলাভিষিক্ত হয়

৭ اَلتَّرْكِيْبُ تَرْكِيْبٌ মানে যৌগিক শব্দ একাধিক শব্দ যুক্ত হয়ে একটি শব্দ গঠিত হলে তাকে تَرْكِيْبٌ বলে

হুকুম ও উদাহরণ : তারকীব غَيْرُ الْمُنْصَرِف এর সবব হতে হলে عَلَمٌ বা নামবাচক তথা مُرَكَّبُ مَنْعِ الصَّرْفِ হতে হবে যেমন- بَعْلَبَكُّ (একটি শহরের নাম)। এখানে بَعْلٌ (মূর্তি) ও بَكٌّ (বাদশার নাম) দুটি পৃথক শব্দ যুক্ত হয়ে بَعْلَبَكُّ হয়েছে

৮ اَلْأَلِفُ وَالنُّوْنُ اَلزَّائِدَتَانِ : যেসব শব্দের শেষে অতিরিক্ত হিসেবে أَلِفٌ ও نُوْنٌ অক্ষর দু'টি যুক্ত থাকে তাকে اَلْأَلِفُ وَالنُّوْنُ اَلزَّائِدَتَانِ বলে।

হুকুম ও উদাহরণ : এ ধরণের اَلْأَلِفُ وَالنُّوْنُ اَلزَّائِدَتَانِ যদি اِسْمٌ এর মধ্যে হয়, তাহলে তা غَيْرُ مُنْصَرِفٌ এর সবব হতে হলে عَلَمٌ (নামবাচক) হওয়া শর্ত যেমন عُثْمَانُ- عِمْرَانُ ইত্যাদি আর اَلِفْ وَنُوْن زَائِدَتَانِ সিফাতের মধ্যে হলে তার مُؤَنَّثٌ টি فَعْلَانَةٌ এর ওযনে না হওয়া শর্ত যেমন سَكْرَانُ সুতরাং نَدْمَانٌ শব্দটি مُنْصَرِفٌ ; কেননা এ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ نَدْمَانَةٌ আসে

৯ وَزْنُ الْفِعْلِ মানে فِعْلٌ এর ওযনে হওয়া। যদি কোনো ইসম مَاضِيْ অথবা مُضَارِعٌ এর সীগাহর ওযনে হয়, তবে তাকে وَزْنُ فِعْلٌ বলা হয়।

হুকুম ও উদাহরণ : وَزْنُ فِعْلٍ এর ইসমসমূহ সাধারণত عَلَمٌ (নাম) এবং وَصْفٌ (গুণ) এর সাথে যুক্ত হয়ে থাকে যেমন- أَسْوَدُ أَحْمَدُ يَزِيْدُ ইত্যাদি

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। اِسْمُ المعرب কত প্রকার ও কি কি ? উদাহরণসহ লেখ

২ غير المصرف কাকে বলে ? এর حكم কী ? غير المصرف-এর سبب গুলো উদাহরণসহ লেখ

৩ التركيب ও التأنيث বলতে কী বোঝায় ? তাদের حكم উদাহরণসহ লেখ

৪। العجمة ও وزن الفعل বলতে কী বোঝায় ? তাদের حكم উদাহরণসহ লেখ

৫ جمع منتهي المجموع বলতে কী বোঝ? এর حكم উদাহরণসহ লেখ

৬ নিম্নের শব্দগুলোর غير المصرف হওয়ার সবব বর্ণনা কর.

طَلْحَةُ عُمَرُ إِدْرِيْسُ مَسَاجِدُ عُثْمَانُ أَحْمَدُ إِبْرَاهِيْمُ يَعْلَبَكُّ إِسْمَاعِيْلُ

اَلدَّرْسُ الرَّابِعُ عَشَرَ : চতুর্দশ পাঠ

إِعْرَابُ الْأَسْمَاءِ

ইসমের ইরাবসমূহ

إِعْرَابٌ-এর সংজ্ঞা : اَلْإِعْرَابُ مَا بِهِ يَخْتَلِفُ أَخِرُ الْمُعْرَبِ

অর্থাৎ যে সকল চিহ্ন দ্বারা اِسْمُ الْمُعْرَب এর শেষ অক্ষরের অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়, সে সকল চিহ্নকে নাহুর পরিভাষায় إِعْرَابٌ বলে।

مَحَلُّ الْإِعْرَابِ যে অক্ষরে إِعْرَاب হয়, তাকে مَحَلُّ الْإِعْرَابِ বলে যেমন- قَامَ زَيْدٌ বাক্যে قَامَ হলো عَامِلٌ, زَيْدٌ হলো مُعْرَبٌ, আর زَيْدٌ এর শেষবর্ণ তথা دَالْ হলো مَحَلُّ الْإِعْرَابِ এবং دَالْ এর ওপর যে ضَمَّةٌ আছে তা হলো إِعْرَابٌ ।

إِعْرَابٌ -এর প্রকার : إِعْرَابٌ দু'ভাগে বিভক্ত যথা

১. اَلْإِعْرَابُ بِالْحَرَكَاتِ : যেমন- ضَمَّةٌ (পেশ) ; فَتْحَةٌ (যবর) ; كَسْرَةٌ (যের)।

২. اَلْإِعْرَابُ بِالْحُرُوْفِ : যেমন وَاوٌ (ওয়াও) . أَلِفٌ (আলিফ) . يَاءٌ (ইয়া)

إِعْرَابٌ -এর অবস্থা : عَامِلٌ এর কারণে إِعْرَابٌ এর তিনটি অবস্থা হয়ে থাকে যথা-

(১) حَالَةُ الرَّفْعِ যে اِسْمٌ এর পূর্বে رَافِعْ عَامِل থাকে সে اِسْمٌ এর অবস্থাকে حَالَةُ الرَّفْعِ বলে কোনো اِسْمٌ এ ضَمَّةٌ দ্বারা, কোনো اِسْمٌ এ وَاوٌ দ্বারা এবং কোনো اِسْمٌ এ أَلِفٌ দ্বারা رَفْعٌ প্রকাশ পায়। যেমন جَاءَ مُسْلِمُوْنَ - جَائَنِيْ رَجُلَانِ - جَائَنِيْ زَيْدٌ

(২) حَالَةُ النَّصْبِ যে اِسْمٌ এর পূর্বে نَاصِبٌ عَامِلْ থাকে সে اِسْمٌ এর অবস্থাকে حَالَةُ النَّصْبِ বলে কোনো اِسْمٌ এ فَتْحَةٌ দ্বারা, কোনো اِسْمٌ এ كَسْرَةٌ দ্বারা এবং কোন اِسْمٌ এ أَلِفٌ দ্বারা, কোনো اِسْمٌ এ يَاءٌ দ্বারা نَصْبٌ প্রকাশ পায়। যেমন -

رَأَيْتُ زَيْدًا - رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ رَأَيْتُ أَخَاكَ رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ رَأَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ

(৩) حَالَةُ الْجَرِّ - যে اِسْمْ এর পূর্বে جَارٌ عَامِلْ থাকে সে اِسْمْ এর অবস্থাকে حَالَةُ الْجَرِّ বলে, কোনো اِسْمْ এ كَسْرَةٌ দ্বারা, কোনো اِسْمْ এ فَتْحَةٌ দ্বারা এবং কোনো اِسْمْ এ يَاءٌ দ্বারা جر প্রকাশ পায় যেমন مَرَرْتُ بِزَيْدٍ مَرَرْتُ بِعُمَرَ مَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ مَرَرْتُ بِالْمُسْلِمِيْنَ

إِعْرَابٌ-এর পদ্ধতি :

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে إِعْرَابٌ-এর নয়টি পদ্ধতি রয়েছে। এ নয়টি পদ্ধতি ষোলো প্রকার ইসমের জন্য নির্দিষ্ট যথা-

প্রথম পদ্ধতি : এ পদ্ধতি হলো- رَفْعٌ এর অবস্থায় ضَمَّةٌ বা পেশ

نَصْبٌ এর অবস্থায় فَتْحَةٌ বা যবর

جَرٌّ এর অবস্থায় كَسْرَةٌ বা যের

এ প্রকার ইরাব তিন প্রকার ইসমের জন্য নির্দিষ্ট। যথা-

১ اَلْمُفْرَدُ الْمُنْصَرِفُ الصَّحِيْحُ নাহুবিদদের মতে, اَلِاسْمُ الصَّحِيْحُ বলতে সে সকল ইসমকে বোঝায়, যার শেষ অক্ষরটি حَرْفُ عِلَّةٌ নয়। যেমন رَجُلٌ - بَكْرٌ - زَيْدٌ - قَوْلٌ - عَيْنٌ ইত্যাদি

২ اَلْمُفْرَدُ الْمُنْصَرِفُ الْجَارِيْ مَجْرَى الصَّحِيْحِ : নাহুবিদদের মতে, اَلْجَارِيْ مَجْرَى الصَّحِيْحِ বলতে সে সকল ইসমকে বোঝায় যার শেষ অক্ষরটি حَرْفُ عِلَّةٌ হবে এবং তার পূর্বাক্ষর সাধারণত سُكُوْن যুক্ত বা সাকিন হবে যেমন- دَلْوٌ - لَهْوٌ - ظَبْيٌ ইত্যাদি

৩। اَلْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ الْمُنْصَرِفُ যেমন رِجَالٌ كُتُبٌ أَقْلَامٌ أَشْجَارٌ جِبَالٌ ইত্যাদি

উদাহরণ رَفْعٌ এর অবস্থায় ضَمَّةٌ যেমন - جَاءَ حَالِدٌ وَظَبْيٌ وَرِجَالٌ

رَأَيْتُ حَالِدًا وَظَبْيًا وَرِجَالًا نَصْبٌ এর অবস্থায় فَتْحَةٌ যেমন -

نَظَرْتُ إِلَى خَالِدٍ وَظَبْيٍ وَرِجَالٍ جَرٌّ এর অবস্থায় كَسْرَةٌ যেমন -

দ্বিতীয় পদ্ধতি : এ পদ্ধতি হলো

رَفْعٌ এর অবস্থায় ضَمَّةٌ বা পেশ

جَرٌّ ও نَصْبٌ এর অবস্থায় كَسْرَةٌ বা যের

৪ اَلْجَمْعُ الْمُؤَنَّثُ السَّالِمُ এর জন্য এ প্রকার ইরাব নির্দিষ্ট যেমন - مُؤْمِنَاتٌ، غَائِبَاتٌ، رِسَالَاتٌ مُسْلِمَاتٌ ইত্যাদি

উদাহরণ جَاءَتْ مُسْلِمَاتٌ رَأَيْتُ مُسْلِمَاتٍ نَظَرْتُ إِلَى مُسْلِمَاتٍ

তৃতীয় পদ্ধতি : এ পদ্ধতি হলো-

رَفْعٌ এর অবস্থায় ضَمَّةٌ বা পেশ

جَرٌّ ও نَصْبٌ এর অবস্থায় فَتْحَةٌ বা যবর

৫ غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ এর জন্য এ প্রকার ইরাব নির্দিষ্ট যেমন–

عُمَرُ عَائِشَةُ طَلْحَةُ مَسَاجِدُ زُفَرُ ইত্যাদি

উদাহরণ : جَاءَ عُمَرُ - رَأَيْتُ عَمَرَ - نَظَرْتُ إِلَى عُمَرَ

চতুর্থ পদ্ধতি : এ পদ্ধতি হলো

رَفْعٌ এর অবস্থায় وَاوٌ

نَصْبٌ এর অবস্থায় أَلِفٌ

جَرٌّ এর অবস্থায় يَاءٌ

৬। اَلْأَسْمَاءُ السِّتَّةُ مُكَبَّرَةً مُفْرَدَةً مُضَافَةً إِلَى غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ এর জন্য এ প্রকার ইরাব নির্দিষ্ট আসমায়ে ছিত্তাতে মুকাব্বারাহ অর্থাৎ ذُو ও فَمٌ، هَنٌ ، حَمٌ، أَخٌ، أَبٌ এ ছয়টি শব্দ যখন একবচন হয় এবং مُصَغَّرٌ না হয় এবং يَاءُ مُتَكَلِّمٌ ছাড়া অন্য কোনো اِسْمٌ এর দিকে مُضَافٌ হয়

উদাহরণ : جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ

পঞ্চম পদ্ধতি . এ পদ্ধতি হলো-

أَلِفٌ এর অবস্থায় رَفْعٌ

يَاءٌ (তার পূর্বে فَتْحَةٌ) এর অবস্থায় جَرٌّ ও نَصْبٌ

এ প্রকার ইরাব তিন প্রকার ইসমের জন্য নির্দিষ্ট যথা-

৭ اَلتَّثْنِيَةُ যেমন -اَلْقَلَمَانِ ، اَلْكِتَابَانِ ، اَلطَّالِبَانِ ইত্যাদি ;

৮ كِلَا ও كِلْتَا শব্দদ্বয়

৯ اِثْنَانِ ও اِثْنَتَانِ শব্দদ্বয়

উদাহরণ -

رَفْعٌ এর অবস্থায় যেমন - جَاءَ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا -جَاءَ اِثْنَانِ

نَصْبٌ এর অবস্থায় যেমন - رَأَيْتُ الرَّجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا رَأَيْتُ اِثْنَيْنِ

جَرٌّ এর অবস্থায় যেমন - نَظَرْتُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ كِلَيْهِمَا - نَظَرْتُ إِلَى اِثْنَيْنِ

ষষ্ঠ পদ্ধতি : এ পদ্ধতি হলো-

وَاوٌ এর অবস্থায় رَفْعٌ

يَاءٌ (তার পূর্বে كَسْرَةٌ) ও جَرٌّ এর অবস্থায় نَصْبٌ

এ প্রকার ইরাব তিন প্রকার ইসমের জন্য নির্দিষ্ট তা হলো

১০ اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ السَّالِمُ যেমন اَلزَّاكِعُوْنَ، اَلْعَابِدُوْنَ، اَلْمُسْلِمُوْنَ، اَلْمُؤْمِنُوْنَ ইত্যাদি

১১ عِشْرُوْنَ، ثَلَاثُوْنَ، أَرْبَعُوْنَ، خَمْسُوْنَ، سِتُّوْنَ، سَبْعُوْنَ، ثَمَانُوْنَ، تِسْعُوْنَ শব্দগুলো

১২ أُولُوْ শব্দ

উদাহরণ :

رفعٌ এর অবস্থায় যেমন - جَاءَ الْمُسْلِمُوْنَ وَخَمْسُوْنَ رَجُلًا وَأُولُوْ مَالٍ

نَصْبٌ এর অবস্থায় যেমন - رَأَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ وَخَمْسِيْنَ رَجُلًا وَأُولِيْ مَالٍ

جرٌّ এর অবস্থায় যেমন - نَظَرْتُ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَخَمْسِيْنَ رَجُلًا وَأُولِيْ مَالٍ

সপ্তম পদ্ধতি : এ পদ্ধতি হলো-

رَفْعٌ এর অবস্থায় উহ্য ضَمَّةٌ বা পেশ

نَصْبٌ এর অবস্থায় উহ্য فَتْحَةٌ বা যবর

جَرٌّ এর অবস্থায় উহ্য كَسْرَةٌ বা যের।

এ প্রকার ইরাব নিম্নের দু প্রকার ইসমের জন্য নির্দিষ্ট। যথা-

১৩ اَلْاِسْمُ الْمَقْصُوْرُ : যে ইসম এর শেষে أَلِف مَقْصُوْرَة থাকে, তাকে اَلْاِسْمُ الْمَقْصُوْرُ বলে যেমন - مُصْطَفٰى، عِيْسٰى، مُوْسٰى، اَلْهُدٰى، اَلْعَصَا ইত্যাদি

১৪ اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ السَّالِمُ غَيْرُ الْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ الْمُضَافِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ অর্থাৎ اَلْجَمْعُ الْمُذَكَّرُ السَّالِمُ ব্যতীত অন্য যেকোন اِسْمٌ যখন يَاءُ مُتَكَلِّمٌ-এর দিকে مضاف হয়। যেমন - كُتُبِيْ، أَقْلَامِيْ، صَدِيْقِيْ، أَخِيْ، أَخِيْ، كِتَابِيْ، أَبِيْ ইত্যাদি

উদাহরণ : رَفْعٌ এর অবস্থায় ضَمَّةٌ مُقَدَّرَةٌ (গোপনীয় ضَمَّةٌ) যেমন - جَاءَ مُوْسٰى وَصَدِيْقِيْ

نَصْبٌ এর অবস্থায় فَتْحَةٌ (গোপনীয় فَتْحَةٌ) যেমন - رَأَيْتُ مُوْسٰى وَصَدِيْقِيْ

جرٌّ এর অবস্থায় كَسْرَةٌ مُقَدَّرَةٌ (গোপনীয় كَسْرَةٌ) যেমন - نَظَرْتُ إِلَى مُوْسٰى وَصَدِيْقِيْ

অষ্টম পদ্ধতি : এ পদ্ধতি হলো-

رَفْعٌ এর অবস্থায় উহা ضَمَّةٌ বা পেশ

نَصْبٌ এর অবস্থায় প্রকাশ্য فَتْحَةٌ বা যবর

جَرٌّ এর অবস্থায় উহা كَسْرَةٌ বা যের।

১৫ اَلْاِسْمُ الْمَنْقُوْصُ এর জন্য এ প্রকার ইরাব নির্দিষ্ট আর যে ইসম এর শেষে اَلْيَاءُ السَّاكِنَةُ থাকে এবং পূর্বাক্ষরে যের থাকে তাকে اَلْاِسْمُ الْمَنْقُوْصُ বলে যেমন - اَلْقَاضِيْ ، اَلرَّاعِيْ ، اَلدَّاعِيْ اَلْعَادِيْ، اَلنَّادِيْ

উদাহরণ : رَفْعٌ এর অবস্থায় ضَمَّةٌ مُقَدَّرَةٌ (গোপনীয় ضَمَّةٌ) যেমন - جَاءَ الْقَاضِيْ

نَصْبٌ এর অবস্থায় فَتْحَةٌ ظَاهِرَةٌ (প্রকাশ্য فَتْحَةٌ) যেমন - رَأَيْتُ الْقَاضِيَ

جَرٌّ এর অবস্থায় كَسْرَةٌ مُقَدَّرَةٌ (গোপনীয় كَسْرَةٌ) যেমন نَظَرْتُ إِلَى الْقَاضِيْ

নবম পদ্ধতি : এ পদ্ধতি হলো-

رَفْعٌ এর অবস্থায় وَاوٌ مُقَدَّرَةٌ (গোপনীয় وَاوٌ)

جَرٌّ ও نَصْبٌ এর অবস্থায় يَاءٌ ظَاهِرَةٌ (প্রকাশ্য يَاءٌ)

১৬ جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمُ مُضَافًا إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ-এর জন্য এ প্রকার ইরাব নির্দিষ্ট , অর্থাৎ مُذَكَّرٌ سَالِمٌ যখন يَاءُ مُتَكَلِّمٌ এর প্রতি مُضَافٌ হয় যেমন - مُسْلِمُوْنَ + ي - مُسْلِمِيَّ (إِضَافَةٌ এর কারণে ن অক্ষরটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে অতঃপর وَاوٌ ও يَاءٌ একত্র হওয়ায় وَاوٌ কে يَاءٌ দ্বারা পরিবর্তন করতঃ يَاءٌ এর পূর্বাক্ষরে যের প্রদান করা হয়েছে)

উদাহরণ جَاءَ مُسْلِمِيَّ - رَأَيْتُ مُسْلِمِيَّ - نَظَرْتُ إِلَى مُسْلِمِيَّ

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১ إِعْرَابٌ কাকে বলে? উহা কতটি ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ

২ : ইরাবের অবস্থা কতটি ও কী কী? উদাহরণসহ লেখ

৩ । غير المصرف এর إعراب কী ? উদাহরণসহ লেখ।

৪ । الأسْمَاء الستة কী কী? তাদের إعراب কী? উদাহরণসহ লেখ

৫ । الجمع المذكر السالم-এর إعراب কী ? উদাহরণসহ লেখ

৬ । التثنية এর إعراب কী ? উদাহরণসহ লেখ।

৭ । الجمع المؤنث السالم এর إعراب কী ? উদাহরণসহ লেখ

৮ । নিচের ইবারতটুকুতে হরকতসহ ইরাব প্রদান কর

ذات ليلة خرجت من العرفة فذهبت إلى عدير وقمت على جانبه ثم رفعت رأسي إلى السماء . فرأيت فيها كواكب غير عديدة ، كانها مصابيح معلقة . فتعجبت منها.

اَلْوَحْدَةُ الثَّالِثَةُ : তৃতীয় ইউনিট

قِسْمُ التَّرْجَمَةِ

অনুবাদ অংশ

اَلنَّمُوْذَجُ الْاَوَّلُ

مُبْتَدَأٌ + خَبَرٌ = جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ

আরবি	বাংলা
اَللّٰهُ رَازِقٌ	আল্লাহ রিযিকদাতা
مُحَمَّدٌ (ﷺ) رَسُوْلٌ	মুহাম্মদ (ﷺ) রসুল
اَلْقُرْاٰنُ هُدًى	কুরআন পথপ্রদর্শক
اَلْعِلْمُ نُوْرٌ	জ্ঞানই আলো
اَلْجَهْلُ ظُلْمَةٌ	মূর্খতা অন্ধকার
اَلدُّنْيَا فَانِيَةٌ	পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী
اَلْاٰخِرَةُ بَاقِيَةٌ	আখেরাত চিরস্থায়ী

উল্লিখিত উদাহরণসমূহে مُبْتَدَأٌ একক শব্দ আবার خَبَرٌ ও একক শব্দ উভয়টি মিলে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ হয়েছে উল্লেখ্য যে خَبَرٌ টি যদি مُشْتَقٌّ হয় তবে جَمْعٌ تَثْنِيَةٌ وَاحِدٌ ও مُذَكَّرٌ مُؤَنَّثٌ এ ক্ষেত্রে مُبْتَدَأٌ এর সাথে মিল থাকতে হয়। مُبْتَدَأٌ এর আসল হল مَعْرِفَةٌ হওয়া আর خَبَرٌ এর আসল হল نَكِرَةٌ হওয়া

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

আরবি কর :

আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা একতাই শক্তি সূর্য গোলাকার। ছাত্রটি মেধাবী দরজাটি খোলা মেয়েটি বিনয়ী পানি ঠান্ডা আমি একজন ছাত্র তিনি একজন শিক্ষক। কলমটি সুন্দর

اَلنَّمُوْذَجُ الثَّانِـي

مُبْتَدَأٌ + خَبَرٌ (مُضَافٌ + مُضَافٌ إِلَيْهِ) = جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ

আরবি	বাংলা
اَلْكَعْبَةُ قِبْلَةُ الْمُسْلِمِيْنَ .	কাবা শরীফ মুসলমানদের কিবলা
اَلْمَسْجِدُ بَيْتُ اللهِ .	মসজিদ আল্লাহর ঘর।
اَلْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ .	কুরআন আল্লাহর বাণী।
اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ .	দোয়া ইবাদতের মূল।
مُحَمَّدٌ (ﷺ) رَسُوْلُ اللهِ .	মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল।
إِبْرَاهِيْمُ (عليه السلام) خَلِيْلُ اللهِ .	ইবরাহীম (আ) আল্লাহর বন্ধু
اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ	আলিমগণ নবিদের উত্তরসূরী।

مُبْتَدَأٌ (مُضَافٌ + مُضَافٌ إِلَيْهِ) + خَبَرٌ - جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ .

আরবি	বাংলা
إِلٰهُنَا وَاحِدٌ .	আমাদের ইলাহ একজন।
طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ .	জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরজ।
إِقَامَةُ الْعَدْلِ فَرِيْضَةٌ .	ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ফরজ।
آيَةُ الْقُرْآنِ وَاضِحَةٌ .	কুরআনের আয়াত স্পষ্ট।
أَسَاتِذَةُ الْمَدْرَسَةِ مَاهِرُوْنَ .	মাদ্রাসার শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ।
طُلَّابُ الصَّفِّ سَاكِتُوْنَ .	ক্লাসের ছাত্ররা চুপচাপ।
قِبْلَةُ الْمُسْلِمِيْنَ كَعْبَةٌ .	মুসলমানদের কিবলা কাবা শরীফ

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। **আরবি কর:** ধৈর্য সফলতার চাবি। পৃথিবী আখেরাতের ক্ষেত। মাদ্রাসা জ্ঞানের কেন্দ্র। আজ ঈদের দিন দোযখ কাফিরদের ঠিকানা ছাত্ররা দেশের ভবিষ্যত মিথ্যা ধ্বংসের কারণ

২ **আরবি কর :** সপ্তাহের দিন সাতটি। পিতা-মাতার সম্মান করা আবশ্যক বাগানের ফুল সুন্দর কানের লতি নরম ঘরটির ছাদ উঁচু। নদীর পানি পবিত্র আল্লাহর শাস্তি কঠিন।

اَلنَّمُوْذَجُ الثَّالِثُ

مُبْتَدَأٌ (مُضَافٌ + مُضَافٌ إِلَيْهِ) + خَبَرٌ (مُضَافٌ + مُضَافٌ إِلَيْهِ) - جُمْلَةٌ إِسْمِيَّةٌ

আরবি	বাংলা
آيَةُ الْقُرْآنِ كَلَامُ اللهِ .	কুরআনের আয়াত আল্লাহর বাণী।
أَطْفَالُ الْيَوْمِ آمَالُ الْمُسْتَقْبَلِ .	আজকের শিশুরা ভবিষ্যতের আশা
سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُ الْوَطَنِ .	জাতির নেতা দেশের সেবক
بِنْتُ الرَّسُوْلِ (ﷺ) سَيِّدَةُ النِّسَاءِ .	রসুল (ﷺ) এর মেয়ে মহিলাদের সর্দার
مُدِيْرُ الْمَدْرَسَةِ رَئِيْسُ الْجَمْعِيَّةِ	মাদ্রাসার অধ্যক্ষ অনুষ্ঠানের সভাপতি
أَسَدُ الْغَابَةِ مَلِكُ الْحَيَوَانِ .	বনের সিংহ পশুর রাজা।
لُغَتُنَا خَيْرُ اللُّغَةِ	আমাদের ভাষা শ্রেষ্ঠ ভাষা

فِعْلٌ + فَاعِلٌ + (حَرْفُ جَرٍّ + مَجْرُوْرٌ) - جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ

আরবি	বাংলা
يَسْكُنُ سَعِيْدٌ فِي الْقَرْيَةِ .	সাঈদ গ্রামে বাস করে।
طَلَعَ الْهِلَالُ فِي السَّمَاءِ .	আকাশে চাঁদ উদিত হয়েছে।
ذَهَبَ التِّلْمِيْذُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ .	ছাত্রটি মাদ্রাসায় গেলো।
خَرَجَتْ فَاطِمَةُ مِنَ الْفَصْلِ .	ফাতেমা ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলো।
ذَهَبَتْ نَعِيْمَةُ إِلَى الْبَيْتِ .	নাঈমা বাসায় গেলো।
يَغْسِلُ إِبْرَاهِيْمُ فِي الْحَمَّامِ .	ইবরাহীম গোসলখানায় গোসল করছে।
كَرِيْمٌ يُسَافِرُ إِلَى مَكَّةَ .	করিম মক্কার দিকে সফর করবে

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

১। আরবি কর: জুমার দিন ছুটির দিন। খালিদের পিতা মাদ্রাসার শিক্ষক ওমরের ভাই নৌকার মাঝি গাছের পাতা ছাগলের খাদ্য দুনিয়ার ভালোবাসা ক্ষতির মূল আমার পিতা তোমার শিক্ষক

২। আরবি কর: সাঈদ কলম দ্বারা লিখে। আমি বাইবের দিকে তাকিয়েছি বকর খেলার মাঠে ঘুরছে আমি ছাদের উপর উঠেছি আমি বাসা হতে বের হলাম সে মসজিদে গেলো

اَلنَّمُوْذَجُ الرَّابِعُ

فِعْلٌ + نَائِبُ فَاعِلٌ + مُتَعَلِّقٌ = جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ

বাংলা	আরবি
তোমাদের উপর রোযা ফরজ করা হয়েছে	كُتِبَ الصِّيَامُ عَلَيْكُمْ.
তোমাদের উপর হজ্জ ফরজ করা হয়েছে	فُرِضَ الْحَجُّ عَلَيْكُمْ.
মহিলাটিকে ঘর থেকে বের করা হয়েছে।	أُخْرِجَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْبَيْتِ.
খালিদকে মাদ্রাসায় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।	عُلِّمَ خَالِدٌ فِي الْمَدْرَسَةِ.
স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেক মানুষ শহিদ হন।	اُسْتُشْهِدَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي حَرْبِ الْاِسْتِقْلَالِ

فِعْلٌ + فَاعِلٌ + مَفَاعِيْلُ = جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ

বাংলা	আরবি
আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন।	أَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ
ছাত্রগণ উস্তাদকে সম্মান করে।	يُحْتَرِمُ الطُّلَّابُ الْأُسْتَاذَ.
ইবরাহীম হজ্জ আদায় করলো	أَدَّى إِبْرَاهِيْمُ الْحَجَّ.
খালিদ গাভীটি জবাই করলো	ذَبَحَ خَالِدٌ الْبَقَرَةَ.
খালিদ গাছটির নীচে বসলো।	جَلَسَ خَالِدٌ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.
মসজিদটির সামনে মাহমুদ দাঁড়ালো।	قَامَ مَحْمُوْدٌ أَمَامَ الْمَسْجِدِ.
আমি সাঈদের আগেই পৌঁছলাম	وَصَلْتُ قَبْلَ سَعِيْدٍ.
আমার পিতা আগামী কাল ফিরবেন	يَرْجِعُ أَبِيْ غَدًا
আহমদ জুমার দিন রোযা রাখলো।	صَامَ أَحْمَدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
আমরা আল্লাহর অশেষ প্রশংসা করি।	نَحْمَدُ اللهَ حَمْدًا
বইটি পড়েছি পড়ার মত।	قَرَأْتُ الْكِتَابَ قِرَاءَةً
বকর একবার তাকালো।	نَظَرَ بَكْرٌ نَظْرَةً

আরবি	বাংলা
جَلَسَ الرَّجُلُ جِلْسَةَ الْقَارِي	লোকটি ক্বারী সাহেবের মত বসলো
نَامَ الطَّالِبُ نَوْمًا	ছাত্রটি খুব ঘুমালো
أُنْزِلَ الْقُرْآنُ هِدَايَةً.	কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে হেদায়েতের জন্য
مَا تَكَلَّمْتُ غَضَبًا	আমি কথা বলিনি রাগের কারণে
بَكَى نَعِيْمٌ أَلَمًا	নাঈম ব্যাথায় কাঁদলো
ضَعُفَتِ الْمَرْأَةُ جُوْعًا	ক্ষুধায় মহিলাটি দুর্বল হয়ে পড়লো
قَامَ الطَّالِبُ إِكْرَامًا لِلْمُعَلِّمِ.	শিক্ষকের সম্মানে ছাত্রটি দাঁড়ালো
جَاءَ الرَّجُلُ وَالْخَدِمَ.	লোকটি আসল তার সেবকসহ
ذَهَبَ الطَّالِبُ وَالصَّدِيْقَ	ছাত্রটি তার বন্ধুসহ গেলো
جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجُبَّةَ.	শীত আসল জুব্বা নিয়ে
قَدِمَ الْإِمَامُ وَالْعِمَامَ	ইমাম আসলেন পাগড়ী নিয়ে।
ضَرَبَ السَّارِقُ وَمُعِيْنُهُ	চোর তার সহযোগীসহ প্রহৃত হলো

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

আরবি কর:

সকালে দরজা খোলা হয় কলম দ্বারা লিখা হলো মাদ্রাসায় খালিদকে সাহায্য করা হলো চোরকে রাতে মারা হলো। অপরাধীকে সকালে শাস্তি দেয়া হলো। আমরা শিক্ষককে শ্রদ্ধা করি বকর কোরআন তেলাওয়াত করে। আমি আগামীকাল যাবো সে ঘরের সামনে বসলো সাঈদের পরে আমি গেলাম আমি একবার দেখলাম, খালিদ দুঃখে কাঁদে আমি সম্মানার্থে দাঁড়ালাম তারেক সুখে হাঁসে শীত আসল কম্বল নিয়ে চোর পালালোগাড়ি নিয়ে শিক্ষক আসলেন ছাত্রসহ

اَلنَّمُوْذَجُ الْخَامِسُ

فِعْلٌ نَاقِصٌ + اِسْمٌ + خَبَرٌ = جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ

আরবি	বাংলা
كَانَ خَالِدٌ غَائِبًا	খালিদ অনুপস্থিত ছিলো।
أَصْبَحَ الْجَوُّ مُعْتَدِلًا	আবহাওয়া স্বাভাবিক হয়ে গেলো।
أَمْسَى الْمَطَرُ قَلِيْلًا	বৃষ্টি কম হয়ে গেছে।
أَضْحَى الْخَبَرُ مُنْتَشِرًا	সংবাদ প্রসারিত হয়ে গেছে।
ظَلَّ الْمُدَرِّسُ مَحْبُوْبًا	শিক্ষক প্রিয় হয়ে গেছে।
مَا فَتِئَ الطَّرِيْقُ مُزْدَحِمًا	রাস্তাটি ঝামেলাপূর্ণ রয়েছে
مَا بَرِحَ الرُّزُّ حَارًّا	ভাত গরম রয়েছে

اَلْحَرْفُ الْمُشَبَّهُ بِالْفِعْلِ + اِسْمٌ + خَبَرٌ = جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ

আরবি	বাংলা
اِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ	নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا (ﷺ) رَسُوْلٌ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (ﷺ) রসুল
كَأَنَّ بَكْرًا حَائِفٌ	মনে হয় বকর ভীতু।
لَيْتَ أَبِيْ حَيٌّ	যদি আমার পিতা জীবিত থাকতেন
لَعَلَّ زَيْدًا مَرِيْضٌ	সম্ভবত যায়েদ অসুস্থ
لٰكِنَّ الطَّالِبَ ذَكِيٌّ	কিন্তু ছাত্রটি মেধাবী

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

আরবি করঃ

আশরাফ একজন কৃষক ছিল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে . লোকটি ঘৃণিত হয়ে গিয়েছে। ছাত্রটি আনন্দিত হয়ে গিয়েছে খাওয়ার ঘরটি অপরিষ্কার রয়ে গিয়েছে (দীর্ঘ দিন যাবৎ) মুসলমানগণ (সব সময়) বিজয়ী থাকবে দানশীল (সব সময়) প্রিয় থাকবে। করিম একজন কবি হবে নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী মনে হয় বাঘটি ঘুমন্ত কিন্তু হরিণটি বসে আছে যদি সিংহ তা দেখত নিশ্চয় মানুষ দুর্বল

اَلنَّمُوْذَجُ السَّادِسُ

مُبْتَدَأٌ (اِسْمُ إِشَارَةٌ + مُشَارٌ إِلَيْهِ) + خَبَرٌ - جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ.

আরবি	বাংলা
أُولٰئِكَ الْمُؤْمِنُوْنَ مُفْلِحُوْنَ	ঐ সকল মু'মিন সফল।
هٰذَا الْقَلَمُ جَدِيْدٌ	এ কলমটি নতুন।
هٰذِهِ الْبَنِيَّةُ صَغِيْرَةٌ	এ মেয়েটি ছোট।
ذٰلِكَ الْكِتَابُ قَدِيْمٌ	ঐ বইটি পুরাতন।
أُولٰئِكَ الْفَلَّاحُوْنَ كَادِحُوْنَ	ঐ কৃষকেরা পরিশ্রমী।
هٰذَانِ الْقَلَمَانِ جَدِيْدَانِ	এ দুটি কলম নতুন।
ذٰلِكَ الْمَرْأَةُ بَخِيْلَةٌ	ঐ মহিলাটি কৃপণ।
اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمُ الْجَنَّةُ	যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত
مَنْ جَدَّ وَجَدَ	যে চেষ্টা করে সে পায়।
خُذْ مَا تُرِيْدُ	তোমার ইচ্ছামত নাও
اِحْفَظْ مَا تَعَلَّمْتَهُ	যা শিখ তা মুখস্থ করে নাও
اَلَّذِيْ يَتَكَلَّمُ هُوَ أَخِيْ	যিনি কথা বলছেন তিনি আমার ভাই
اَلَّذِيْنَ جَاؤُوْا هُمْ عُلَمَاءُ	যারা এসেছেন তারা আলেম।

اَلتَّمْرِيْنُ : অনুশীলনী

আরবি কর:

এ ছেলেটি ভালো ঐ ছাগলটি কালো ঐ কলম দু'টি পুরাতন এ লোকগুলো নেককার এ বইটি পুরাতন ঐ দুটি গাছ লম্বা এ সকল গাভী মোটা। যে পাখিগুলো উড়ছে সেগুলো সুন্দর যেটি তোমার কাছে সেটি আমার বই যে বেরিয়ে গেছে সে একজন ছাত্র। আমি যা চাই তা পাই না।

اَلْأَمْثَالُ وَالْحِكَمُ الْعَرَبِيَّةُ

প্রবাদ ও প্রজ্ঞাবচন

আরবি	বাংলা
مَنْ صَمَتَ نَجَا	যে চুপ থাকে সে রক্ষা পায়।
إِمَّا مُلْكٌ وَإِمَّا هَلَكٌ	মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন।
لِكُلِّ ثَمَرَةٍ ذَوْقٌ	একেক ফলের একেক স্বাদ।
اَلْقَنَاعَةُ رَأْسُ الْغِنَى	স্বল্পে তুষ্টি স্বনির্ভরতার মূল।
رَأْسُ الْبَطَالِ دُكَّانُ الشَّيَاطِيْنِ	কর্মহীন মাথা শয়তানের দোকান
اَلْعَدُوُّ عَدُوٌّ وَلَوْ كَانَ ضَعِيْفًا	শত্রু দুর্বল হলেও শত্রু
اَلْحَاجَةُ تَفْتَقُ الْحِيْلَةَ	প্রয়োজন আবিষ্কারের মূল।
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا	দুঃখের পর সুখ আছে
اَلْقَلِيْلُ خَيْرٌ مِنَ الْمَعْدُوْمِ	নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল
اَلْأَدَبُ مَالٌ وَاسْتِعْمَالُهُ كَمَالٌ	শিষ্টাচার সম্পদ, উহার ব্যবহার হল মহত্ত্ব
نَوْرَةُ الْيَوْمِ زَهْرَةُ الْغَدِ	আজকের কুঁড়ি আগামী দিনের ফুল
أَوَّلُ الْغَضَبِ جُنُوْنٌ وَآخِرُهُ نَدَامَةٌ	ক্রোধের শুরু নির্বুদ্ধিতা আর পরিণামে অনুতাপ
اَلنَّظَرُ فِي الْعَيْبِ عَيْبٌ	অশ্লীলতার প্রতি তাকানো দূষণীয়
اَلْحَدِيْثُ ذُوْ شُجُوْنٍ	কথা একাধিক শাখাবিশিষ্ট।
اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَالْكِذْبُ يُهْلِكُ	সত্য মুক্তি দেয়, মিথ্যা ধ্বংস করে।

اَلْوَحْدَةُ الرَّابِعَةُ : চতুর্থ ইউনিট

قِسْمُ الطَّلَبِ وَالرِّسَالَةِ

দরখাস্ত ও চিঠিপত্র অংশ

١- اُكْتُبْ طَلَبًا إِلَى مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ تَطْلُبُ مِنْهُ الرُّخْصَةَ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

اَلتَّارِيْخُ ١٣٠٠\١٤٠٢٥ م

إِلَى
صَاحِبِ الْفَضِيْلَةِ
مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ الْعَالِيَةِ الْحُكُوْمِيَّةِ
مُحْسِنِيْ نَازَار، دَاكَا.

اَلْمَوْضُوْع طَلَبُ الْإِجَازَةِ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

سَيِّدِيْ الْمُحْتَرَم
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ أُبَيِّنُكُمْ عِلْمًا بِأَنِّيْ طَالِبٌ فِي الصَّفِّ السَّابِعِ مِنْ مَدْرَسَتِكُمْ، قَدْ أَصَابَتْنِي الْحُمَّى مُنْذُ يَوْمَيْنِ، فَاسْتَشَرْتُ الطَّبِيْبَ وَهُوَ أَوْصَانِيْ لِلْاِسْتِرَاحَةِ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. لِهٰذَا أَحْتَاجُ إِلَى إِجَازَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ ١٥ ٢٠٢٥م إِلَى ٣٥ ٢٠٢٥م

فَالرَّجَاءُ مِنْ حَضْرَتِكُمُ التَّكَرُّمُ عَلَيَّ بِالرُّخْصَةِ لِلْأَيَّامِ الْمَذْكُوْرَةِ ، وَلَكُمْ جَزِيْلُ الشُّكْرِ وَفَائِقُ الْاِحْتِرَامِ.

اَلْمُقَدِّمُ
عِمْرَان حُسَيْن
اَلصَّفُّ السَّابِعُ
رَقْمُ الْمُسَلْسَلِ ١

٢- اُكْتُبْ طَلَبًا إِلَى مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ تَطْلُبُ مِنْهُ الْإِذْنَ لِلرِّحْلَةِ إِلَى حَدِيْقَةِ الْحَيْوَانَاتِ.

التاريخ ٣٠\٤\٢٠٢٥م

إِلَى

صَاحِبِ الْفَضِيْلَةِ

مُدِيْرُ الْمَدْرَسَةِ

مَدْرَسَةُ الْقَادِرِيَّةِ الطَّيِّبِيَّةِ الْعَالِيَةِ ، ذَاكَا

اَلْمَوْضُوْعُ طَلَبُ الْإِذْنِ لِلرِّحْلَةِ إِلَى حَدِيْقَةِ الْحَيْوَانَاتِ.

سَيِّدِيْ الْمُكَرَّمَ !

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ وَالتَّسْلِيْمِ أُفِيْدُكُمْ عِلْمًا بِأَنَّنَا أَبْنَائُكُمُ الْمُطِيْعُوْنَ فِي الصَّفِّ السَّابِعِ مِنْ مَدْرَسَتِكُمْ. أَرَدْنَا أَنْ نَذْهَبَ إِلَى حَدِيْقَةِ الْحَيْوَانَاتِ لِرُؤْيَةِ مَخْلُوْقَاتِ اللهِ الْعَجِيْبَةِ وَمَنَاظِرَ جَمِيْلَةٍ فِي الْأُسْبُوْعِ الْقَادِمِ. لِذٰلِكَ نَحْتَاجُ إِلَى الْإِجَازَةِ لِيَوْمِ ٥/٥ ٢٠٢٥م مَعَ الْإِذْنِ لِلرِّحْلَةِ.

فَالرَّجَاءُ مِنْ حَضْرَتِكُمُ التَّكَرُّمُ بِالْإِذْنِ لِلرِّحْلَةِ مَعَ الْإِجَازَةِ لِلْأَيَّامِ الْمَذْكُوْرَةِ ، وَلَكُمْ جَزِيْلُ الشُّكْرِ وَفَائِقُ الْاِحْتِرَامِ.

اَلْمُقَدِّمُ

عبد الله

مِنْ طُلَّابِ الصَّفِّ السَّابِعِ

٣- اُكْتُبْ طَلَبًا إِلَى مُدِيْرِ الْمَدْرَسَةِ تَطْلُبُ مِنْهُ الدِّرَاسَةَ بِدُوْنِ رُسُوْمٍ.

التاريخ: ٢٠٢٥\٣\٣٠م

إلى

صَاحِبِ الْفَضِيْلَة

مُدِيْرُ الْمَدْرَسَةِ الْعَالِيَةِ الْحُكُوْمِيَّةِ

نَخْشِي نَازَار، دَاكَا.

اَلْمَوْضُوْعُ طَلَبُ الدِّرَاسَةِ مَجَّانًا

اَلْمُحْتَرَمُ!

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ أَدَاءِ وَاجِبِ الْاِحْتِرَامِ أُفِيْدُكُمْ عِلْمًا بِأَنِّي طَالِبٌ مُوَاظِبٌ فِي الصَّفِّ السَّابِعِ مِنْ مَدْرَسَتِكُمُ الشَّهِيْرَةِ، وَأَبِي الْمُكَرَّمُ فَلَّاحٌ، لَايَسْتَطِيْعُ عَلَى تَحَمُّلِ مُؤْنَةِ دِرَاسَتِيْ وَنَحْنُ أَرْبَعَةُ إِخْوَانٍ وَأَخَوَاتٍ كُلُّهُمْ يَدْرُسُوْنَ فِي مَدَارِسَ مُخْتَلِفَةٍ. لِذَلِكَ أَحْتَاجُ إِلَى الدِّرَاسَةِ مَجَّانًا.

فَلْعَرْضُ مِنْ حَضْرَتِكُمُ التَّكَرُّمُ عَلَيَّ بِقَبُوْلِ طَلَبِي هَذَا، وَلَكُمْ جَزِيْلُ الشُّكْرِ وَفَائِقُ الْاِحْتِرَامِ.

الْمُقَدِّم

محمد عبد الله

اَلصَّفُّ السَّابِعُ

رَقْمُ الْمُسَلْسَلِ ٢

٤- اُكْتُبْ رِسَالَةً إِلَى أَبِيكَ تَطْلُبُ مِنْهُ أَلْفَ تَاكَا لِشِرَاءِ الْكُتُبِ.

منير الرمان
مَدْرَسَةُ دَارِ النَّجَاةِ الصَّدِّيقِيَّةِ
دَاكَا ١٢٠٤
اَلتَّارِيخُ ٥ ٦ ٢٠٢٥م

وَالِدِي الْمُكَرَّم
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
بَعْدَ التَّحِيَّةِ الْمَسْنُونَةِ أَرْجُو أَنَّكُمْ جَمِيعًا بِالصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ بِعَوْنِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَا أَيْضًا مِنْ دُعَائِكُمْ بِالْخَيْرِ وَالسَّلَامَةِ، ثُمَّ أُخْبِرُكُمْ بِأَنَّهُ قَدْ مَضَتِ الْأَيَّامُ الْعَدِيدَةُ وَلَمْ أَطَّلِعْ عَلَى أَحْوَالِكُمْ. لِذَا أَنَا حَرِيصٌ جِدًّا، وَأَنَّ الدِّرَاسَةَ بَدَأَتْ مُنْذُ شَهْرٍ وَلَكِنْ مَا اِشْتَرَيْتُ الْكُتُبَ حَتَّى الْآنَ، لِذَا أَحْتَاجُ إِلَى أَلْفِ تَاكَا لِشِرَاءِ الْكُتُبِ الدِّرَاسِيَّةِ، وَأَرْجُو مِنْكُمْ أَنْ تُرْسِلُوهَا فِي وَقْتٍ قَرِيبٍ. وَأَنَا أُحَاوِلُ أَنْ أُسَافِرَ إِلَى الْبَيْتِ فِي أَخِرِ هَذَا الشَّهْرِ.
أَبِيَ الْمُكَرَّم! فِي الْخِتَامِ أَرْجُو مِنْ سَعَادَتِكُمْ أَنْ لَاتَنْسَوْنِي فِي أَدْعِيَتِكُمْ، وَتُبَلِّغُونَ السَّلَامَ إِلَى أُمِّي الْمُحْتَرَمَةِ وَإِلَى الْكِبَارِ جَمِيعًا وَالشَّفَقَةَ وَالْمَحَبَّةَ إِلَى الصِّغَارِ فِي بَيْتِنَا. أَدْعُو إِلَى اللهِ تَعَالَى دَوَامَ صِحَّتِكُمْ.

اِبْنُكُمُ الْعَزِيزِ
محمد منير الزمان

طَابِعٌ

مِنْ
محمد منير الزمان
رقم الغرفة ١٠١
سَكَنُ الطُّلَّابِ
دِيمْرا، دَاكَا ١٢٠٤

إِلَى
محمد مطيع الرحمن
شارع خان جهان علي
خولنا

٥- اُكْتُبْ رِسَالَةً إِلَى أَحِيكَ تُخْبِرُ فِيهَا عَنْ وُصُولِ أَلْف تَاكَا الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكَ.

محمد عبد اللطيف
مَدْرَسَةُ الْكَامِلِ نُوْيَاتُوْلَا
دَاكَا ١٢٠٥
١٥ ٧ ٢٠٢٥م

أَخِي الْكَبِيرَ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
بَعْدَ السَّلَامِ الْمَسْنُونِ أَرْجُو أَنَّكُمْ جَمِيعًا بِالْخَيْرِ وَالسَّلَامَةِ، وَأَنَا أَيْضًا بِالصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى. ثُمَّ أُخْبِرُكُمْ بِأَنَّ النُّقُودَ الَّتِي أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بَعْدَ كِتَابَةِ رِسَالَتِي قَدْ وَصَلَتْ إِلَيَّ بِالْأَمْسِ وَوَصَلَتْ إِلَيَّ رِسَالَةُ يَدِكَ. قَدْ عَلِمْتُ بِذَلِكَ أَحْوَالَ بَيْتِي فَحَفَّتْ حُزْنِي وَاطْمَأَنَّ قَلْبِي. سَوْفَ أَشْتَرِي الْكُتُبَ بِذَلِكَ الْمَبْلَغِ وَأَبْذُلُ جُهْدِي فِي الدِّرَاسَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ. لَا تَحْزَنْ لِي.
تُسَلِّمُونَ السَّلَامَ إِلَى أَبِي الْمُحْتَرَمِ وَأُمِّي الْمُكَرَّمَةِ وَالشَّفَقَةَ إِلَى الصِّغَارِ. خِتَامًا أَتَمَنَّى لَكُمْ دَوَامَ الصِّحَّةِ.

أَخُوكُمُ الْعَزِيزُ
محمد أسامة

طَرِيقٌ	
مِن	إِلَى
اَلْاِسْمُ	اَلْاِسْمُ .....
اَلْعُنْوَانُ	اَلْعُنْوَانُ .....
.....	.....

٦- اُكْتُبْ رِسَالَةً إِلَى أُمِّكَ تَطْلُبُ الدُّعَاءَ لِلنَّجَاحِ فِي الْاِخْتِبَارِ.

عبد الله

مدرسة .....

٢٠٢٥/٢/١٥م

أُمِّي الْمُحْتَرَمَةُ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ الطَّيِّبَةِ أَرْجُو أَنْ تَكُنْ جَمِيعًا بِالْخَيْرِ وَالْعَافِيَةِ بِعَوْنِ اللهِ تَعَالَى وَرَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ، وَأَنْ أَيْضًا بِحُسْنِ دُعَائِكُنَّ بِالْخَيْرِ وَالصِّحَّةِ، ثُمَّ أُخْبِرُكُنَّ بِأَنَّ الْمَدْرَسَةَ أَعْلَنَتْ عَنْ إِجَازَةٍ لِلْفَصْلِ الْأَوَّلِ. سَيَنْعَقِدُ الْاِخْتِبَارُ فِي الْأُسْبُوعِ الْقَادِمِ. أُرِيدُ مِنْكُنَّ الدُّعَاءَ لِلنَّجَاحِ بِالتَّفَوُّقِ فِي الْاِخْتِبَارِ. بَعْدَ الْاِخْتِبَارِ أَحْضُرُ إِلَيْكُنَّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

أَخِيرًا تُبَلِّغُنَّ السَّلَامَ إِلَى وَالِدِيَّ الْمُحْتَرَمِ وَالْكِبَارِ وَالْحُبَّ وَالشَّفَقَةَ إِلَى الصِّغَارِ، وَفِي الْخِتَامِ أَرْجُو اللهَ دَوَامَ صِحَّتِكُنَّ.

اِبْنُكُمُ الْمُطِيعُ

محمد عبد الله

ظَرْفٌ

مِن	إِلَى
اَلْاِسْمُ	اَلْاِسْمُ .....
اَلْعُنْوَانُ	اَلْعُنْوَانُ .....
.....	.....

٧- اُكْتُبْ رِسَالَةً إِلَى زَمِيْلِكَ تَدْعُوْهُ بِمُنَاسَبَةِ زَوَاجِ أُخْتِكَ.

محمد عبد الكريم

برعون

اَلتَّارِيْخُ ٣ ٥ ٢٠٢٥م

صَدِيْقِي الْحَمِيْمُ!

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ وَالتَّحَبُّبِ أَرْجُوْ أَنَّكُمْ بِالصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ بِرَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى. وَأَنَا أَيْضًا بِحَمْدِ اللهِ مَعَ السَّلَامَةِ. ثُمَّ أُخْبِرُكُمْ أَنَّ زِوَاجَ أُخْتِي الْكَبِيْرَةِ سَوْفَ يَنْعَقِدُ فِيْ ٢٥ ٥ ٢٠٢٥م فَأَنْتَ مَدْعُوٌّ فِيْ حَفْلَةِ الزِّوَاجِ، وَأُرِيْدُ حُضُوْرَكُمْ قَبْلَ الْحَفْلَةِ بِيَوْمٍ وَإِلَّا أَتَأَلَّمُ فِيْ قَلْبِيْ.

تُبَلِّغُوْنَ السَّلَامَ عَلَى أَبَوَيْكَ الْمُحْتَرَمَيْنِ وَالْحُبَّ وَالشَّفَقَةَ إِلَى الصِّغَارِ فِيْ بَيْتِكُمْ، تَدْعُوْ اللهَ لَنَا، وَفِي الْخِتَامِ أَسْأَلُ اللهَ لَكُمُ الصِّحَّةَ فِيْ حَيَاتِكَ الْمُسْتَقْبَلَةِ.

صَدِيْقُكُمُ الْحَمِيْمُ

محمد عبد الكريم

طَبِعْ

مِن	إلى
اَلْاِسْمُ	اَلْاِسْمُ .....
اَلْعُنْوَانُ	اَلْعُنْوَانُ .....
.....	.....

٨- أُكْتُبْ رِسَالَةً إِلَى صَدِيْقِكَ تُهَنِّئُه لِنَجَاحِه فِي الْاِخْتِبَارِ.

محمد يعقوب

بريسال

اَلتَّارِيْخُ : ٢٠٢٥/٥/٩م

صَدِيْقِي الْحَمِيْم،

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

بَعْدَ التَّحِيَّةِ الْمُبَارَكَةِ أَرْجُوْ أَنَّكَ بِالْخَيْرِ وَالْعَافِيَةِ بِتَوْفِيْقِ اللهِ تَعَالَى وَأَنَا أَيْضًا بِحَمْدِ اللهِ وَبِحُسْنِ دُعَائِكُمْ بِالصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ. ثُمَّ أُخْبِرُكُمْ بِأَنِّيْ قَدْ أُخْبِرْتُ بِأَنَّكَ نَجَحْتَ فِي الْاِخْتِبَارِ بِالتَّفَوُّقِ، تَسَنَّيْتُ مِنْكَ مِثْلَ هٰذِهِ التَّنْبِيْجَةِ، وَقَدْ دَعَوْتُ اللهَ تَعَالَى لِذٰلِكَ، وَالِدِيْ وَإِخْوَانِيْ كُلُّهُمْ فَرِحُوْنَ بِنَتِيْجَتِكَ، أَشْكُرُكَ شُكْرًا جَزِيْلًا. أَرْجُوْ رِسَالَتَكَ فِيْ وَقْتٍ قَرِيْبٍ.

تُبَلِّغُوْنَ السَّلَامَ إِلَى الْكِبَارِ وَالْأُخْتَ وَالشَّقِيْقَةَ إِلَى الصِّغَارِ فِيْ بَيْتِكُمْ. وَحَتَّمًا أَرْجُوْ التَّقَدُّمَ وَالنَّجَاحَ فِيْ حَيَاتِكَ الْمُسْتَقْبَلِيَّةِ.

صَدِيْقُكُمُ الْحَمِيْمُ

محمد يعقوب

طَرِيْغ

مِن	إِلَى
اَلْاِسْمُ	الْإِسْمُ .....
اَلْعُنْوَانُ	اَلْعُنْوَانُ .....
.....	.....

اَلْوَحْدَةُ الْخَامِسَةُ : পঞ্চম ইউনিট

قِسْمُ الْإِنْشَاءِ الْعَرَبِي

আরবি রচনা অংশ

١- اَلْعِلْمُ

১. ইলম বা জ্ঞান

اَلْمُقَدِّمَةُ اَلْعِلْمُ قُوَّةٌ مُمَيِّزَةٌ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالْمَعْرُوفِ وَالْمُنْكَرِ.

مَعْنَى الْعِلْمِ اَلْعِلْمُ فِي اللُّغَةِ اَلْإِدْرَاكُ ، وَالْمَعْرِفَةُ ، وَالْفَهْمُ ، وَفِي الْإِصْطِلَاحِ هُوَ مَلَكَةٌ تُعْرَفُ بِهَا حَقَائِقُ الْأَشْيَاءِ.

أَنْوَاعُ الْعِلْمِ اَلْعِلْمُ نَوْعَانِ ١- عِلْمُ الدِّيْنِ ٢- عِلْمُ الدُّنْيَا. عِلْمُ الدِّيْنِ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِيْ يَشْتَمِلُ عَلَى عُلُوْمِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيْثِ وَالْفِقْهِ وَالْعَقَائِدِ وَالتَّوْحِيْدِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ وَمَالَا بُدَّ مِنْهُ لِفَهْمِ الْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيْثِ كَالنَّحْوِ وَالصَّرْفِ وَغَيْرِهِمَا. وَأَمَّا عِلْمُ الدُّنْيَا هُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِحُصُوْلِ الدُّنْيَا كَعِلْمِ الطِّبِّ وَالْهَنْدَسَةِ وَالْجُغْرَافِيَّةِ وَالْعُلُوْمِ وَالْحِسَابِ وَغَيْرِهَا.

أَهَمِّيَّةُ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ أَهَمِّيَّةٌ بَالِغَةٌ لَاحَدَّ لَهَا ، فَبِتَحْصِيْلِ الْعِلْمِ يَعْرِفُ الْإِنْسَانُ سَبِيْلَ الْهِدَايَةِ وَالرُّشْدِ وَيَعْرِفُ اللهَ وَيَعْرِفُ الرَّسُوْلَ وَيَعْرِفُ الدِّيْنَ ، وَهُوَ فِيْ نَظَرِ الشَّرِيْعَةِ نِذْرُ الْإِيْمَانِ وَشَرْطٌ لَهُ، وَهُوَ سَبِيْلُ نَهْضَةِ الْأُمَّةِ ، وَوَسِيْلَةُ التَّقَدُّمِ لِكُلِّ فَرْدٍ وَمُجْتَمَعٍ.

حُكْمُ طَلَبِ الْعِلْمِ طَلَبُ الْعِلْمِ أَيْ عِلْمُ الدِّيْنِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، حَيْثُ قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، وَطَلَبُ عِلْمِ الدُّنْيَا كَعِلْمِ الطِّبِّ وَالْهَنْدَسَةِ وَالْعُلُوْمِ إِذَا لَمْ يُخَالِفِ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْكِفَايَةِ.

فَضْلُ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ فَضْلٌ كَبِيْرٌ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ صَاحِبَ الْعِلْمِ وَيَرْفَعُ دَرَجَتَهُ، قَالَ تَعَالَى يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. وَقَالَ تَعَالَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ.

اَلْخَاتِمَةُ إِنَّ الْعِلْمَ وَسِيْلَةُ الْهِدَايَةِ وَالتَّقَدُّمِ فِي الْمُجْتَمَعِ، فَعَلَيْنَا أَنْ نَبْذُلَ الْجُهْدَ لِتَحْصِيْلِهِ، وَنَدْعُو إِلَى الْبَارِي تَعَالَى بِقَوْلِنَا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.

٢ خُلُقٌ حَسَنٌ

২. সচ্চরিত্র

اَلْمُقَدِّمَةُ اَلْمُرَادُ بِخُلُقٍ حَسَنٍ هُوَ الْإِتِّصَافُ بِالْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ وَالصِّفَاتِ الْمَحْمُوْدَةِ مِثْلُ الصِّدْقِ وَالْإِحْسَانِ وَالشُّكْرِ وَالصَّبْرِ وَالْأَمَانَةِ وَالْعَدْلِ وَالْاِجْتِنَابِ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ وَالْمُشْتَهِيَاتِ وَالرَّذَائِلِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ نِعْمَةٌ رَبَّانِيَّةٌ لِلْإِنْسَانِ.

فَضِيْلَةُ خُلُقٍ حَسَنٍ بِخُلُقٍ حَسَنٍ فَضَائِلُ كَثِيْرَةٌ وَمَنَافِعُ عَدِيْدَةٌ مَا لَا تُحْصَى بِالْبَيَانِ، لِأَنَّ الْأَخْلَاقَ الْحَسَنَةَ سَبِيْلٌ قَوِيْمٌ لِلْاِسْتِقَامَةِ عَلَى الْحَقِّ وَالْهُدَى وَفَارِقٌ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَالْحَيْوَانِ. قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيْزَانِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ.

عَلَامَاتُ خُلُقٍ حَسَنٍ لِحُسْنِ الْخُلُقِ عَلَامَاتٌ كَثِيْرَةٌ أَشْهَرُهَا اَلْإِحْسَانُ إِلَى الْإِنْسَانِ وَالشُّكْرُ لِلّٰهِ تَعَالَى وَالصَّبْرُ عِنْدَ الْمَصَائِبِ وَالْحِلْمُ وَالْكَرَمُ وَالْفَضْلُ وَالنِّعْمَةُ وَالْهِمَّةُ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ تَعَالَى فِي كُلِّ حَالٍ وَأَدَاءُ الْوَاجِبَاتِ وَالْفَرَائِضِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَتَوْفِيْرُ الْمَوَاعِدِ وَالتَّرَحُّمُ عَلَى الصِّغَارِ وَالتَّكَرُّمُ عَلَى الْكِبَارِ وَكَظْمُ الْغَيْظِ وَالْاِحْتِرَازُ عَنِ الْمُنْكَرَاتِ.

مَأْخَذُ خُلُقٍ حَسَنٍ نَأْخُذُ الْخُلُقَ الْحَسَنَ مِنْ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ (ﷺ) كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) وَكَذٰلِكَ قَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

اَلْخَاتِمَةُ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَّصِفَ بِالْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ وَالصِّفَاتِ الْمَحْمُوْدَةِ كَيْ نَكُوْنَ أَحْسَنَ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. لِأَنَّ الْخُلُقَ الْحَسَنَ مِنْ صِفَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ.

٣ قَرْيَتُنَا

৩. আমাদের গ্রাম

اَلْمُقَدِّمَةُ اِسْمُ قَرْيَتِنَا نِصَارَانْدَا، وَهِيَ قَرْيَةٌ قَدِيْمَةٌ، وَكَبِيْرَةٌ وَمَشْهُوْرَةٌ، وَهِيَ وَاقِعَةٌ فِيْ مُحَافَظَةِ فِيْرُوْزْبُوْر.

مَوْقِعُهَا مَوْقِعُ قَرْيَتِنَا قَرِيْبٌ مِنْ مَدِيْنَةِ فِيْرُوْزْبُوْر تَقْرِيْبًا ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ مِنْهَا.

سُكَّانُهَا يَسْكُنُ فِيْ قَرْيَتِنَا تَقْرِيْبًا سَبْعَةُ عَشَرَ اَلَافِ نَسَمَةٍ. أَكْثَرُهُمْ مُسْلِمُوْنَ وَقَلِيْلٌ مِنْهُمْ هُنُوْدٌ. يُوْجَدُ فِيْ قَرْيَتِنَا أَنْوَاعٌ مِنَ النَّاسِ، فَلَّاحٌ وَتَاجِرٌ وَمُعَلِّمٌ وَطَبِيْبٌ وَعَسْكَرِيٌّ وَأَصْحَابُ الْحِرْفَةِ الْمُخْتَلِفَةِ، بَيْنَهُمُ اتِّحَادٌ وَاتِّفَاقٌ وَأُخُوَّةٌ وَأَكْثَرُهُمْ مُزَارِعُوْنَ.

أَهَمِّيَّتُهَا يُوْجَدُ فِيْ قَرْيَتِنَا ثَلَاثَةُ مَدَارِسَ اِبْتِدَائِيَّةٌ وَمَدْرَسَةٌ عَالِيَةٌ وَكُلِّيَّةٌ وَمَكْتَبٌ لِلْبَرِيْدِ وَسُوْقَانِ وَخَمْسَةُ مَسَاجِدَ وَمُسْتَشْفًى وَمَلْعَبٌ وَاسِعٌ.

مَنْظَرُهَا لِقَرْيَتِنَا مَنْظَرٌ جَمِيْلٌ. شَوَارِعُهَا وَاسِعَةٌ وَنَظِيْفَةٌ وَفِيْهَا حَدَائِقُ كَثِيْرَةٌ ذَوَاتُ أَشْجَارٍ كَثِيْفَةٍ.

فِيْ مُعْظَمِ أَوْقَاتِ السَّنَةِ تَكُوْنُ خَضِرًا تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ، وَهِيَ إِحْدَى الْقُرَى الْجَمِيْلَةِ فِي بِلَادِنَا ، طُوْلُهَا ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَعَرْضُهَا مِيْلَانِ.

اَلْخَاتِمَةُ قَرْيَتُنَا قَرْيَةٌ مِثَالِيَّةٌ فِي قُرَى بَنْغَلَادِيْش. نَحْنُ نُحِبُّهَا وَنَبْذُلُ جُهْدَنَا لِأَنْ نَعِيْشَ فِيْهَا بِالْاِتِّحَادِ وَالْاِتِّفَاقِ. فَنَحْنُ الْمُفَاخِرُوْنَ بِهَا.

٤- اَلرِّحْلَةُ إِلَى كُوْكَسْ بَازَارْ

৪. কক্সবাজার ভ্রমণ

اَلْمُقَدِّمَةُ الرِّحْلَةُ هِيَ مُوْجِبُ الْفَرْحَةِ وَالسُّرُوْرِ لِكُلِّ إِنْسَانٍ. فَلِذَلِكَ إِذَا وَقَعَ الْإِنْسَانُ فِي الْحُزْنِ يَزِيْلُ ذَلِكَ بِالرِّحْلَةِ لِأَنَّ الرِّحْلَةَ هِيَ السِّيَاحَةُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ وَمِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ وَهَكَذَا أَنِّي أَذْكُرُ هُنَا الرِّحْلَةَ إِلَى كُوْكَسْ بَازَارْ.

زَمَانُ الرِّحْلَةِ إِلَى كُوْكَسْ بَازَارْ إِنَّا خَمْسَةَ زُمَلَاءَ أَرَدْنَا أَنْ نَرْتَحِلَ إِلَى كُوْكَسْ بَازَارْ. لِأَنَّ الرِّحْلَةَ إِلَى كُوْكَسْ بَازَارْ مُرِيْحٌ جِدًّا. وَإِنَّهَا مَنْطِقَةٌ مُهِمَّةٌ مِنْ مَنَاطِقِ بَنْغَلَادِيْش وَهِيَ تَقَعُ فِي جُنُوْبِ بَنْغَلَادِيْش عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ. يَوْمَ الْأَحَدِ مَسَاءً نَحْنُ رَكِبْنَا عَلَى الْحَافِلَةِ مِنْ مُحَافَظَتِنَا كُوْشْتِيَا بَعْدَ أَدَاءِ صَلَاةِ الْعَصْرِ. وَأَدَّيْنَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي الطَّرِيْقِ. وَوَصَلْنَا كُوْكَسْ بَازَارْ بِالْأَمْنِ وَالسَّلَامَةِ صَبَاحَ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ فَشَكَرْنَا اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى ذَلِكَ. وَدَخَلْنَا فِي الْفُنْدُقِ الْفَيْصَلِ وَهُوَ فُنْدُقٌ جَمِيْلٌ. وَسَجَّلْنَا أَسْمَاءَنَا فِي دَفْتَرِ الْفُنْدُقِ وَأَكَلْنَا الْفُطُوْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا لِرُؤْيَةِ مَنَاظِرِهَا الْعَجِيْبَةِ.

مَنَاظِرُهَا الْعَجِيْبَةُ وَهِيَ كَمَا تَلِي هُنَا مَوْجُ الْبَحْرِ يَمُوْجُ فِي الْقَلْبِ بِالْفَرْحَةِ وَشَاطِئِ الْبَحْرِ وَسَعَتِهَا وَجَمَالِهَا يَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ. وَحَوْلَهَا جِبَالٌ عَدِيْدَةٌ مَمْلُوْءَةٌ عَلَى مَحَاسِنَ شَتَّى . وَهُنَا لَا أَنْسَى سَفَرَنَا إِلَى

هِيْمْسُوْرِيْ وَالطَّرِيْقُ إِلَى هِيْمْسُوْرِيْ أَجْمَلُ الطُّرُقِ فِي بِلَادِنَا فِي نَظَرِنَا مَا لَا نَرَى فِي مَنْطِقٍ مِنْ مَنَاطِقِ

وَفِي الْجِبَالِ أَنْهَارٌ صَغِيرَةٌ وَلَهَا مَنْظَرٌ جَمِيلٌ يَخْدِبُ الْقُلُوبَ.

اَلرُّجُوْعُ مِنْ كُوْكَسْ دَارَار بَعْدَ أَنْ مَكَثْنَا يَوْمَيْنِ رَجَعْنَا مِنْ كُوْكَسْ دَارَار إِلَى قَرْيَتِنَا عِنْدَمَا رَجَعْنَا

مِنْهَا تَأَسَّفْنَا عَلَى مَا فَاتَنَا مِنَ السُّرُوْرِ وَالْفَرْحَةِ

اَلْخَاتِمَةُ اَلرِّحْلَةُ سَبَبٌ لِرُؤْيَةِ الْعَجَائِبِ وَالْمَحَاسِنِ لِلْخَلْقِ وَالْقُدْرَةِ الْإِلٰهِيَّةِ وَهُوَ مُوْجِبُ الْفَرْحَةِ

وَالسُّرُوْرِ. فَيَنْبَغِي عَلَى كُلِّ طَالِبٍ أَنْ يَرْتَحِلَ حَسْبَ مَا أَمْكَنَهُ إِلَى كُوْكَسْ دَارَار

٥- اَلْغَنَمُ

৫. ছাগল

اَلْمُقَدِّمَةُ اَلْغَنَمُ حَيْوَانٌ أَهْلِيٌّ نَافِعٌ جِدًّا. اَلْغَنَمُ لَفْظُ إِسْمِ جِنْسٍ يُسْتَعْمَلُ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى كِلَيْهِمَا.

وَالشَّاةُ تُسْتَعْمَلُ لِلْأُنْثَى فَقَطْ. يُوْجَدُ الْغَنَمُ فِي جَمِيْعِ أَمَاكِنِ الْعَالَمِ كَمَا يُوْجَدُ فِي بَنْغَلَادِيْش وَالْهِنْدِ

وَالْبَاكِسْتَانِ

شَكْلُه وَلَوْنُهُ اَلْغَنَمُ أَرْبَعُ قَوَائِمَ وَلَهُ عَيْنَانِ سَوْدَاوَانِ وَقَرْنَانِ وَأُذُنَانِ طَوِيْلَتَانِ وَذَنَبٌ قَصِيْرٌ. حَافِرَتُه

مَشْقُوْقَةٌ. وَلِلشَّاةِ لِحْيَةٌ وَجِسْمُه مُغَطًّى بِأَصْوَافٍ كَثِيْفَةٍ وَهُوَ يَكُوْنُ مُخْتَلِفَ الْأَلْوَانِ أَسْوَدُ وَأَحْمَرُ

وَأَبْيَضُ وَغَيْرُ ذَالِكَ

طَعَامُهُ هُوَ يَأْكُلُ النَّبَاتَاتِ الْخَضْرَوَاتِ وَالْعُشْبَ وَالْعَدَسَ وَقُشُوْرَ الْمَوْزِ وَفُضُوْلَاتِ الْمَوَاكِهِ الْمُخْتَلِفَةَ

اَلْأَثَرُ الثَّقَفِيُّ لِلْغَنَمِ وَلِلْغَنَمِ أَثَرٌ كَبِيْرٌ فِي ثَقَافَةِ الْإِنْسَانِ. وَخَاصَّةً فِي الْمِلَّةِ الْإِبْرَاهِيْمِيَّةِ عِنْدَ

الْمُسْلِمِيْنَ فَهُوَ الْأُضْحِيَّةُ الْمُفَضَّلَةُ لِعِيْدِ الْأَضْحَى

مَنَافِعُه : لِلْغَنَمِ مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ. يَشْرَبُ الْإِنْسَانُ لَبَنَه وَهُوَ أَنْفَعُ لِلصِّحَّةِ وَلَحْمِ الْغَنَمِ حَلَالٌ لَذِيْذٌ وَثَمِيْنٌ جِدًّا

الْخَاتِمَةُ : فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَهْتَمَّ بِهَذَا الْحَيْوَانِ النَّافِعِ وَنَحْفَظُه.

٦- غَرْسُ الشَّجَرِ

৬. বৃক্ষরোপণ

اَلْمُقَدِّمَةُ : اَلشَّجَرَةُ جُزْءٌ أَسَاسِيٌّ لِنِظَامِ الْعَالَمِ، وَلَوْلَاهَا لَمَا اسْتَمَرَّ أَيُّ كَائِنٍ حَيٍّ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ.

تَعْرِيْفُ الشَّجَرَةِ : اَلشَّجَرَةُ هِيَ أَحَدُ أَشْكَالِ الْحَيَاةِ النَّبَاتِيَّةِ، وَهِيَ نَبَاتٌ خَشَبِيٌّ وَتَحْتَاجُ إِلَى كَمِّيَّاتٍ مُتَفَاوِتَةٍ مِنَ الْمَاءِ.

أَهَمِّيَّةُ الشَّجَرَةِ : لَهَا دَوْرٌ هَامٌّ فِي الصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ وَالْعَضَوِيَّةِ، تَعْمَلُ عَلَى تَثْبِيْتِ التُّرْبَةِ. وَهِيَ تَمْتَصُّ أَكْسِيْدَ الْكَرْبُوْنِ مِنَ الْجَوِّ وَ تَمْنَحُ الْأَكْسِجِيْنَ. تَمْتَصُّ الْمِيَاهَ الزَّائِدَةَ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ. وَلَهَا الدَّوْرُ الْاِقْتِصَادِيُّ أَيْضًا. فَمِنْهَا تُنْتَجُ الْخَشَبُ مِنْ أَجْلِ الصَّنَاعَةِ . وَهِيَ مَصْدَرٌ لِلْعَدِيْدِ مِنَ الْأَدْوِيَةِ . وَالشَّجَرَةُ تُنْتِجُ الثِّمَارَ وَالْحَطَبَ.

فَضْلُ غَرْسِ الشَّجَرَةِ : عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَغْرِسَ الشَّجَرَةَ فِي الْأَمَاكِنِ الْمُنَاسِبَةِ حَسْبَ الطَّاقَةِ. وَالْإِسْلَامُ شَجَّعَ إِلَى ذَلِكَ. وَلَه فَضْلٌ عَظِيْمٌ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى. يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. يَعْنِي غَرْسُ الشَّجَرَةِ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ. وَالْغَارِسُ يُثَابُ لِغَرْسِهِ مَادَامَ الشَّجَرَةُ حَيًّا.

اَلْخَاتِمَةُ : قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الزِّرَاعَةَ أَفْضَلُ أَعْمَالِ الْكَسْبِ وَالْمَعَاشِ. فَلِذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَغْرِسَ الشَّجَرَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي الْمَوْسِمِ الْمُنَاسِبِ.

٧- وَاجِبَاتُ الطُّلَّابِ
৭. শিক্ষার্থীদের করণীয়

اَلْمُقَدِّمَةُ : اَلطُّلَّابُ هُمُ الَّذِيْنَ يَشْتَغِلُوْنَ بِتَحْصِيْلِ الْعُلُوْمِ فِي الْمَعَاهِدِ وَالْمَدَارِسِ ، وَهِيَ كَلِمَةٌ جَمْعٌ مُفْرَدُهَا اَلطَّالِبُ.

وَاجِبَاتُ الطُّلَّابِ إِلَى نَفْسِهِ : يَجِبُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ أَنْ يَطْلُبَ الْعِلْمَ بِالْجِدِّ وَالْجُهْدِ وَهُوَ أَهَمُّ الْوَاجِبَاتِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ حَسْبَ عِلْمِهِ وَأَنْ يَهْتَمَّ بِالْأَوْقَاتِ وَعَلَيْهِ أَنْ لَّا يُضِيْعَ أَوْقَاتَهُ فِي اللَّهْوِ وَاللَّعْبِ وَأَنْ يَحْضُرَ الْمَدْرَسَةَ دَائِمًا وَأَنْ يُؤَدِّيَ الْوَاجِبَ الْمَنْزِلِي وَأَنْ يَسْتَيْقِظَ صَبَاحًا وَيَعْمَلَ الْأَعْمَالِ الصَّبَاحِيَّةِ وَأَنْ يَتَّصِفَ بِالْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ وَيَجْتَنِبَ عَنِ الْأَوْصَافِ الرَّذِيْلَةِ وَأَنْ يُّطَالِعَ الْكُتُبَ النَّافِعَةَ

وَاجِبَاتُ الطُّلَّابِ نَحْوَ أَسَاتِذَتِهِمْ : يَجِبُ عَلَى كُلِّ طَالِبٍ أَن يُّطِيْعَ الْأَسَاتِذَةَ مِنْ جَمِيْعِ جَوَانِبِ الْعِلْمِ حَتَّى يَحْصِلُوْهَا.

اَلطُّلَّابُ فِي آدَابِ الصِّحَّةِ : صِحَّةُ الْقَلْبِ مَوْقُوْفَةٌ عَلَى صِحَّةِ الْجَسَدِ فِي أَكْثَرِ الْأَوْقَاتِ. وَلِلْإِسْتِقَامَةِ فِي مُذَاكَرَةِ الدُّرُوْسِ يَحْتَاجُ الطُّلَّابُ إِلَى صِحَّةِ الْجَسَدِ. فَلِذٰلِكَ يَنْبَغِي لِلطُّلَّابِ أَن يَّحْفَظُوْا أَجْسَادَهُمْ وَأَنْ يَمْتَثِلُوْا آدَابَ الصِّحَّةِ .

اَلْخَاتِمَةُ : فَرَائِضُ الطُّلَّابِ وَوَاجِبَاتِهِمْ كَثِيْرَةٌ. فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَهْتَمُّوا بِالْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ أَنْ يَّطْلُبَ مَا يَنْفَعُهُ وَيَتْرُكَ مَا يَضُرُّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

শিক্ষক নির্দেশিকা

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবই যতই ভাল হোক না কেন তার উদ্দেশ্য সাধন অনেকাংশে শিক্ষকের উপর নির্ভরশীল। তাই বইটি পাঠদানের ক্ষেত্রে একজন শিক্ষক নিম্নবর্ণিত বিষয়ে যত্নবান হবেন–

* সর্বপ্রথম সিলেবাস বা পাঠ্যসূচি ভালভাবে পড়ে নিবেন।
* বছরের শুরুতেই বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার পড়বেন।
* বইটিতে মোট পাঁচটি ইউনিট বা অধ্যায় রয়েছে। ছরফ, নাহু, অনুবাদ, চিঠি ও আবেদন পত্র এবং ইনশা। প্রত্যেক সেমিষ্টারে ৫টি ইউনিট থেকে যৌক্তিক অংশ পাঠদান করার জন্য বছরের শুরু থেকেই পাঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করে পাঠদান করতে হবে।
* ছরফের ক্লাসে তাহকীক এবং নাহু ও অনুবাদের ক্লাসে সাধ্যমত তারকীবের গুরুত্ব দেবেন।
* শিক্ষার্থীর পাঠ বোঝানোর প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করবেন। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো মুখস্ত করাবেন।
* কাওয়াইদ অংশের প্রত্যেকটি পাঠ পড়ানোর জন্য প্রথমত উদাহরণগুলো এমনভাবে বুঝাবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত কাওয়াইদ সহজে চিনতে ও বুঝতে পারে। অতঃপর কাওয়াইদ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে সাধ্যমত বইয়ে প্রদত্ত উদাহরণের বাইরেও বোর্ডে লিখে বুঝানোর চেষ্টা করবেন।
* নিয়ম (قَاعِدَةٌ) বুঝানো ও আলোচনার পর শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে উদাহরণ পেশ করতে বলবেন।
* এমন কিছু বাড়ির কাজ দেবেন যাতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল ও উদ্ভাবন করার মত দক্ষতা তৈরি হয়।
* কুরআন ও হাদীসের উদাহরণ ব্যবহার করার প্রতি অভ্যাস তৈরি করতে সচেষ্ট হবেন।
* শিক্ষার্থীদের এমনভাবে ক্লাসওয়ার্ক ও হোমওয়ার্ক দেবেন যাতে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাজ সম্পাদন করে।
* বেশি বেশি ব্লাকবোর্ড ব্যবহারের মাধ্যমে সহজভাবে পাঠ উপস্থাপন করবেন।
* আরবি ব্যাকরণ এর ক্লাসে মাঝে মধ্যে আরবি ভাষার বই ব্যবহার করবেন এবং তা থেকে নির্দিষ্ট قَاعِدَةٌ বের করতে বলবেন।
* শিক্ষার্থীদের উৎসাহদান করে পড়াবেন।

تَمَّتْ بِالْخَيْرِ

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল সপ্তম–কাওয়াইদুল লুগাতিল আরাবিয়াহ

দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করো।

–আল হাদিস

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত।